উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,৬৯৩.৭১ (+৩১৩.০২)
নিফটি : ২৫,৩৩০.২৫ (+৯১.১৫)

জোট নিয়ে দ্বিধায় সিপিএম
এ রাজ্যে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সিপিএম। এই দল এখনও অপেক্ষা এবং পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এগোচ্ছে। » ৭

হিমাচলে মৃত বেড়ে ১৮
উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশে বেশিরভাগ নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বর্ষণে দুই রাজ্যে ১৮ জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে। এখনও অন্তত ২০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

জেলে ভরলেই শিক্ষা হবে, দূষণ নিয়ে প্রধান বিচারপতি » ৭

১ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 18 September 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 122

মোদির শৌর্যগাথা

‘পাকিস্তান হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে’

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : জন্মদিনেও নরেন্দ্র মোদির মুখে ‘অপারেশন সিঁদুর’। ভারতীয় সেনার অভিযানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ‘নতুন ভারত আর পরমাণু বোমার ভয়ে ভীত নয়।’ প্রায় আস্ফালনের সুরে তাঁর কথায়, ‘আমাদের বীর সেনারা পাকিস্তানকে চোখের পলকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে।’

নিজের ৭৫তম জন্মদিনে বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় এক জনসভায় মোদি জানান, সিঁদুর অভিযানে ভারতীয় সেনা যে পাকিস্তানি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তা স্বীকার করেছে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিগোষ্ঠীটিই। ওই সংগঠনের এক শীর্ষ নেতা কবুল করেছেন, জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারকে কার্যত শেষ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘জইশ গোষ্ঠীর লোকই ইসলামাবাদের স্বরূপ প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিয়েছে।’ অপারেশন সিঁদুরের আবহে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের পরমাণু হামলার হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটা নতুন ভারত। আজকের ভারত কারও পারমাণবিক হুমকিকে ভয় করে না। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের মা-বোনদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। আমরা অপারেশন সিঁদুরে তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছি। ভারতীয় সেনারা ঘরে ঢুকে জবাব দেয়।’

জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা মোট ন’টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ওই হামলায় মৃত্যু হয় মাসুদের বোন, ভগ্নীপতি, এক শিশু সহ পরিবারের ১০ সদস্যের। মৃত্যু হয় জঙ্গি নেতার চার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরও। উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবিতে ‘সুভান আল্লাহ’ নামে পরিচিত জামিয়া মসজিদের একটি গম্বুজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ও আশপাশের পরিকাঠামো ধ্বংসের প্রমাণ মিলেছিল।

মে মাসে নিহতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি ইসলামাবাদ। কিন্তু মঙ্গলবার জইশের প্রথম সারির কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি বলেন, ‘ভারতীয় সেনার হামলায় মৌলানা মাসুদ আজহারের পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।’ বুধবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা শোনা গিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মুখেও। তিনি বলেন, ‘ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা আমাদের বলার প্রয়োজন নেই।

এরপর দশের পাতায়

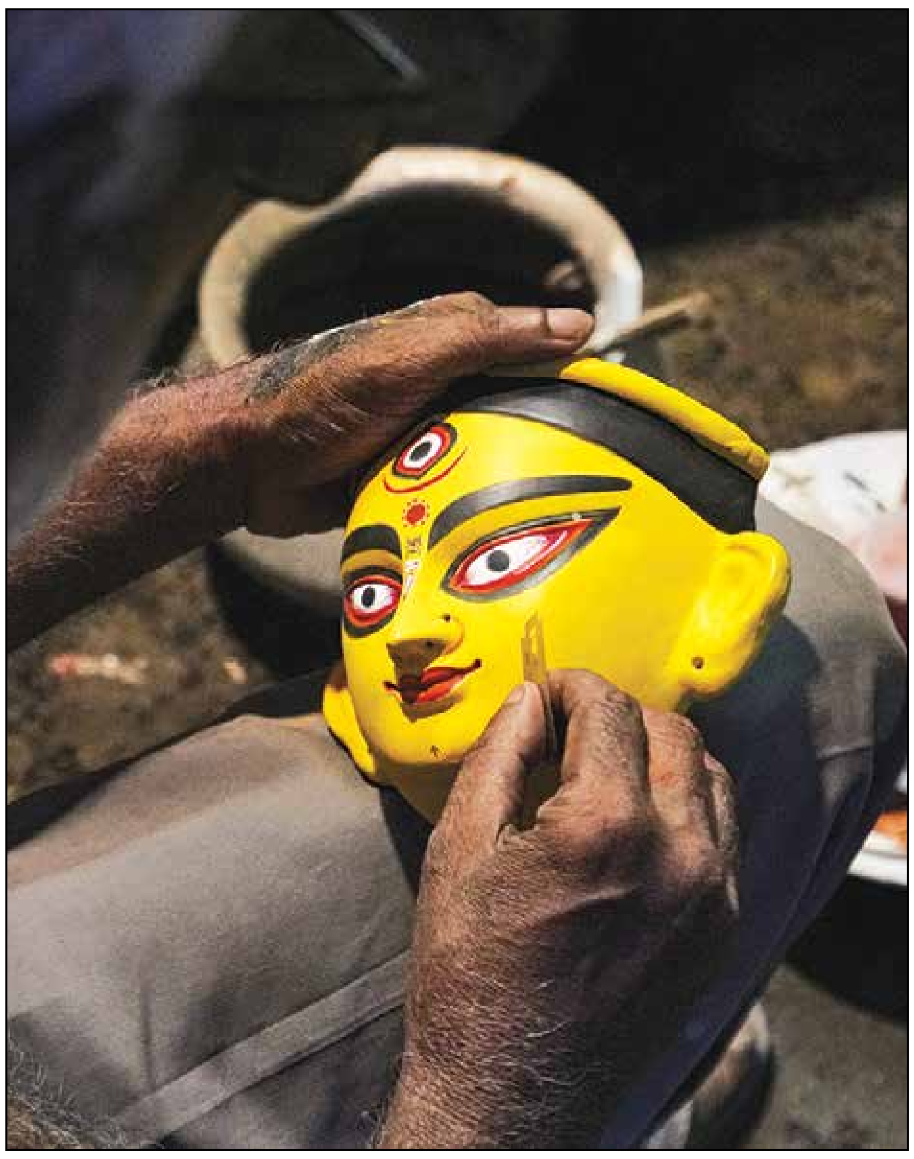

মৃন্ময়ীর লাবণ্য ফোটাতে মগ্ন শিল্পী। বুধবার কলকাতার কুমোরটুলিতে।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিয়ে কূটনীতির খেলা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শুভেচ্ছার কূটনীতি! ডোনাল্ড ট্রাম্পের খেলাতেই তাঁকে কিস্তিমাতের চেষ্টা নরেন্দ্র মোদির। খানিকটা সফলও। অভ্যাস অনুযায়ী কৃতিত্ব দাবি করার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন জনসমক্ষে হাট করে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। যদিও শুল্ক যুদ্ধের আবহে বেশ কিছুদিন মোদি-ট্রাম্পের বাক্যালাপ বন্ধ থাকার পর ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে বরফ গলার সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে।

সুযোগটা এনে দিল নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন। শুভেচ্ছা জানাতে মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত ১২টারও এক ঘণ্টা আগে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে টেলিফোন বেজে ওঠে। ওপারে তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মিনিটের কথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও নিছক সৌজন্য। ট্রাম্প কিছু বলার আগে এক্স হ্যান্ডেলে ঠিক রাত ১০.৫৩ মিনিটে ফোনালাপের খবর বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন মোদি।

মোদি-ট্রাম্পের ফোনালাপ

ওই সূত্রেই বিশ্ববাসী জানলেন, ট্রাম্পই ফোন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। এক্সে মোদি লেখেন, ‘আমার ৭৫তম জন্মদিনে ফোনে উষ্ণ অভিনন্দন জানানোয় আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ। আপনার মতো আমি ভারত-মার্কিন সার্বিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিকে নয়া উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি।’

সবকিছু আগাম জানাতে ও কৃতিত্ব নিতে পারদর্শী ট্রাম্পকে যেন আগ বাড়িয়ে কিছু বলার সুযোগই দিলেন না মোদি। ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া দিলেন বটে। কিন্তু মোদির এক্স বার্তার ৩৭ মিনিট পর ১১টা ৩০ মিনিটে। ট্রুথ সোশ্যাল মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি নরেন্দ্র সম্বোধন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, ‘এইমাত্র আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে

এরপর দশের পাতায়

পিবিইউর ১২ আবাসিকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি জারি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : তাঁদের কারও দু’বছরের, আবার কারও প্রায় বছরখানেকের হস্টেল ফি বাকি। বিষয়টি তাঁদের একাধিকবার জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই হস্টেল ফি পরিশোধ না করায় এবার ১২ জন আবাসিকের নামে বিজ্ঞপ্তি জারি করল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আবাসিকদের মোট ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪০০ টাকা ফি বকেয়া রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, চলতি মাসের ২৩ তারিখের মধ্যে বকেয়া হস্টেল ফি পরিশোধ না করলে তাঁদের স্নাতকোত্তরের রেজাল্ট দেওয়া হবে না। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কথাও পরিষ্কারভাবে সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, ‘সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় হস্টেল পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পারি, কয়েকজন আবাসিক অনেকদিন ধরে হস্টেল ফি দিচ্ছেন না। তাঁরা ঘর দখল করে রেখে চলে গিয়েছেন। সেদিন আমি গিয়ে ওই ঘরগুলিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছি। দীর্ঘদিন ওঁদের বলার পরেও তাঁরা

দেড় লক্ষ টাকা হস্টেল ফি বকেয়া

হস্টেল ফি মেটাননি। সেকারণে তাঁদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।’

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের থাকার সুবিধার জন্য মোট তিনটি হস্টেল তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছেলেদের এবং মেয়েদের একটি করে হস্টেল আপাতত খোলা রয়েছে। হস্টেলের সেই আবাসিকদের থেকে প্রতিমাসে ভাড়া বাবদ ৭০০ টাকা করে নিয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অভিযোগ, অধিকাংশ আবাসিক ফি পরিশোধ করলেও ১২ জন আবাসিককে বারবার বলা হলেও তাঁরা বকেয়া হস্টেল ফি পরিশোধ করেননি। সূত্রের খবর, ওই ছাত্রদের মধ্যে দু-একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে জড়িত। এখন প্রশ্ন উঠছে, এত মাসের ভাড়া বাকি থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি হলেও কেন কর্তৃপক্ষ এতদিন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি? নাকি বিষয়টি জানার পরেও নিজেদের ‘দায়’ সারতে তাঁদের মুখে বলা হলেও কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি? বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়।

এরপর দশের পাতায়

ফের বিজেপির মঞ্চে নগেন

বুধবার এমজেএন স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন রায়।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : কয়েকমাস আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে রীতিমতো বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন রায়। বলেছিলেন, ‘উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’ প্রায় দেড় বছর পর কোচবিহারে সেই নগেন রায়কেই বিজেপির কর্মসূচিতে দেখা গেল। মাঝে অবশ্য তৃণমূলের সঙ্গেও সখ্য বেড়েছিল সাংসদের।

বিজেপি ও নগেন ফের কাছাকাছি আসায় রাজবংশী ভোটব্যাংকে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নগেনবাবু স্পষ্ট বলেছেন, ‘এতদিন বিজেপির কর্মসূচিতে ডাক পেতাম না। তাই আমাকে দেখা যেত না। এখন ডেকেছে তাই এসেছি। ভবিষ্যতে ডাকলেও থাকব।’ নগেনকে যে বিজেপি বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তা বুধবারের কর্মসূচিতে স্পষ্ট। এদিন কোচবিহার শহরের এমজেএন স্টেডিয়ামে নরেন্দ্র কাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ হয়। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন সহ বিধায়করা সেখানে উপস্থিত থাকলেও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন নগেন।

ভোটব্যাংক

- প্রায় দেড় বছর পদ্ম শিবিরের কোনও কর্মসূচিতে সাংসদ নগেন রায়কে দেখা যায়নি
- মাঝে তৃণমূলের সঙ্গেও তাঁর সখ্য নিয়ে চর্চা পদ্ম শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলে
- নয়া সমীকরণের পেছনে অনেকে রাজবংশী ভোটব্যাংক কারণ হিসেবে দেখছেন

অনেকেই বলছেন, বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসায় বিজেপি নগেনবাবুকে কাছে রাখার চেষ্টা করছে। আবার কারও দাবি, বিজেপির কাছাকাছি গিয়ে তৃণমূলের কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর দাবি করছেন সাংসদ। তবে এসব কথাকে পাত্তা দিতে রাজি নন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তাঁর বক্তব্য, ‘উনি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। ওঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, উনি এসেছেন। তাতে আমরা আনন্দিত। পরবর্তীতেও আমাদের কর্মসূচিতে থাকবেন।’ কটাক্ষ করে তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথা, ‘যখন তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব কোচবিহারে আসেন তখন নগেন রায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। আবার বিজেপির নেতৃত্ব এলে তাঁদের সঙ্গেও দেখা করেন। নগেনবাবু কখন কোন দলের সঙ্গে থাকেন তা হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। তবে এতদিন পর তিনি বিজেপির কর্মসূচিতে গেলেও তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।’

কোচবিহারের নির্বাচনগুলিতে রাজবংশী ভোট বড় ফ্যাক্টর। এই ভোটারদের একটি বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ থাকে গ্রেটার নেতা নগেনের হাতেই। তাই তিনি যেদিকে

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন
১০
দিন পর

দিনহাটায় নজর বাঁশের বেড়ায়

পুজোর মুখে ডেঙ্গির থাবা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজো যতই এগিয়ে আসছে আর ততই ডেঙ্গির থাবা জোরাল হচ্ছে দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাসুরকুঠি এলাকায়। গত দু’দিন ধরে চলা স্বাস্থ্য শিবিরে আসা লোকজনের রক্তের নমুনা রিপোর্টে নতুন করে আরও আটজন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। এঁদের সকলেই বাতাসুরকুঠি এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে সকলেই বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে এদিন বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাসুরকুঠি এলাকায় পৌঁছে যান কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি। এদিন তিনি ওই এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। বাতাসুরকুঠি প্রাথমিক স্কুলে চলা স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়েও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

হিমাদ্রিকুমার আড়ির কথায়, গোটা রাজ্যেই ডেঙ্গি আক্রান্ত রয়েছে, তবে কোচবিহারে সংখ্যাটা কম। যেহেতু ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, তাই অহেতুক ভয় না পেয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন থাকতে হবে। জ্বর হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

তবে গ্রামের ঘরে ঘরে সমীক্ষা করা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুমান, গ্রামের বাড়িতে থাকা বাঁশের

সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

বেড়াতেই জন্মাচ্ছে ডেঙ্গির লার্ভা। তাঁদের কথায়, গ্রামের বাসিন্দাদের সকলেই নীচে থাকা জমা জলে নজর দেন। অথচ গ্রামে বেড়ার বাঁশে জমে থাকা জলে কারও নজর যায় না। আর সেই বাঁশের ফাঁপা অংশে জমা জলে বেড়ে চলেছে মশার লার্ভা।

এরপর দশের পাতায়

চিতাবাঘের কবলে দাদা, এখনও কাঁপছে সংগীতা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : মায়ের কোল থেকে নামতেই চাইছে না বছর দশেকের মেয়েটা। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে ছোট্ট শরীরটা। দু’হাত আঁকড়ে ধরছে মাকে। কবে যে মেয়ে স্বাভাবিক হবে, তা বুঝতেই পারছেন না বাবা-মা। ছোট্ট মেয়েটার মতোই কাল রাতে ঘুমোতে পারেননি বছর তিরিশের সিকন্দর আলম। ওঁদের চোখের সামনেই ১৩ বছরের অস্মিতের টুঁটি কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ।

তখন প্রায় সন্ধ্যা ছ’টা। মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া বাড়ির সদর দরজায় ওঠার সিঁড়ির একদম ওপরের ধাপে বসে আপন মনে খেলছিল সংগীতা। হঠাৎ কানে আসে খসখস আওয়াজ। আধো-অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখতে পায়, দাদা অস্মিতের গলা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা বিশাল চিতাবাঘ। আতঙ্কে এক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। তারপর আর্তচিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খেরকাটা গ্রামের হাড়হিম করা ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও এতটুকু ট্রমা কাটেনি অস্মিতের জ্যাঠতুতো বোন সংগীতার। এদিন বিকেলেও বাড়ির সামনের রাস্তায় মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দু’হাত যতদূর সম্ভব দু’পাশে বাড়িয়ে সে বলল, ‘এত্ত বড় চিতাবাঘ এসেছিল। আমি নিজে দেখেছি। দাদার গলায় কামড় দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।’ আর কথা বলতে পারে না মেয়েটা। হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলে, ‘দাদাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। আমরা একসঙ্গে খেলতাম।’ আশপাশে দাঁড়ানো পাড়াপ্রতিবেশীরাও চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

সারাদিনই মা সুশান্তি রায়ের কোলে মাথা গুঁজে কেঁদেছে সংগীতা। কখনও আঙুল তুলে দেখিয়েছে যেখানে অস্মিতকে ফেলে রেখে চিতাবাঘ চম্পট দিয়েছিল সেই সুপারি চারার ঝোপের দিকে। সুশান্তি বলেন, মেয়ের চিৎকার শুনেই ঘরের ভেতর থেকে ছুটে আসি। কী হয়েছে জানতে চাইলে কথা বলার অবস্থা ছিল না ওর। শুধু হাত তুলে সামনের দিক দেখাচ্ছিল।’

চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখছেন বনকর্মীরা। এই জায়গা থেকেই চিতাবাঘ টেনে নিয়ে যায় কিশোরকে।

মঙ্গলবার বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলে সবে বাড়ি ফিরেছিল অস্মিত। কিছুটা দূরে টিউবওয়েলে হাত-পা ধুয়ে ঘরের দিকে আসছিল। তখনই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল বুনোটা।

সংগীতার পরের অংশের সাক্ষী গ্রামের উত্তর অংশের বাসিন্দা সিকন্দর আলম। তিনিই রক্তাক্ত অস্মিতকে তুলে নিয়ে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বুধবার ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সিকন্দর বলেন, ‘সচরাচর গ্রামের এদিকটায় আসি না। হঠাৎ কী মনে করে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বাইকে চেপে অস্মিতের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ‘মা’ শব্দটুকু ভেসে আসে। হেডলাইট সেদিকে ঘোরাতেই যা দেখি তা এ জীবনে আর ভুলব না।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদের ছাপাখানায় বিশ্বকর্মা পুজো। ছবি : সূত্রধর

পুজো পেল কুনকিরা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মার বাহন বলে কথা! তাই বুধবার বিশ্বকর্মাপুজোর দিনটি ছিল গরুমারা ও জলদাপাড়ার কুনকি হাতিদের কাছে একেবারেই বিশেষ দিন। এদিন ওই দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় হাতিপুজো। সঙ্গে ছিল তাদের যত্নআত্তি, বিশেষ ভোজ সহ অন্য আয়োজন। বহু বছর ধরেই চলে আসছে এই প্রথা।

এদিন গরুমারার ধূপঝোরা, গরুমারা ও মেদলা- তিনটি পিলখানায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী হাতিপুজো। দিনের শুরুতেই কুনকিদের মূর্তি ও জলঢাকা নদীতে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্নান শেষে মাহুতরা কুনকিদের সাজান, চক দিয়ে তাদের শরীরে আঁকেন নকশা। তারপর পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে পুজো হয় ২৯টি কুনকির। অন্যদিনের মতো নজরদারির কাজে যেতে হয়নি কোনও কুনকিকে। বরং ঘাসপাতার বদলে এদিন রামি, ভোলানাথ, কিরণরাজ, কাবেরীদের খাওয়ানো হয় কলা, নারকেল, আপেল, আঙুর সহ নানা ফল।

জলদাপাড়ায় কুনকিদের পুজো চলছে। বুধবার। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

এদিন হাতিপুজোর সাক্ষী হন বহু পর্যটক। কলকাতা থেকে আসা শুভঙ্কর সরকার, রূপক সিনহা, মায়া কর্মকাররা জানালেন, জীবনে প্রথমবার হাতির পুজো দেখে তাঁরা মুগ্ধ। পর্যটকদের অনেকেই আবার কলা, আখ নিয়ে গিয়েছিলেন কুনকিদের জন্য। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'বহুদিন ধরেই গরুমারায় চলে আসছে এই হাতিপুজোর রীতি। নিয়মনিষ্ঠা সহযোগে পুজো হয়।'

জলদাপাড়ার বিভিন্ন রেঞ্জের ৮৭টি কুনকিকেও এদিন সাজিয়েগুছিয়ে স্থানীয় মন্দিরের সামনে পুজো করেন মাহুত, পাতাওয়ালা সহ সমস্ত বনকর্মী ও তাঁদের পরিজনরা। তবে নর্থ রেঞ্জের রসরাজ ও ধর্মরায়া নামে দুই কুনকিকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন প্রাণী চিকিৎসক থেকে শুরু করে বনকর্তারা। কারণ এই দুই কুনকি বদরাগী। এদের মধ্যে তো ধর্মরায়াকে অন্যদের সঙ্গে মন্দিরের সামনে আনাই হয়নি। রসরাজকে আগলে রাখছিলেন মাহুত চন্দ্রে প্রধান। নর্থ রেঞ্জে চারটি কুনকির পুজো হয়। এই সময়টা ওরা আখ আর কলা খেতেই ব্যস্ত ছিল।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বলেন, 'কুনকিরা আমাদের সম্পদ। ওরাই তো একটা গুরুদায়িত্ব বছরের পর বছর ধরে পালন করে আসছে। দস্যি হাতিদের শায়েস্তা করতে ওদের ভূমিকাই প্রধান।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন পরিষেবার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং. ঃ মিস- আরসি-এসকে-১১। নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ০৪.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে।

মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন পরিষেবার জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ. নং.: লট নং /বিভাগ এবং স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১; এমএসএস- এমএলডিটি- বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১ এবং ভাগলপুর। (২) এএ/২; এমএসএস- এমএলডিটি -এমএলডিটি-এমএসিএইচআর-৫৬-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (৩) এএ/৩; এমএসএস -এমএলডিটি-পিপিটি -এমএসিএইচআর-৪৬-২৫-১ এবং পীরপৈন্তি। (৪) এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি -এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২ এবং বারিয়ারপুর। (৫) এবি/২; এমএসএস-এমএলডিটি- এইচএসডিএ - এমইডিএসটিএন- ১৭-২৫-২ এবং হাঁসডিহা। (৬) এবি/৩; এমএসএস-এমএলডিটি- এনআইএলই - এমইডিএসটিএন- ১৮-২৫-২ এবং নিমতিতা। (৭) এবি/৪; এমএসএস-এমএলডিটি- এসজিজি - এমইডিএসটিএন- ২০-২৫-২ এবং সুলতানগঞ্জ। (৮) এসি/১; এমএসএস- এমএলডিটি- এমএলডিটি- এসএস- ৫৫-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (৯) এসি/২; এমএসএস-এমএলডিটি- পিপিটি- এসএস- ৪৯-২৫-১ এবং পীরপৈন্তি। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-172/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুর্গার সঙ্গে আরাধনা তিন লোকদেবতার

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর মৌজার প্রথম দুর্গাপুজো ফজলাহাটের। প্রতিবার এই পুজো পরিচালনার দায়িত্বে থাকে ধনীরামপুর সমাজশিক্ষা কেন্দ্র। প্রতি বছরের মতো এবারও ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে। তবে ফজলাহাটের এই দুর্গাপুজো কিন্তু আর পাঁচটা পুজোর থেকে বেশ আলাদা। এই পুজোর সূচনালগ্ন থেকে দুর্গা, কার্তিক, গণেশের পাশাপাশি পূজিত হন লোকদেবতা মোনাই-বৈষ্ণব এবং ডাঙ্গি নদীর দেবী। যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা সহযোগে দেবী দুর্গার পাশাপাশি এই তিন লোকদেবতাকে পুজো করেন এলাকার বাসিন্দারা। এই পুজোকে ঘিরে দক্ষিণ ধনীরামপুরের ফজলাহাট এলাকার মানুষের কাছে যেন হয়ে ওঠে এক মিলনক্ষেত্র।

কিন্তু কে এই মোনাই-বৈষ্ণব? স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় ২০০ বছর আগে ধনীরামপুর মৌজায় ব্যাপক ঝোপজঙ্গল ও হোগলা গাছের বাগানের উপস্থিতি ছিল। সেই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বসতি থেকে বহু দূরে নীর্জন স্থানে এক পুরুষ ও মহিলা এসে বসবাস শুরু করেন। তিনবেলা সেখানে পুজোপাঠ চলত। সেই ঝোপজঙ্গলে মানুষের বাস কীভাবে হল? এই দুই মানুষ কোথাও ভিক্ষে না করেও কীভাবে সেখানে বেঁচে রয়েছেন? এদিকে, দিনের পর দিন সেই জঙ্গলে তাদের একত্রে বসবাস চলছে- বিষয়গুলো নিয়ে বহু কথা ছড়িয়ে পরে এলাকায়। ধীরে ধীরে নানান লোকশ্রুতি প্রচলিত হতে থাকে এই দুই বৈষ্ণবকে ঘিরে। যার বিষয়বস্তু ছিল, নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা। এমনকি ওই বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীকে বাঘের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও দেখতেন এলাকার মানুষজন। সেইসঙ্গে এলাকার কারও কোনও অসুখ-বিসুখ হলে ঝাড়ফুঁক দিয়েই সাড়িয়ে তুলতেন তাঁরা। ওই

ফজলাহাটের মোনাই বৈষ্ণবের মন্দির। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটা

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে ঘিরে এলাকায় হরিনামের আসর বসত, সপ্তাহব্যাপী হরিবাসর চলত। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দধিকাঁদো খেলা ধুমধাম করে পালিত হত। পরবর্তীতে আচমকা ওই মোনাই বৈষ্ণব এলাকা থেকে চলে যান। মানুষ স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন মোনাই বৈষ্ণব আসলে দেবতারূপী মানুষ ছিলেন।

অন্যদিকে, ওই স্থানের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ডাঙ্গি নদী। সেই নদীরও অনেক মাহাত্ম্য কথা প্রচলিত রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এলাকার কোনও গৃহস্থের গাভির বাছুর জন্ম নিলে ডাঙ্গি নদীতে পুজোয় সন্তুষ্ট করতে হত। কেউ যদি সেই নিয়ম অমান্য করতেন তাহলে গোরুর বাছুরকে লুকিয়ে রাখতেন। মানত করলে ফের ফিরিয়ে দিতেন।

১৯৬৮ সালে এই দুর্গাপুজোর সূচনাকাল থেকে দুর্গার সঙ্গে তিন লোকদেবতার পুজো পরিচালনার রীতি রয়েছে। সেই বছরেই গন্ধেশ্বরী বর্মন ৮ ডেসিমাল জমি দান করেন মন্দির তৈরির জন্য। বর্তমানে সেখানে মন্দির তৈরি করেই চলছে পুজোপাঠ। সেই দিন থেকে আজও এই পুজোর কোনও রীতিতে হেরফের হয়নি। পুজোর প্রাক্তন সম্পাদক সগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'মোনাই বৈষ্ণব স্থানের পুজো বহু পুরোনো। আমরা চাই এই পুজো আরও এগিয়ে যাক।' সমাজকল্যাণ সংঘের সম্পাদক আশিস রায় বলেন, 'সকলের সহযোগিতায় আমরা পুজো পরিচালনা করে আসছি।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে বাধা বৃষ্টি

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : নাছোড় বৃষ্টিতে থমকে পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম। বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সতর্ক গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। যে কারণে সোমবার প্যারাগ্লাইডিং চালুর কথা থাকলেও, তা শুরু হয়নি। বন্ধ রয়েছে কায়াকিং, স্নোরকেলিং, র‌্যাফটিং, ট্রেকিংয়ের মতো অ্যাক্টিভিটি।

যেমন পূর্ব ঘোষণা মতো দু'মাস পর সোমবার কালিম্পংয়ের ডেলোতে প্যারাগ্লাইডিং চালু হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি বিরামহীন বৃষ্টির জন্য। আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্যারাগ্লাইডিং চালু না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। একইসঙ্গে জল বেড়ে যাওয়ায় ঘিস নদীতে বন্ধ রাখা হয়েছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি। সান্দাকফু সহ বিভিন্ন রুটে ট্রেকিংয়ের অনুমতি দিচ্ছে না জিটিএ। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'বৃষ্টির মরশুমে প্যারাগ্লাইডিং সহ পাহাড়ে যাতে কোনওরকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' দুর্ঘটনা এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জিটিএ সূত্রে খবর। কালিম্পংয়ের অ্যাডভেঞ্চারের ট্যুরিজম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রাজ প্রাজুলি বলেন, 'আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে আমরাও অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিগুলি বন্ধ রেখেছি।'

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ স্বামীর ঘর, দুপুর ১.৪৫ যোদ্ধা, বিকেল ৫.০০ বরবাদ, সন্ধে ৭.৪৫ হিরোগিরি, রাত ১১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ আক্রোশ, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.১৫ সূর্য
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ মামা ভাগ্নে, বিকেল ৪.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১১.০০ জতুগৃহ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ লেডি ডাক্তার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বঁধুয়া
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৪ জুদাই, বিকেল ৩.২১ ভোলা, বিকেল ৫.৩১ এনকাউন্টার শঙ্কর, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.১৫ পাওয়ার প্লে
জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৫৭ ম্যায় খিলাড়ি তু অনাড়ি, বিকেল ৫.০৭ নাগমতী, সন্ধে ৭.৩০ নমন্না, রাত ১০.০৬ এক দুলারা
জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ ইনসাফ কি পুকার, দুপুর ২.১৮ হাঁ ম্যায়নে ভি পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.০৩ কোহরাম, সন্ধে ৭.৫৫ বাদল, রাত ১০.২৩ লাল বাদশাহ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, ২.৫২ জান, বিকেল ৫.৪০ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ কোই মিল গয়া, ১১.০৩ ভ্যানগার্ড

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
রাত ১১.০০ জলসা মুভিজ

চিকেন পিকাটা তৈরি শেখাবেন মৌসুমি মিত্র এবং জীবেন্দু ঠিকাদার। **রাঁধুনি**
দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

কোই মিল গয়া রাত ৮.০০ অ্যান্ড পিকচার্স

পুরস্কৃত হলেন নিগমের কর্মীরা

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : নিজের কর্তব্য ভালোভাবে পালনের জন্য ড্রাইভার, কনডাক্টর, চেকিং স্টাফ সহ ৩৪ জন কর্মীকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বুধবার কর্মীদের সেই তালিকা ঘোষণা করে নিগম। পুরস্কার হিসেবে সকলকে ১০ হাজার টাকার চেক, মেমেন্টো সহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে।

তালিকায় ১৯ জন ড্রাইভার, আটজন কনডাক্টর, চারজন মেকানিক এবং তিনজন চেকিং স্টাফ রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে শিলিগুড়ি ডিভিশন ও রায়গঞ্জ ডিভিশনে সবচেয়ে বেশি ১০ জন করে রয়েছেন। কোচবিহার ডিভিশনের চারজন ড্রাইভার, তিনজন কনডাক্টর সহ মোট নয়জন কর্মী রয়েছেন। বহরমপুর ডিভিশনে রয়েছেন মোট পাঁচজন। কোচবিহার ডিভিশনের নয়জন কর্মীকে বুধবার সন্ধ্যায় পুরস্কৃত করা হয়। শিলিগুড়ির কর্মীদের ১৯ সেপ্টেম্বর তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে পুরস্কৃত করা হবে।

পুজোর আনন্দ নেই পরিযায়ীদের পরিবারে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাতাসে শরতের গন্ধ। তবে পরিযায়ীদের পরিবারে সেই গন্ধ ফিকে। পুজোর আনন্দ নেই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারে। কেউ বাইরে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। কেউ আবার অঙ্গ হারিয়ে শয্যাশায়ী। প্রত্যেকের বাড়িতে ছোট সন্তান রয়েছে। ফলে পুজোর পোশাক কেনা দূর, দু'মুঠো অন্ন সংস্থান করতে দিশেহারা অবস্থা পরিবারগুলির।

ক্রান্তির কাঁঠালগুড়ির হবিবর রহমান বাইরে কাজ করতে গিয়ে প্রায় ১০ মাস নিখোঁজ। কথা বলতে বলতে চোখ মুছছিলেন তাঁর মা হালিমা খাতুন। বৃদ্ধার আক্ষেপ, এদিকে কাজ করে বেশি টাকা রোজগার হলে ছেলেটাকে বাইরে যেতে হত না।

রাজাডাঙ্গার বারোঘরিয়ার তপন রায়ের কাহিনী করুণ। তামিলনাড়ুতে কাজ করতে গিয়ে দুই হাত, দুই পা খুইয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণের যা অর্থ পাওয়া গিয়েছিল চিকিৎসা করতেই সেই টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ছোট দুই সন্তান রয়েছে। কারও পুজোর জামা হয়নি। বছর দুয়েক আগে মাল ব্লকের কুমলাইয়ের এক পরিযায়ী শ্রমিক সিকান্দার মাহাতো বহুতল থেকে পড়ে মারা যান। বাড়িতে স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। স্ত্রী মিতু মাহাতো বলেন, 'পুজোর আনন্দ তাঁদের আর ভাবায় না।'

ক্রান্তির পার্কপাড়ার অমৃত সরকার বছরখানেক আগে মুম্বইয়ের এক বহুতল থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দীর্ঘ তিন মাস চিকিৎসা করিয়ে এখন কিছুটা সুস্থ তিনি। পুজোর আনন্দ কী, জানে না তাঁর পরিবারও। রাজাডাঙ্গার কাঁঠালগুড়ির ডাবলু রায় কেরলে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়িতে ফেরেন। জমি বিক্রি করে চিকিৎসা করিয়েও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর বৃদ্ধ বাবা-মা।

দক্ষিণ হাঁসখালির তারিকুল ইসলামও কেরলে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে গুরুতর জখম হন তিনি। ক্রান্তি থানার মাঠের সামনে বাড়ি সুরেশ রায়ের। গতবছর নভেম্বর মাসে সিকিমে বহুতলে কাজ করতে গিয়ে মারা যান। মা, বাবা ও স্ত্রী রয়েছেন বাড়িতে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কোনও আত্মীয়কে সংসারের গোপন কথা বলবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বৃষ : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হতে পারে। মিথুন : সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়তি আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। কর্কট : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের সন্ধান পেতে পারেন। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় এখন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে। কন্যা : ভারী জিনিস তুলতে যাবেন না। কোমরে চোট লাগতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারীর কারণে লোকসানের সম্ভাবনা। তুলা : সামাজিক কাজের মাধ্যমে যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। ধনু : সংসারের ব্যাপারে অন্য কাউকে নাক গলাতে দেবেন না। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করুন। মকর : সৃষ্টিশীল কাজের পুরস্কার হিসেবে কোনও নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির যোগ। মীন : গোপন শত্রু থেকে সাবধান। পাওনা আদায় নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর আশা করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ ভাদ্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১ আহিন, সংবৎ ১২ আশ্বিন বদি, ২৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৭। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী রাত্রি ১২।২৬। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৯।৬। শিবযোগ রাত্রি ১২।৩৫। কৌলবকরণ দিবা ১২।৫৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।২৬ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৯।৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১২।২৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।২৬ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ২।৩৪ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩২ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।৬ মধ্যে নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৯।৬ গতে ২।৩৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।৩৪ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।০ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Neha Bahety স্বামী Gaurav Bihani, ঠিকানা- Flat-B2, পার্ক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, পঞ্চায়েতি হাউজিং কমপ্লেক্স, 2nd মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-734001, প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিলিগুড়ি 4th কোর্টের অ্যাফিডেভিট No.-4821, Date-16.09.25 দ্বারা Neha Bahety থেকে Neha Bihani নামে পরিচিত হলাম। Neha Bahety ও Neha Bihani এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117993)

ABRIDGE e-TENDER NOTICE

Divisional Manager, Alipurduar Forest Corporation Division has invited e-Tender for the following work at Silabristi to Dolong Bridge & Saitantala to Dudua Bridge Chainage 83.340 Km to 113.200 Km. NH31D under NHAI 1. NIT No.: 01/AFCD Timber/2025-26. Bid Start- 18.09.2025 and End- 02.10.2025. Note: **For details see wbtenders.gov.in**

S.Ghosh, WBFS
Divisional Manager
Alipurduar Forest Corporation Division

Notice

আম-মোক্তার দলিল নং :- IV-34/2017, dt-06/02/2017, D.S.R MALDA. **সম্পত্তির বিবরণ :-** জেলা- মালদা, থানা- রতুয়া মৌজা- বাথরা, জে.এল.নং- ১২৪, দাগ নম্বর- ৪২১ এলআর খতিয়ান নং- ৫০৬, মোট জমির পরিমাণ ৪৩ শতক। **আম-মোক্তারনামা গ্রহীতা :-** শ্রী শ্যামল দাস, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোস্ট :- পরানপুর থানা :-পুখুরিয়া, জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক। **আম-মোক্তারনামা দাতা :-** শ্রী সুব্রত কুমার দাস, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোস্ট :- পরানপুর থানা :- পুখুরিয়া, জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক।

উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের উপর যদি কোনও রকম আপত্তি থাকে তাহলে আগামী একমাসের মধ্যে রতুয়া-১ বি.এল অ্যান্ড এল.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sajlur Rahaman(Advocate)
Malda Bar Association
Malda, 732101
Enrollment no- WB/147/2017.

NOTICE

আম- মোক্তার দলিল নং:- IV-011/2014, dt- 25/07/2014 - A.D.S.R RATUA **সম্পত্তির বিবরণ:-** জেলা- মালদা, থানা- রতুয়া মৌজা- ফরিদপুর, জে.এল.নং- ১১৫, দাগ নম্বর- ৬৯, এল.আর খতিয়ান নং- ২৫৬,২৫৭, মোট জমির পরিমাণ ১১৬ শতক। **আম-মোক্তারনামা গ্রহীতা:-** শ্রী ফজলে বাসেদ শেখ সিরাজুদ্দিন আহমেদ, পিতা- হাজী সেখ বাদিরুদ্দিন, সাং ও পোস্ট:- বাহারাল, থানা:- রতুয়া জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক। **আম-মোক্তারনামা দাতা:-** ১) শ্রী অরিন্দম রায় ২) অম্লান রায় উভয়ের পিতা সিতেশ চন্দ্র রায় ৩) সুশীল চন্দ্র রায় পিতা শরৎচন্দ্র রায় ত্রয়ের সাং - আটগামা বলরামপুর মাধবপাড়া, পোস্ট - বাহারাল, থানা - রতুয়া জেলা - মালদা ভারতীয় নাগরিক।

উপরোক্ত সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়ের উপর যদি কোনও রকম আপত্তি থাকে তাহলে আগামী এক মাসের মধ্যে রতুয়া-১ বি.এল অ্যান্ড এল.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sajlur Rahaman (Advocate)
Malda Bar Association
Malda, 732101
Enrollment no- WB/147/2017

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে দোকানের কাজের জন্য কর্মঠ পুরুষ কর্মী চাই। কাজের সময়- 8 A.M. - 8 P.M.। বেতন: ৮৫০০/-। (M) 7797709455. (C/117992)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Moriom Khatun আমার একটি Diploma in General Nursing Midwifery Certificate (Reg no- 73133 NM) হারিয়ে গেছে, কেউ যদি পেয়ে থাকেন দয়া করে 7076605869 এই Number এ যোগাযোগ করুন। (C/118266)

অ্যাফিডেভিট

I, Akramul Hoque, পিতা Md. Sahidul বিভিন্ন কাগজপত্রে নাম ভুল থাকায় ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে মেখলিগঞ্জ E/M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে নাম Akramul Hoque হলাম।

•

আমি Narayan Chandra Roy, S/O- Lt. Golak Chandra Roy, আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও কাস্ট ও মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড No- 011-341 এ আমার বাবার নাম ভুল বশত Gokul Chandra Roy এবং আমার ভোটার কার্ডে Golak Roy থাকায় গত 8/09/2025 এ E.M. বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে, এবং আমার বাবার মৃত্যু সার্টিফিকেটেও (D/2025/0114345) Golak Roy থাকায়, সঠিক করে Lt. Golak Chandra Roy করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118267)

•

I Anup Sarkar S/O- Late Manoranjan Sarkar Sunny Park, Ward No- 28, PS.- English Bazar Po & Dist- Malda- 732101 do here by declare that I have changed my name from Anup Sarkar to Anup Kumar Sarkar and henceforth I shall be known as Anup Kumar Sarkar in all Purpose, vide affidavit no- 7385 sworn before the Notary Public at Malda on 16.09.2025. Anup Kumar Sarkar and Anup Sarkar both are same and one identical Person. (M/115431)

E-TENDER NOTICE

NIT No: 09/10/11/12/13/14/NKT/APAS/25-26 fund: APAS is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 19/09/25 [FOR NIT-09] & 26/09/25 [FOR NIT-10] & 25/09/25 [FOR NIT-11/12/13/14] TIME UPTO 5:55 PM. The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

कार्यालय कमाण्डेंट : 91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, महेशपुर, रायगंज
जिला - उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)
नीलामी सूचना

91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के नकारा घोषित भण्डारों का सार्वजनिक नीलामी दिनांक 06/10/2025 को प्रात: 1000 बजे बटालियन मुख्यालय, 91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, महेशपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर (प0 बंगाल) में किया जाएगा।

2. सभी इच्छुक पार्टियां धरोहर अग्रिम राशि रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) जमा करने के पश्चात नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी के नियम व शर्तें नीलामी करवाने वाली समिति के द्वारा नीलामी स्थल पर घोषित की जाएगी।

CBC-19110/11/0069/2526

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাঁসখাওয়া পিকনিক স্পটের মাটি চুরি

জাকির হোসেন

পুণ্ডিবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে হাঁসখাওয়া পিকনিক স্পটের মাটি চুরি হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে ওই পিকনিক স্পটটি অনেকদিন ধরে অবহেলিত। বর্তমান পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় ধুঁকছে। যার জেরে পর্যটকরা মুখ ফিরিয়েছেন। প্রশাসনের এই ঔদাসীন্যে জনমানসে ক্ষোভ বাড়ছে। ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক নারায়ণ দাস বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে তোর্ষায় জলস্তর বেড়েছে। তাই নদীতে বালি মিলছে না। সেজন্য তোর্ষার ধারে গড়ে ওঠা এই পিকনিক স্পট দুষ্কৃতীদের কুনজরে পড়েছে। চাহিদা মতো অবৈধ কারবারিরা এখানকার মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'প্রশাসনিক অবহেলায় এমনিতে পিকনিক স্পটটি ধুঁকছে। তার উপর মাটি কেটে নিয়ে গেলে পর্যটকদের কেউ আসবে না। প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার অনুরোধ করছি।'

প্রায় দু'দশক আগে বাম জমানায় কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পিকনিক স্পটটি গড়ে ওঠে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পর্যটক বিশ্রামাগার, শৌচালয়, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য দোলনা ও বিভিন্ন ধরনের খেলার সরঞ্জাম অনেকদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। মঙ্গলবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, মাটি কাটার ফলে গর্তে জল জমেছে। এলাকার পড়ুয়ারা এই মাঠে দৈনিক খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করে। এলাকার এক কলেজ পড়ুয়া জানান, সকলের চোখের সামনে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরা এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিবানী রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'প্রকাশ্যে দুষ্কৃতীরা মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ পুলিশ প্রশাসন এব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।' মধুপুর জেলার ভৌগোলিক মানচিত্রে অন্যতম পবিত্র স্থান। এখানে শ্রীশ্রী শংকরদেবের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ ধাম। তোর্ষার পাড়ে হেরিটেজ হরিপুর শিব মন্দির, হাঁসখাওয়া পিকনিক স্পটের মতো একাধিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ।

পিকনিক স্পটটি কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সভাপতি গায়ত্রী সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি।

ভাঙা রাস্তা

গোপালপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শুংশুঙ্গি বাজার থেকে মোরঙ্গা রোড পর্যন্ত ৩ কিমি রাস্তার বেহাল দশা। স্থানীয় প্রশাসনের ভাঙা রাস্তা সারাইয়ের উদ্যোগ না থাকায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রূপন শীলশর্মা জানান, এলাকার একাধিক রাস্তা পাকা করা হয়েছে। আগামীদিনে এই রাস্তাও সংস্কারের উদ্যোগ নেবে প্রশাসন।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, দু'বছর আগে বর্ষার সময় জলের তোড়ে এই রাস্তাটির একাংশ ভেঙে গিয়ে রাস্তাটি বসে যায়। একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে শুধু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। গ্রামবাসী অমল বর্মন বলেন, 'আর কতদিন এভাবে কষ্ট করে যাতায়াত করতে হবে জানি না। রাস্তায় গর্ত তৈরি হয়েছে। রাস্তা কাঁচা থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলে রাস্তার একাধিক জায়গায় জল জমে যায়। জলকাদায় শোচনীয় অবস্থা রাস্তার।' আরেক বাসিন্দা ধনেশ বর্মন বলেন, 'রাস্তাটি এতটাই বেহাল যে এই রাস্তা দিয়ে বাইক, সাইকেল নিয়ে যেতে ভয় পান সকলে।'

সীমানা প্রাচীর না থাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা

স্কুলে মদের আসর

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিক্ষার আলো যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সেই প্রতিষ্ঠানেই অন্ধকারের কালো মেঘ। সকালে এসে পড়ুয়ারা দেখছে স্কুলের বারান্দা, মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মদের বোতল, পোড়া সিগারেট, গুটখার প্যাকেট। পড়াশোনা করার আগে সেসব পরিষ্কার করতে হচ্ছে তাদের। আর এতেই একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, ঠিক তেমনই লাটে উঠছে পড়াশোনা। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবপুর হাইস্কুলের এমন ঘটনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানালেও কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় বিরক্ত পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

ওই স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া মোসলেমা খাতুনের কথায়, 'প্রতিদিন সকালে স্কুলে এসে মনে হয় যেন কোনও মদের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সীমানা প্রাচীর না থাকায় বহিরাগতরা ঢোকার সুযোগ পাচ্ছে।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা নামলেই স্কুলের আশপাশে বসছে অস্থায়ী মদের দোকান। ভিড় জমাচ্ছে বহিরাগতরা। স্কুলের বারান্দা, মাঠে বসছে আসর। আইনত কোনও স্কুলের ১০০ মিটারের মধ্যে নেশাজাতীয় কোনও দ্রব্য বিক্রি করা যায় না। দিনেরবেলা সেই নিয়ম পালন হলেও, সন্ধ্যা নামলেই স্কুলের আশপাশে বসছে অবৈধ দোকান। আর যার ফলে নষ্ট হচ্ছে স্কুলের পরিবেশ।

জগদীশ বর্মন নামে এক অভিভাবক বলেন, 'এসব বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় রাতের অন্ধকারে অস্থায়ী নেশা দ্রব্যের দোকান বন্ধ করতে হবে।' ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী দিলীপ সরকার জানালেন, শুধু নেশার আসর বসছে এমন নয়। মাঝেমধ্যেই স্কুলের বিভিন্ন দরজার তালা, জানলা ভাঙচুর করা হচ্ছে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌতমকুমার বর্মনের বক্তব্য, 'মাথাভাঙ্গার এসডিপিও এবং মাথাভাঙ্গা থানার আইসির কাছে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ মাঝে মাঝে অভিযান চালালেও স্থায়ী সমাধান হয়নি।' স্কুলের এই সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে মাথাভাঙ্গার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মনোজকুমার মণ্ডলের আশ্বাস, 'জোড়শিমুলি হাইস্কুলেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছিল। আমরা সকলে মিলে সেই সমস্যার সমাধান করেছি। এখানেও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। সীমানা প্রাচীর তৈরির প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অর্থ এলেই নির্মাণকাজ শুরু হবে।' এদিকে, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক চাইছেন এলাকার মানুষজন।

শিবপুর হাইস্কুল চত্বরে পড়ে রয়েছে মদের বোতল।

পরিবেশ নষ্ট

- স্কুলের মাঠে, বারান্দায় পড়ে থাকছে মদের বোতল, সিগারেটের টুকরো, গুটখার প্যাকেট
- পড়ুয়ারা স্কুলে এসে সেসব আগে পরিষ্কার করছে
- শুধু নেশার আসর বসছে তাই নয়, মাঝেমধ্যে জানলা, তালাও ভাঙা হচ্ছে

উদ্ধার ২২টি গোরু

দিনহাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুড়িরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হুটামারা গ্রামে বুধবার অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হল মোট ২২টি গোরু। জানা গিয়েছে, গোরুগুলিকে অবৈধভাবে একটি জায়গায় রাখা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের সময় ঘটনাস্থল থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম তাজেল আলি এবং সোসিয়াল মিয়াঁ। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলিকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি ও অন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিত সাউ জানান, এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে।

সড়ক অবরোধ

দিনহাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এক বিবাহিত মহিলার বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার ঘটনায় দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ডাঙ্গা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বুধবার সকালে মহিলার স্বামী গ্রামবাসীদের নিয়ে দিনহাটা-গোসানিমারি রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। বধূর শ্বশুরবাড়ির পরিবারের দাবি, পরকীয়ার জেরে বধূ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। এ নিয়ে ওই বধূর স্বামী তাঁর প্রেমিকের বিরুদ্ধে থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও তাঁর দাবি, পুলিশ প্রথম থেকে সেভাবে কোনও সহযোগিতা করছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বধূর সঙ্গে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই এক হাতুড়ে ডাক্তারের সম্পর্ক ছিল। মঙ্গলবার দুপুরে ডাক্তার দেখানোর অজুহাতে বধূ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। শ্বশুরবাড়ির তরফে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ফোন করা হলে ফোন বন্ধ মেলে। তাতেই পরিবারের লোকের সন্দেহ বাড়ে। পরে দিনহাটা থানার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই বধূকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিলে তবেই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

উৎসবের সকালে দুর্ঘটনার বলি এক

মালবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর দিন সকালে যখন মালবাজার শহর উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনজনকে পিষে দিল একটি পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক নিরাপত্তাকর্মী। মারাত্মক আহত হন আরও দুজন।

বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে শহরের একটি পেট্রোল পাম্প এবং ফায়ার ব্রিগেড অফিসের মধ্যবর্তী এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই সময় বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যেই ওই পেট্রোল পাম্পের এক আধিকারিক দেবাশিস পাল তাঁর নিজের মোটরবাইকে বসে পাপ্পু বর্মন ও সত্যেন্দ্রনাথ বসাকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পাপ্পু ওই পাম্পের নিরাপত্তারক্ষী। সেই সময় চালসার দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেবাশিসের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় বাইকটি ছিটকে রাস্তার ধারে পড়ে যায় এবং পিকআপ ভ্যানটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। পাপ্পু পিকআপ ভ্যানের নীচে চাপা পড়েন। দেবাশিস ও সত্যেন্দ্রনাথ রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আঘাত পান। দুর্ঘটনার পরপরই আশপাশে থাকা লোকজন এবং পাশেই ফায়ার ব্রিগেড কর্মীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। তিনজনকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে।

দুজনের মধ্যে দেবাশিসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে প্রথমে সিসিইউ-তে রাখা হয়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। সত্যেন্দ্রনাথ বর্তমানে মালবাজারেই চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার পরই পিকআপ ভ্যানের চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, চালককে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

ভারতীয় জীবনবীমা নিগম
জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস, ওএস ডিপার্টমেন্ট, "জীবন প্রকাশ", শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১, দূরভাষ : (০৩৫৬১) ২২৫৪৪২
ই-মেল : os.jalpaiguri@licindia.com, ওয়েবসাইট : www.licindia.in/tenders

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ডিজেল সহ ধোঁয়াবিহীন/শব্দবিহীন/ধ্বনিবিহীন ডিজেল জেনারেটর সেটের এসআইটিসি-র জন্য

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস, দুই-বিড ব্যবস্থায় বিভিন্ন অফিসের জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ডিজেল সহ বিভিন্ন ক্ষমতার ধোঁয়াবিহীন/শব্দবিহীন/ধ্বনিবিহীন ১৫টি ডিজেল জেনারেটর সেট ভাড়ার জন্য যোগ্য টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে বিড আহ্বান করছে। **বিড জমা দেওয়ার মেয়াদ ১৮.০৯.২০২৫ থেকে ১৬.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত।** আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.licindia.in/tenders-তে লগ অন করুন বা উপরের ঠিকানায় ওএস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এলআইসি অফ ইন্ডিয়া কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনও বা সকল অফার সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে।

দ্রষ্টব্য : উপরের টেন্ডারের ক্ষেত্রে যে কোনো সংশোধনী/তারিখ সম্প্রসারণ শুধুমাত্র ওয়েবসাইট https://www.licindia.in-তে দেওয়া হবে এবং সংবাদপত্রে কোনো আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৫ সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার

ট্রাকের ধাক্কায় জখম ১

বারবিশা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার ভোরে কুমারগ্রাম ব্লকের তেলিপাড়া বিএফপি স্কুলের কাছে জাতীয় সড়কে আচমকা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গিয়ে জখম হলেন পঞ্চাশ বছরের মাখন সরকার। সাইকেলে কলা বোঝাই করে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে যাচ্ছিলেন চকচকার বাসিন্দা মাখন সরকার। ট্রাকটি উলটে পড়ার সময় সেটির সঙ্গে কলা বিক্রেতার ধাক্কা লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় জাতীয় সড়কে লুটিয়ে পড়েন তিনি। জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

মা আসছেন... আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

দেবী দুর্গার আগে জুড়াবান্দার পুজো

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিব ঠাকুর হুঁকো টানেন। কথ্য ভাষায় হুক্কা। তাই জোলাপাড়ার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শিব হলেন হুক্কাখাওয়া ঠাকুর। তাঁদের প্রাচীন লোকায়ত রীতিতে, প্রতিবছরই দুর্গাপুজোয় দেবী দুর্গার আগে পুজো পান হুক্কাখাওয়া ঠাকুর। স্থানীয় বুলিতে তিনিই জুড়াবান্দা ঠাকুর।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ১২ কিমি দূরে মোহিতনগর গোলগুমটি হয়ে পৌঁছানো যায় জোলাপাড়ায়। সেখানে দুটি প্রাচীন বট গাছের পাশেই রয়েছে হুক্কাখাওয়া জুড়াবান্দা ঠাকুরের মন্দির। ওই এলাকায় শতাধিক বছর ধরে বংশপরম্পরায় রাজবংশীরা জুড়াবান্দা ঠাকুরের পুজো করছেন। ওই মন্দিরের পাশেই স্থাপিত তাঁদের মাশান দেবতাও।

ওই মন্দিরের সামনের ফাঁকা মাঠে জোলাপাড়া তরুণ সংঘ প্রতিবছর দুর্গা ও কালিপুজো করে। সেখানে স্থায়ী দুর্গামণ্ডপ থাকলেও, বাইরে বাঁশের আলাদা মণ্ডপ করা হয়। জোলাপাড়া তরুণ সংঘ পুজো কমিটির চেয়ারম্যান দশরথ রায় বলেন, 'হুক্কাখাওয়া ও পাশের হরি মন্দিরে দেবতারা নিত্যদিন পুজো পান। গ্রামের লোকায়ত ধারা অনুসারে দুর্গাপুজোর আগে জুড়াবান্দার পুজো করবেন দেউসি। তারপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত দুর্গাপুজোয় বসবেন।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নৃপেন রায় বলেন, 'পথচলতি যে কোনও মানুষ জুড়াবান্দা মন্দিরের সামনে দিয়ে গেলে প্রণাম করে যান। গাছের ডাল, পাটকাঠি, লতাগুল্ম জোড়া দিয়ে বেঁধে মন্দিরের সামনে ছুঁড়ে দেন।'

খই, দই, কলা, দুধ মেখে নিবেদন

জুড়াবান্দা মন্দিরে প্রতিদিন ফল, ফুল দিয়ে নিত্যপুজো করেন রাজবংশী দেউসি। লোকদেবতা জুড়াবান্দা বা হুক্কাখাওয়াকে দেখতেও শিব ঠাকুরের মতোই। হাতে হুক্কা ধরা ভঙ্গিতেই বিগ্রহ রাখা থাকে মন্দিরে। সাধারণত মাঘীপূর্ণিমাতে হুক্কাখাওয়ার পুজো হয়। চিরাচরিত রীতিতে এবারও মাটির হাঁড়িতে খই, দই, কলা, দুধ মেখে জুড়াবান্দাকে নিবেদন করা হবে।

হুক্কাখাওয়া দেবতার প্রসাদ হয় নিরামিষ। মাঘীপূর্ণিমায় বেশ ধুমধাম করে জুড়াবান্দার পুজো হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও দুর্গাপুজোর চারদিন ভন্দাপাড়া, জোলাপাড়া, সর্দারপাড়া, ভায়াপাড়ার মানুষ মেতে উঠবেন পুজোর আনন্দে।

লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ বর্মা জানান, অতীতে মানুষ হিংস্র বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে বাঁচাতে গাছ বা গুহায় আশ্রয় নিত। মানব সমাজে গাছপালার গুরুত্ব সেই থেকেই। তাই লোকদেবতা বা অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেতে মানুষ বৃক্ষ উপাসনা শুরু করে।

মায়ের আরাধনায় ব্রাত্যজনেরা

এল এল পুজো এল

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : ইচ্ছে থাকলেও মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখতে ওঁদের সংকোচ চিরদিনের। কারণ বৈষম্য, হেনস্তা ও কটূক্তির ভয়। তবে মা তো সবার। তাই পিংকি বর্মন, মিঠু বর্মন, ভারতী বর্মন, রূপালি দে, রমা ডাকুয়ারা নিজেরাই দেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন। এঁরা সকলেই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। সমাজের মঙ্গলকামনার পাশাপাশি অশুভ শক্তির বিনাশ হোক তেমনটাই প্রার্থনা সকলের। বৈরাগীরহাটে বেশ কয়েকজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে থাকেন। তাঁদের বাড়ি সংলগ্ন সেবাশ্রমে যৌথ প্রয়াসে তাঁরা দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন। এবার তাঁদের পুজোর তৃতীয় বছর। বাজেট দেড় লক্ষ টাকা। পুজোর আয়োজনে বিশাল চাকচিক্য ও প্রাচুর্য না থাকলেও নিয়মনিষ্ঠায় কোনও খামতি থাকে না। এছাড়া পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বস্ত্র বিতরণের মতো কর্মসূচির আয়োজনও করা হয়। সঙ্গে দর্শনার্থীদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিবার এই পুজোয় মানুষের ভিড়ও হয়। এবারও একইভাবে তাঁদের পুজোয় বহু মানুষ আসবেন বলেই আশা আয়োজকদের।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সংগঠন জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা-র কর্ণধার পিংকি বর্মনের কথায়, 'হেনস্তা বা কটূক্তির ভয়ে আমাদের মন চাইলেও মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এই নিয়ে আমাদের আক্ষেপ ছিল। তাই নিজেদের পরিচালিত আশ্রমে আমরা দশভুজার আরাধনা শুরু করি।' আর পাঁচজনের মতো মন ভরে প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি মায়ের কাছে অঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ মেলায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা ভীষণ খুশি হন। পিংকির মতোই মিঠু বলেন, 'নিজেদের হাতে পুজোর আয়োজন করতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগে। আয়োজনে জাঁকজমক না থাকলেও আন্তরিকতা ও নিয়মনিষ্ঠার মিশেলে আমাদের পুজোয় এবারও মানুষ অংশ নেবেন বলেই আশা করছি।'

> হেনস্তা বা কটূক্তির ভয়ে আমাদের মন চাইলেও মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এই নিয়ে আমাদের আক্ষেপ ছিল।
> **পিংকি বর্মন**
> পুজো উদ্যোক্তা

এলাকার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তোলার পাশাপাশি নিজেদের দেওয়া অর্থে পুজোর খরচ চালান সকলে। বর্তমানে পুজো প্রস্তুতি চলছে। বৈরাগীরহাট বাজারের কাছে জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা অনাথভক্ত সেবাশ্রমের এক তলায় বর্তমানে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। পিংকি জানালেন, তাঁরা সমাজের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই বাঁচতে চান। সমাজের মূল স্রোতে মিশে যেতে চান। অন্যদের সঙ্গে পুজোর আনন্দও ভাগ করে নিতে চান। সেই ভাবনা থেকেই তাঁদের দেবীর আরাধনা। এছাড়া পিংকিদের সেবাশ্রমে কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন। তার সঙ্গে ২০ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ রয়েছেন। সকলেই একসঙ্গে পুজোর আনন্দে শামিল হবেন।

সাইকেল নিয়ে কেরামতি। কোচবিহারের দেবীবাড়িতে। বুধবার। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

পরীক্ষা খারাপ, ঝুলন্ত দেহ ছাত্রীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পরীক্ষা দিয়ে আসার পরেই বাড়ির শৌচালয়ে ঝুলন্ত দেহ মিলল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'পড়াশোনা ও পরীক্ষার চাপের কারণেই ওই নাবালিকা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত কম বয়সে এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না।' তবে, নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের আগেই পুলিশ কীভাবে তার আত্মহত্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার বাড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরে। বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে থাকত। মঙ্গলবার তার হিন্দি পরীক্ষা ছিল। বুধবার ছিল বাংলা পরীক্ষা। তার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হিন্দি পরীক্ষা ভালো না হওয়ার কারণেই সে মঙ্গলবার বাড়িতে ফিরে শৌচালয়ে ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটায়। যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে, এমন ঘটনায় শহরের শিক্ষা মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কয়েক মাস আগেই মাধ্যমিকের টেস্টে অকৃতকার্য হওয়ায় আত্মহত্যা করেছিল এক পড়ুয়া। এবারে ১১ বছরের নাবালিকার মৃত্যুর পিছনে পরীক্ষা ভালো না হওয়ার তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে। পড়াশোনায় প্রতিযোগিতার চাপে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোবিদ উত্তম মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, 'আসলে এই ধরনের চাপের ক্ষেত্রে পরিবারের

শিলিগুড়ি

একটা বড় ভূমিকা থাকে। এটা বোঝা প্রয়োজন, পরীক্ষা শুধুমাত্র একটা প্রক্রিয়া। ফলাফলের ওপর জীবন নির্ভর করে না। এভাবে নিজেকে শেষ করে দেওয়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

এত কম বয়সে আত্মহত্যার পরিকল্পনা ও তা শেষপর্যন্ত কার্যকর করায় অবাক পুলিশ অফিসাররাও। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই আত্মহত্যার ধরন রপ্ত করেছে ওই কিশোরী। গোটা ঘটনায় অবাক গল্পকার বিপুল দাস। তিনি বলছিলেন, 'আসলে বাবা-মায়েরা এখন সন্তানকে প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে নামিয়ে দিচ্ছেন। অনেক পড়ুয়াই সেই প্রতিযোগিতার চাপ নিতে পারছে না। এর উপর সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন সবকিছুই পাওয়া যায়। এসব কিছুই একটা ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করত ওই ছাত্রী। মঙ্গলবার পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পরেই বাবা ফোন করে তার কাছে জানতে চান, পরীক্ষা কেমন হয়েছে? উত্তরে পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলেই সে শৌচালয়ে ঢুকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও না বেরোনোয় সন্দেহ হয় তার মায়ের। প্রতিবেশীদের ডেকে বাথরুমের দরজা খুলতেই তাঁরা দেখেন, শৌচালয়ের জানলার ওপরে থাকা রডের সঙ্গে ঝোলা পর্দা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে মেয়ে। তড়িঘড়ি সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

খবর পেয়ে ওই নার্সিংহোমে আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বুধবার তার দেহ ময়নাতদন্ত হয়। তদন্তকারীরা বাবা ও মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে করে জানতে পেরেছেন, ওই ছাত্রী বাংলায় কিছুটা কাঁচা ছিল। হিন্দি পরীক্ষাও খারাপ হওয়ায় বাড়তি চাপ তৈরি করে তার মনে।

অসম্পূর্ণ রাস্তা ধসে যাওয়ায় চলাচলে ঝুঁকি ফিরিঙ্গিরডাঙ্গায়

কাজ ফেলে চম্পট ঠিকাদার

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : কথা ছিল, হলদিবাড়ি ব্লকে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা এলাকায় বছর দুয়েকের মধ্যে পেভার্স ব্লকের নতুন রাস্তা তৈরি হবে। অথচ কাজ শুরুর মাত্র তিন থেকে চার মাস পর ঠিকাদারি সংস্থা চম্পট দেয় অভিযোগ। এরপর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় দেড় বছর। রাস্তার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

এদিকে, গত চারদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে রাস্তার একাংশ ধসে গিয়েছে। ফলে পুজোর আগে এলাকার বাসিন্দারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। দ্রুত নির্মীয়মাণ ওই রাস্তার কাজ শেষ করার পাশাপাশি বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনবেন বলে জানান হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা এলাকার তালতলা মোড় থেকে বড় কুঁড়ারপাড় জামে মসজিদ পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাটি নতুন করে তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করে। পুরো রাস্তাটি ৩ মিটার চওড়া পেভার্স ব্লক দিয়ে তৈরির কথা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার কাজ শুরু করে বালি ও পাথরের মিশ্রণ ফেলার পর আর কাজ করেনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পার হওয়ায় রাস্তার ওপর বিছিয়ে রাখা পাথর উঠে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে মাটি না দেওয়ায় বৃষ্টির জলে বালি-পাথরের মিশ্রণ ধসে যেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে রাস্তার একাংশ ধসেও গিয়েছে। কোনওরকমে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করছেন স্থানীয়রা। এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে রাস্তার পুরো অংশ ধসে গিয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা।

স্থানীয় বাসিন্দা নবিউল ইসলামের কথায়, 'যখন রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল, তখন আমরা সবাই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন কাজ করেই চম্পট দিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। অসম্পূর্ণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে খুবই সমস্যা হচ্ছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শংকর বর্মনও কাজ শেষ না হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'ঠিকাদারি সংস্থা ও প্রশাসনের গাফিলতিতে সরকারি অর্থবরাদ্দ হলেও নির্ধারিত সময়ে রাস্তার কাজ শেষ হয়নি।'

স্থানীয় শিক্ষক লুৎফর রহমান জানান, ছয় মাসের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ করার কথা থাকলেও এখনও নতুন রাস্তা অধরা। দায়িত্বে অবহেলার কারণে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

ধসে যাওয়া অংশের পাশ দিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত।

যখন রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল, তখন আমরা সবাই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন কাজ করেই চম্পট দিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। অসম্পূর্ণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে খুবই সমস্যা হচ্ছে।

নবিউল ইসলাম, *স্থানীয় বাসিন্দা*

ঘটনাক্রম

- ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা এলাকায় রাস্তার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি
- চারদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে রাস্তার একাংশ ধসে গিয়েছে
- পুজোর আগে বাসিন্দারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা করছেন
- দ্রুত নির্মীয়মাণ ওই রাস্তার কাজ শেষ করার দাবি তুলেছেন তাঁরা
- বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতেও তাঁরা সরব

অবাক চোখে।। আলিপুরদুয়ারের চারমাইলে ছবিটি তুলেছেন অরূপ সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মহিলাদের হাত ধরে প্রথম পুজো কদমতলায়

এল এল পুজো এল

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : গ্রামে সেসময় একটাও দুর্গাপুজো হত না। পুজোর দিনগুলিতে দূর থেকে ভেসে আসা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ এবং ঢাকের আওয়াজে মন খারাপ হয়ে যেত আট থেকে আশি সকলের। প্রায় দেড় কিমি দূরে অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাওয়াও ছিল ঝক্কির। পুজোয় তাই নিষ্প্রাণই থাকত কোচবিহার-১ ব্লকের ছাট রুয়েরকুঠি কদমতলা। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মহিলারাই এগিয়ে এসে পুজোর উদ্যোগ নেন। মাঝে সমস্যা আসেনি এমন নয়। তবে সেসব উতরে এবার কদমতলা মহিলা দুর্গোৎসব কমিটি আয়োজিত পুজোর একাদশ বর্ষ। পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

এই গ্রামে হাতেগোনা কয়েকটি হিন্দু পরিবারের বাস। দুর্গাপুজো আয়োজনের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু মহিলারা পুজো আয়োজনে উদ্যোগী হতেই গ্রাম এবং গ্রাম সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পুজো কমিটির সম্পাদক দীপা দেবের কথায়, 'কতদিন পুজো ধরে রাখতে পারব, সেই ভয় শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু দেবী দুর্গার আশীর্বাদ এবং সকলের সাহায্যে আমরা ধারাবাহিকভাবে পুজোর আয়োজন করতে পারছি।' গ্রামের তাপসী দেব, সীমা দেব, কৃষ্ণা মাহাতো, আলপনা দে, শীলা দাস, অনীতা বিশ্বাস, সুজাতা দাস সহ অন্যদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। পুজোর যে আর বেশি দেরি নেই। সকাল থেকে তাই ঘরকন্নার কাজ সামলে রোজ বিকেলে তাঁরা পুজোর আয়োজন করছেন। প্রয়োজনে পাশে পাচ্ছেন গ্রামের বাকিদেরও।

পাঁচ বছর ধরে এই পুজো রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান পাচ্ছে। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ শীলা দাসের কথায়, 'ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে পুজোর খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তাই এখন শুধু নিজেদের আর্থিক সাহায্য এবং সংগৃহীত চাঁদার ওপর ভরসা করে পুজো করা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে পুজোয় সুবিধা হয়েছে।'

জাঁকজমক নয়, নিয়মনিষ্ঠাই এই পুজোর মূল সম্পদ। বস্ত্র বিতরণ সহ সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচিও প্রতি বছর পালন করেন উদ্যোক্তারা। অষ্টমীতে অঞ্জলির পর চলে প্রসাদ বিতরণ। এখানে পুজোর দিনগুলিতে সকলে মিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আড্ডা, গল্পে মেতে থাকেন। সেসময় সারাবছরের ক্লান্তি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বেদনা সব যেন কোথায় উবে যায়। ফের সেই দিনগুলো ফিরে পেতেই অপেক্ষা করছেন এলাকার সকলে।

রুয়েরকুঠি কদমতলায় প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে।

কতদিন পুজো ধরে রাখতে পারব, সেই ভয় শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু দেবী দুর্গার আশীর্বাদ এবং সকলের সাহায্যে আমরা ধারাবাহিকভাবে পুজোর আয়োজন করতে পারছি।

দীপা দেব
সম্পাদক, পুজো কমিটি

ছোট্ট তারা

দিনহাটার শ্রী অরবিন্দ বিদ্যাভবন স্কুলের শিশু শ্রেণির ছাত্র রাইহান মিয়াঁ। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

বিশ্বকর্মার আরাধনা

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগেই উৎসবে মাতল কোচবিহার। বুধবার জেলাজুড়ে জাঁকজমক করে বিশ্বকর্মার পুজো হয়েছে। এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বকর্মার আরাধনা করেন কর্মচারীরা।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির রিজিওনাল অফিসে, কোচবিহার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও স্টেশন, আইটিআই, কোচবিহার পুরসভা, পূর্ত দপ্তর সহ বিভিন্ন কলকারখানা ও যন্ত্রাংশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এদিন পুজো হয়েছে।

টুকরো খবর

রক্তদান

মাথাভাঙ্গা ও চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদের উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা শহরের রাজস্থান সেবা সংঘের ভবনে অনুষ্ঠিত হয় 'রক্তদান অমৃত মহোৎসব'। শিবিরে মোট ৩২ জন রক্তদান করেছেন। সংগঠনের প্রতিনিধি মিনু ধারেওয়া জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মসূচি হয়েছে। এদিন চ্যাংরাবান্ধা তেরাপন্থ যুবক পরিষদের পক্ষ থেকেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

নজরদারি দল

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে হুকিং বন্ধ করতে বুধবার বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি বিশেষ নজরদারি দল তৈরি করার ঘোষণা করেছে। সমগ্র জেলায় এরকম ২৫টি দল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি দলে একজন আধিকারিক সহ মোট তিনজন করে সদস্য রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'পঞ্চমী থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। কেউ অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা বা থানায় অভিযোগ করা হবে।'

গ্রেপ্তার ১

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধার এক ব্যবসায়ীকে মঙ্গলবার জুয়ার আসর থেকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ধৃতের নাম মোস্তফা ইসলাম। ধৃত চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তথা চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক। বুধবার ছাড়া পাওয়ার পর তিনি জানান, তিনি নির্দোষ। পুলিশ তাঁকে দেখা করার কথা বলে থানায় নিয়ে গিয়েছিল।

সখীমেলা

সিতাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের তেঁতুলতলা এলাকায় বুধবার সখী পাতানোর মেলা হয়। রাজবংশী সমাজের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই মেলায় কিশোরী ও মহিলারা অংশ নেন। ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে মেয়েরা এই মেলায় পছন্দের সখী নির্বাচন করে একে অপরের সঙ্গে আজীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। প্রতি বছর শতাধিক সখীর জুটি গড়ে ওঠে এই মেলায়। সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে এখনও প্রাণবন্ত হয়ে আছে এই সখী পাতানোর মেলা।

জলাশয়ে দেহ

বক্সিরহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার একটি জলাশয় থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলঘাগরি এলাকার ঘটনা। স্থানীয়রা জলাশয়ে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

দেহ উদ্ধার

ফেশ্যাবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার এক বৃদ্ধার মৃতদেহ ভেসে ওঠে শালটিয়া নদীতে। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পূর্ব ডুমনিগুড়িতে ঘটেছে। মৃতার পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠিয়েছে।

৮৩ জনকে ডাকল ডিপিএসসি

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : যেসব চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা আগে কোচবিহারের জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) অধীনে কাজ করতেন, তাঁদের নথিপত্র ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকল ডিপিএসসি।

১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তাঁদের ডিপিএসসির অফিসে ডাকা হয়েছে। সমস্ত নথি ঠিক থাকলে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা আবার প্রাথমিকের চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সম্প্রতি ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের রায়ে বলা ছিল যে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইচ্ছে করলে তাঁদের আগের চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন। কোচবিহারে সেরকম ৮৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে ৪৫ জন কোচবিহার জেলার বিভিন্ন হাইস্কুলে চাকরি করতেন। বাকিরা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চাকরি

কোচবিহার

করতেন। ডিপিএসসি জানিয়েছে, স্কুল এডুকেশন ডিরেক্টরেট তাদের কাছে ৮৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম পাঠিয়েছে।

এনিয়ে ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, 'যোগ্যদের নথি আমরা খতিয়ে দেখব। তারপর সব নথি ঠিক থাকলে আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে তাঁদেরকে কাজে যোগ দিতে বলব।'

সন্ধিপুজোয় স্বস্তি দেবে চান্দামারি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো এগিয়ে এলেই উদ্যোক্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। সন্ধিপুজোয় ১০৮টি পদ্মের প্রয়োজন হয়। উত্তরবঙ্গে পদ্মের ফলন তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সন্ধিপুজোর জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ম জোগাড় করতে উদ্যোক্তাদের দক্ষিণবঙ্গ এবং ওড়িশার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এবার উদ্যোক্তাদের চিন্তা খানিক কমাবে চান্দামারি। ওড়িশা এবং মেদিনীপুরের পাশাপাশি এবার সন্ধিপুজোয় পদ্মের জোগান দেবে চান্দামারিও। পদ্মের জোগান ভালো হওয়ায় ইতিমধ্যেই হিমঘরে পদ্ম মজুত করতে শুরু করেছেন ফুল ব্যবসায়ীরা।

কোচবিহার জেলা ফুল ব্যবসায়ীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে নীরেন দেব বলেন, 'এই বছর পদ্মের জোগান অন্যবারের তুলনায় অনেক ভালো। এর পাশাপাশি চান্দামারিতে পদ্মের ভালো ফলন হওয়ায় বাইরের ফুলের পাশাপাশি স্থানীয় পদ্মও হিমঘরে মজুত করছি।'

জেলার সরকারি নথিবদ্ধ ক্লাব এবং পারিবারিক পুজো মিলিয়ে প্রতিবছর মোটামুটি ৮০০টি দুর্গাপুজো হয়। সন্ধিপুজোয় ১০৮টি পদ্মের প্রয়োজন হয়। সব মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক পদ্মের দরকার হয় অষ্টমীর দিন। ওই ফুলের জোগান দিতে প্রতিবারই হিমসিম খেতে হয় ফুল বিক্রেতাদের। জেলায় হাতেগোনা কয়েকজন বাণিজ্যিকভাবে পদ্মের চাষ করে থাকেন। চান্দামারি এবং তুফানগঞ্জের এলাকাতে অন্যান্য বছর খুব অল্প পরিমাণে পদ্ম ফুল পাওয়া যায়। অগত্যা জেলার পুজোগুলির চাহিদা মেটাতে ফুল ব্যবসায়ীদের ভরসা করতে হয় দক্ষিণবঙ্গের ফুলের জোগানের ওপরেই।

এই বছর চান্দামারিতে পদ্মের ফলন ভালো হওয়াতে স্বস্তি প্রকাশ করেন ফুল বিক্রেতা অরূপ রায় কর্মকার। তিনি বলেন, 'প্রতিবার ওড়িশা এবং মেদিনীপুর থেকে পদ্ম ফুল নিয়ে আসি। এবারেও অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তবে এইবার চান্দামারিতে পদ্মের ফলন হওয়ায় অনেক সুবিধা হবে।'

এই খবরে খুশি পুজো উদ্যোক্তারাও। নিউটাউন ইউনিটের পুজো কমিটির পক্ষে অভিষেক সিংহ রায় বলেন, 'পুজোর সময় প্রতিবারই পদ্মের দাম বেড়ে যায়। দাম এবং চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা আগেভাগেই পদ্মের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। তবে চান্দামারিতে পদ্ম ফুলের বেশি ফলন হওয়ায় আশা করি পদ্ম পেতে ভোগান্তি কম হবে।'

ঐতিহ্য ও নতুনত্বের মেলবন্ধন

এল এল পুজো এল

মাথাভাঙ্গা, ১৭ সেপ্টেম্বর : শীতলকুচি ব্লকের বড়কৈমারি পঞ্চায়েত এলাকায় দুর্গোৎসবের আবহ ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে দুটি বড় বাজেটের পুজোকে ঘিরে গ্রামীণ জনজীবন জমে উঠেছে রঙিন উচ্ছ্বাসে। একদিকে ডাকঘরা যুব সংঘের পুজোর ৫৫তম বর্ষপূর্তি, অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের ডাকঘরা দুর্গা মন্দিরের ১২৬ বছরের পুজো।

ডাকঘরা যুব সংঘের থিম 'আদিবাসীর আঙিনায়'। নিশিগঞ্জের মণ্ডপশিল্পী গোপাল ধরের সৃজনশীল ছোঁয়ায় মণ্ডপে ফুটে উঠছে আদিবাসী গ্রামের উঠোনের আবহ। থাকছে ইন্ডিয়া গেটের অনুকরণে বিশাল গেট। প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বাজেট। প্রতিমা গড়ছেন স্থানীয় শিল্পী কৃষ্ণ পাল। পুজো কমিটির সম্পাদক রাজীব সিংহ জানান, ষষ্ঠীতে প্রায় ২০০ দুঃস্থকে বস্ত্র বিলি করা হবে।

অন্যদিকে, ডাকঘরা দুর্গা মন্দিরের পুজো মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্যতম প্রাচীন উৎসব। বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। বহুদিনের প্রতিমাশিল্পী বীরেন বর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ধীরেন বর্মন এই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। আলোকসজ্জার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন শুভঙ্কর বর্মন। পুজো কমিটির সম্পাদক সন্তোষ বর্মন জানান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ষষ্ঠীর দিন ২০০ জন অসহায় মানুষকে পোশাক দেওয়া হবে। একদিকে নতুনত্ব ও শিল্পকলা, অন্যদিকে শতবর্ষের ঐতিহ্য। এই দুই পুজো মিলেমিশে বড়কৈমারির শারদ উৎসবকে করে তুলেছে অনন্য।

পুরোনো সেই পুজোর কথা...

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ঢাকে কাঠি পড়তে আর বাকি মাত্র দশদিন। দিনহাটা শহরে জোরকদমে চলছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। তবে, শহরের বেশিরভাগ পুজোমণ্ডপে রোশনাই, থিমের চাকচিক্য, আধুনিক ব্যান্ড ও ডিজে পার্টির বাড়বাড়ন্তে নিঃসন্দেহে শারদোৎসবের মেজাজটাই আমূল বদলে গিয়েছে। শহরবাসীর কথায়, আগে আড়ম্বর হয়তো এতটা ছিল না, কিন্তু পুজোয় একটা 'প্রাণ' ছিল। পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যা নামলে শুরু হয়ে যেত মোমবাতি নেভানো, শঙ্খধ্বনি, ধাঁধা বা কুইজ প্রতিযোগিতা। আট থেকে আশি মণ্ডপে ভিড় জমিয়ে ওই খেলাগুলো দেখার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। প্রবীণরা পিঁড়িতে বসে হাসিঠাট্টা করতেন, নবীন প্রজন্ম অংশ নিত খেলায়--- আক্ষরিক অর্থেই দুর্গাপুজো ছিল এক মিলনমেলা।

বর্তমানে শহরের বেশিরভাগ বিগ বাজেটের পুজোয় দর্শক টানতে থিমের ওপর নির্ভর করেন উদ্যোক্তারা। ঢাকের বোলকে ছাপিয়ে মাইকে বেশি বাজতে শোনা যায় ডিজে বা হিন্দি গান। আলোকসজ্জায় চোখে ঝিলমিল লেগে যায়। মণ্ডপের পাশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ বাঁধা হয়। সেখানে বাইরে থেকে শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠান করেন। পাড়ার লোক সেখানে উপস্থিত থাকেন বটে, তবে কেবল দর্শকের ভূমিকায়।

দিনহাটার এক পুজো কমিটির সভাপতি অনুপম রায় বলেন, 'আগে আমাদের পাড়ায় সন্ধে নামলেই খেলা শুরু হত। ফুঁ দিয়ে মোমবাতির আগুন নিভিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে ধাঁধা সমাধান- সব খেলায় পাড়ার মানুষ একসঙ্গে অংশ নিত। এখন আর এমন কিছু দেখা যায় না। কেবল থিম আর ডিজের দাপটে পুরোনো দিনের আনন্দ হারিয়ে গিয়েছে।'

নবীন প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের বেশিরভাগেরই দুর্গাপুজোকে নিয়ে মিশ্র অনুভূতি। শহরের এক কলেজ পড়ুয়া হিতশি রায় যেমন বললেন, 'আমরা থিমপুজো, লাইভ শো, ইনস্টা রিল এসবই পছন্দ করি কিন্তু গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মোমবাতি নেভানোর খেলায় আরও বেশি মজা পেয়েছি। শহরে অন্তত একটা দিন পুজোয় এই সব খেলা আয়োজন করা হোক।'

শহরের উদ্যোক্তারা অবশ্য বলছেন, বিশাল করে পুজোর আয়োজন করতে ও দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে গিয়ে আর নানা ধরনের মজার খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, গ্রামের কিছু পুজো কমিটি এখনও পুরোনো ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। দিনহাটার সাহেবগঞ্জ এলাকার আমরা ক'জন ক্লাবের দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল তালুকদার জানান, তাঁদের ক্লাবে এখনও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দামি পুরস্কার না দেওয়া হলেও প্রতিটি গ্রামবাসী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

শহরের ব্যস্ততা, সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব ও পুজোর বাণিজ্যিকীকরণের ফলে একসঙ্গে শারদোৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়াটা এখন আর সম্ভব হয় না। তাহলে শহরের পুজোয় কি আর কোনওদিন ফিরবে না পুরোনোদিনের সেই আবহ? উত্তরটা হয়তো লুকিয়ে রয়েছে শহরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার ওপর।

ছাত্রীর দেহ

তিন সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর রামপুরহাটের সপ্তম শ্রেণির আদিবাসী ছাত্রীর পচাগলা দেহ বুধবার উদ্ধার হল। ওই স্কুলেরই ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যকর্মীরা

পুজোয় কাজ করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশ যে বর্ধিত ভাতার দাবি করেছিলেন তা খারিজ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

পাড়ায় বরাদ্দ

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে টাকা ছাড়া শুরু করল নবান্ন। এলাকার ছোট ছোট কাজের জন্য বুথ প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। সেই মতো মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় ৭০ কোটি টাকা ছেড়েছে অর্থ দপ্তর।

মেট্রো বিভ্রাট

বিশ্বকর্মা পুজোর সকালেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রুটে বিভ্রাট ঘটল। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

১২০০ জাল জাতি শংসাপত্র বাতিল

দপ্তরকে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় জাল জাতিগত শংসাপত্রের প্রমাণ জমা হয়েছে নবান্নে। প্রাথমিক তদন্তের পরেই প্রায় ১২০০ জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করা হয়েছে। বাকি অভিযোগগুলি নিয়ে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবের নেতৃত্বে তদন্তও শুরু হয়েছে। আরও কয়েক হাজার এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্রের হদিস পাওয়া গিয়েছে। মূলত নীচুস্তরের কিছু অফিসারের মদতে এই জাল জাতিগত শংসাপত্রগুলি গত কয়েক বছরে বিলি করা হয়েছে। দুয়ারে সরকারের কর্মসূচিতে জাতিগত শংসাপত্র বিলি নিয়ে কোনওরকম গাফিলতি সহ্য করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই এই ধরনের জাতিগত শংসাপত্র হাতিয়ে নিয়েছে একধরনের চক্র। বিষয়টি নজরে আসার পরেই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবরাইক বলেন, 'জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত করে ১২০০ শংসাপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্তও হয়েছে। আরও যে অভিযোগগুলি রয়েছে, সেগুলি নিয়ে তদন্ত চলছে। কোনও জাল শংসাপত্রের অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'বন্দ্যোপাধ্যায় পদবির এক ব্যক্তি তপশিলি জাতির শংসাপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই ধরনের অভিযোগ আমরা অনেক পেয়েছি। এই নিয়ে প্রশাসনের আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারের একাংশের মদতে এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে।'

সোমবার নবান্নে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের কারও একজনের জাতিগত শংসাপত্র থাকলে সেই পরিবারের উত্তরাধিকারীরা শংসাপত্র পাওয়ার অধিকারী বলেও জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ সামনে আসে। সমস্ত কাগজপত্র না দেখে কেন প্রশাসনের নীচুস্তরের আধিকারিকরা এই শংসাপত্র বিলি করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার যে এই নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিচ্ছে তাও তিনি জানিয়ে দেন। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে এই ঘটনায় তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতেও অনেকে জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন জানিয়েছেন। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে ওই শংসাপত্রগুলি বিলি করতে হবে।

তৎপর নবান্ন

- কয়েক হাজার জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ
- ১২০০ শংসাপত্র ইতিমধ্যেই বাতিল
- প্রধান সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের
- ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব নবান্নের

কারামন্ত্রীর হাজিরা নিয়ে জল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার শেষ বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রীসভার বৈঠকে নির্ধারিত কয়েকটি 'অ্যাজেন্ডা'র বাইরে গিয়ে পুজোর মধ্যে সতীর্থ মন্ত্রীদের করণীয় বিষয়ে বার্তা ও নির্দেশ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তারই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মন্ত্রীসভার বৈঠকে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার উপস্থিতি। বর্তমানে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির ইডির মামলায় অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছেন কারামন্ত্রী। মন্ত্রীসভার বৈঠকের একদিন পরই শনিবার বিচার ভবনের বিশেষ আদালতে আবার মন্ত্রীর জামিনের শুনানি। শুনানির পরে কারামন্ত্রীকে তাদের হেপাজতে নিতে ইডি জোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর। পুজোর আগে আবার রাজ্যের এক মন্ত্রী ইডির হাতে আটক হলে নিঃসন্দেহে তা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা আনবে। তা নিয়েই বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের আগে নবান্ন প্রশাসনে জল্পনা ছড়াচ্ছে। কৌতূহল বাড়ছে ইডির হাতে কারামন্ত্রীর গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ নিয়ে।

প্যান্ডেলের পথে দুর্গা প্রতিমা। বুধবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভোটার লিস্টে পরিযায়ীদের চিহ্নিত করার নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এসআইআর শুরুর আগেই জেলায় জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্যতালাশ শুরু করল কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বৈঠকে মূলত জেলায় জেলায় ভোটার তালিকার ম্যাচিং সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি নিয়েই জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। সেখানেই ম্যাচিংয়ের সময় ভোটার তালিকায় থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন সিইও।

সদ্যসমাপ্ত বিহার এসআইআরে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াটাই সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে। এই নিয়ে শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বিহারের ভোটার তালিকায় বেআইনি কিছু হয়ে থাকলে, তালিকা খারিজ করে দেবে আদালত। এরপরই আইন মেনে পদক্ষেপ করার ব্যাপারে সমস্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এরাজ্যেও এসআইআর হলে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের ভোটাধিকার হারাবেন বলে আশঙ্কা করেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। রাজ্য সরকারের হিসেবে এই মুহূর্তে অন্তত ৩০ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যের বাইরে কর্মরত। যদিও বেসরকারিভাবে এই সংখ্যা আরও অনেকটাই বেশি বলে দাবি রাজনৈতিক দলগুলির। এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাজ্যের ভোটার তালিকায় থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের আলাদা করে চিহ্নিত করার নির্দেশকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নিজের গাড়িকে পুজো করছেন ট্যাক্সি ড্রাইভার। বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে। বুধবার। -পিটিআই

নজর মৃতার মোবাইলে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ৬ জনকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করল লালবাজার। মৃতার মোবাইল ফোনেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সায়েন্টিফিক উইং ও ফোটোগ্রাফি টিম ঘটনাস্থলের স্কেচ তৈরি করেছে। থ্রিডি ম্যাপিং করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে এবার একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাস চত্বর পরিষ্কার রাখতে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। তবে সিসিটিভি বসানো নিয়ে এখনও আপত্তি রয়েছে পড়ুয়াদের একাংশের। এদিনও ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। তবে তল্লাশির পরে একজোড়া জুতো পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওই জুতো কার তা এখনও স্পষ্ট নয়। অনামিকার চশমা ও জুতোর এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, এবার থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য নজর রাখবেন একজন করে অধ্যাপক। তাঁদের আচরণ, মানসিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন অধ্যাপকরা।

ইস্তফা নয়নার

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কসবা কাণ্ডের পর উপাধ্যক্ষা পদে আর থাকতে চান না। এই মর্মে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেবের কসবার বাসভবনে গিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের উপাধ্যক্ষা নয়না চট্টোপাধ্যায়। কলেজ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত জরুরি বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানেই নয়নার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হবে কি না সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।জুন মাসে কলেজ চত্বরে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় কলেজেরই এক প্রাক্তনী তথা তৃণমূল ছাত্র নেতা। ওই ঘটনায় নয়নার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পড়ুয়াদের একাংশ। নয়না জানিয়েছেন, কলেজে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর মানসিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।

মহিলা ভোট দখলে পদ্মের লক্ষ্য বঙ্গে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : '২৬-এ বাংলা দখলে মহিলা ভোটেই নজর বিজেপির। চলতি বছরের শেষে বিহারে নির্বাচন। আর আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ, অসম কেরল সহ দেশের ৫ রাজ্যে ভোট। যা বিজেপির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিনে 'সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার' নামে কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুরু হল। রাজ্য বিজেপির দাবি, শুধু বিহার নয়, আগামীতে বাংলার ভোটেও মহিলা ভোট দলের ঝুলিতে টানতেই এই সিদ্ধান্ত।

কি লোকসভা, কি বিধানসভা যে কোনও নির্বাচনেই মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণও। লোকসভা ও বিধানসভায় মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের আইন চালু হয়েছে। সার্বিকভাবে মহিলা ক্ষমতায়নে যা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এই পরিস্থিতিতে আগামীতে দেশের সমস্ত নির্বাচনেই মহিলা ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সব রাজনৈতিক দলই। কেন্দ্রের শাসকদল হিসেবে এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপিও। সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫ বছরের জন্মদিনে দেশজুড়ে 'সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার' নামে অভিযান শুরু করল দল।

এই অভিযান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'বাড়িতে মা অসুস্থ হয়ে পড়লে গোটা পরিবারই নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই দেশের স্বাস্থ্য মানে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য।' এর আওতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রক দেশজুড়ে স্বাস্থ্য শিবির ও সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে। মোদির কথায়, ২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে এই প্রকল্প।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্প এবং দলের তরফে অভিযান শেষপর্যন্ত দেশের মহিলাদের সুস্থতা ও শক্তিশালী পরিবার গঠনে কতটা সফল হবে তা জানা নেই। তবে মোদির জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে দেশের ৫ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের মুখে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা ভোটকেই নিশানা করতে চাইছে বিজেপি, তা স্পষ্ট। এদিন তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে এরাজ্যেও। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী মোদির জন্মদিন উদযাপনের অনুষ্ঠান করলেন গ্রামীণ সেবিকাদের সেবা প্রদান করে। অনুষ্ঠানে নিজের

দেশের সংসদ ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের আইন করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় ঘরের চাবির মালিক কোনও পুরুষ নয়, মহিলারাই।

শুভেন্দু অধিকারী

বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতির মতো সংস্থার দলীয় মহিলাদের সম্মান জ্ঞাপন করে শুভেন্দু বলেন, 'দেশের সংসদ ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের আইন করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় ঘরের চাবির মালিক কোনও পুরুষ নয়, মহিলারাই।' তবে রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে অস্বস্তি থেকেই গিয়েছে।

একুশের ভোটে রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিল মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশে 'লাডলি বহেনা' থেকে শুরু করে ওডিশার 'সুভদ্রা যোজনা'র মাধ্যমে মহিলা মন জয়ের চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি। বুধবার কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরেও শুরু হল সেই প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, 'আজকের দিন কোনও রাজনৈতিক দিন নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাফল্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার দিন।'

সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের 'কবিগুরু কাপ'

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপের আয়োজন করেছিল বঙ্গ বিজেপি। মূলত যুবসমাজকে কাছে টানাই ছিল তাদের লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শাসকদল অবশ্য আগে থেকেই বিবেকানন্দ কাপের ঘোষণা করেছে। পিছিয়ে থাকল না বামেরা। বিজেপি ও তৃণমূলের ধাঁচেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের তরফে 'কবিগুরু কাপ' আয়োজনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদেরও উদ্দেশ্য, বুথ স্তর থেকে প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করা।

১১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে তিন মাস ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রাজ্যের ২৩ জেলার প্রতিটি থেকে ৮টি করে দল নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। পালটা স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্যজুড়ে নরেন্দ্র কাপের আয়োজন করেছিল বিজেপি। যা শেষ হয়েছে বুধবার। একইরকমভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে মজেছে বঙ্গ সিপিএমের ছাত্র সংগঠন। জানা গিয়েছে, পুজোর পরেই অর্থাৎ নভেম্বর মাসে বিশ্বভারতীর মাঠ থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করবে তারা।

ইতিমধ্যেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের তাদের এই কর্মসূচিতে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছে তারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ফুটবল। এতে যুব সম্প্রদায়ের আগ্রহ যে মাত্রাছাড়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তৃণমূল ও বিজেপি ছাত্র-যুবদের কাছে টানতেই মাঠে নেমেছে সিপিএম।

এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি বলেন, 'সুকান্ত শতবর্ষ ও কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই কবিগুরু কাপের আয়োজন করছি। ব্লক স্তর থেকে প্রতিভা যাতে উঠে আসে। এই সরকারের আমলে খেলার মাঠ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় সব রসাতলে যাচ্ছে।'

ডাক্তারি পড়বেন মালদার প্রশান্ত

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের ছাড়পত্রে এবার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা নিয়েও ডাক্তারি পড়বেন মালদার প্রশান্ত মণ্ডল। পোলিওর কারণে ছোট থেকে দুই হাত ক্ষমতাহীন তাঁর। দু'হাতে তিনটি করে আঙুল তাঁর। তা নিয়েই উচ্চমাধ্যমিক ও নিট দিয়েছিলেন প্রশান্ত। সেই আঙুলে ছুরি, কাঁচি ধরবেন কী করে? কিন্তু বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশে তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে। এসএসকেএম হাসপাতাল তাঁর শারীরিক বিষয়ের মূল্যায়ন করে জানিয়ে দেয়, তিনি ডাক্তারি পড়ার জন্য উপযুক্ত নন। তবে নিটে তাঁর ফলাফল ছিল চোখধাঁধানো। তা সত্ত্বেও মেডিকেলে পড়ার জন্য ভেরিফিকেশনের দরজা খুলছিল না। এসএসকেএম হাসপাতালের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। বিচারপতি দ্বিতীয়বার তাঁর শারীরিক অক্ষমতা মূল্যায়ন করে মুম্বই এইমসকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুধবার সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে এইমস। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক অক্ষমতা বাধা হবে না। তার পরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, বিশেষ সংরক্ষণের সুযোগ দিয়ে ডাক্তারি পড়ার ভেরিফিকেশনে বসতে পারবেন প্রশান্ত। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এর আগেও একজনের ক্ষেত্রে এসএসকেএম ছাড়পত্র দেয়নি। তখন দিল্লির হাসপাতাল সেই ছাড়পত্র দিয়েছিল। এখন আবার মুম্বই এইমস ছাড়পত্র দিল। এই দ্বিমত হচ্ছে কেন? এসএসকেএম কি সবার থেকে ওপরে?' আপাতত প্রশান্ত ডাক্তারি পড়ার ভেরিফিকেশনে বসার সুযোগ পেয়েছেন।

রোজগেরে স্ত্রীও খোরপোশের অধিকারী

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : স্ত্রী উপার্জনকারী হলেই তাঁকে ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা স্বামীর সামাজিক, আইনি, নৈতিক দায়িত্ব। বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'স্বামী উপার্জন করতে সক্ষম হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধ্যকতা অস্বীকার করতে পারেন না। স্ত্রী তাঁর জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম উপার্জন করলেও স্বামী ভরণপোষণের বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না।'

ওই দম্পতি ২০১২ সালে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করার পরও আলাদা থাকতেন। স্বামী তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়িতে প্রায়শই আসতেন। স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতেন স্ত্রী। কিন্তু কর্ণপাত করতেন না স্বামী। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাসে স্বামী জানান, কলকাতার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। স্ত্রী তাঁকে পানাগড়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক তাঁকে মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। এরপর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন।

জানা গিয়েছে, স্ত্রী মাসিক ১০ হাজার টাকা ভরণপোষণের দাবি করেছিলেন। তবে স্বামী তা দিতে অস্বীকার করেন। নিম্ন আদালতে স্বামী জানান, তিনি বেকার। এই প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালত স্ত্রীর খোরপোষের আর্জি খারিজ করে দেয়। তারপরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্ত্রী। বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বামী বিশেষভাবে সক্ষম নন। তাই স্ত্রীকে তাঁর প্রাপ্য জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না তিনি।'

আদালতের উন্নতি খাতে কত বরাদ্দ, প্রশ্নে মুখ্যসচিব

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্ট ও রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলির উন্নয়নমূলক কাজ টাকার অভাবে আটকে থাকায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের থেকে জবাব তলব করেছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের চাপে পড়ে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়ে শেষমেশ টাকা বরাদ্দের কথা জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বাকি বকেয়া প্রকল্পগুলি নিয়ে রাজ্যের কী পদক্ষেপ, তা জানাতে আরও সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

বুধবার মুখ্যসচিব ডিভিশন বেঞ্চকে জানান, আদালতের উন্নতির খাতে ২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২০৪ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গিয়েছে। তবে তাঁর এই জবাবে সন্তুষ্ট নয় ডিভিশন বেঞ্চ। আরও ৫৩টি প্রকল্পের কথা রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছিল। এই বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান কী তা জানতে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যসচিব সাতদিন সময় চেয়েছেন।

বিচারপতি দেবাংশু বসাক মন্তব্য করেন, 'প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাও শেষ হয়ে গিয়েছে। অথচ নতুন টাকা দেওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।' বিচারপতি বলেন, 'পেপারলেস ফাইলসের কাজ ফেব্রুয়ারি থেকে থমকে রয়েছে। হাইকোর্ট ও জেলা আদালতগুলিতে কর্মচারীর অভাব রয়েছে। এর আগে রাজ্য প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়েছিল, এই সংক্রান্ত কাজের জন্য দুজন অফিসারকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু এখনও সেই বিষয়ে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি। গত দশ বছর ধরে রাজ্যে পে কমিশন নেই। আপনারা এতদিন কী কাজ করেছেন? আপনারা কী পাঠিয়েছেন, আর কী অনুমোদিত হয়েছে তা সম্পর্কে খোঁজ নেব? বকেয়া কাজ কবে শেষ হবে?' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রসঙ্গ তুলে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলারা বিশেষ কিছু সুবিধা পান। কর্মরত মায়েদেরও কিছু সুবিধা দিতে হয়। জেলা আদালতগুলির ক্ষেত্রে কী করেছেন।' মুখ্যসচিবের বক্তব্য, প্রয়োজনে নজরদারি দিয়ে সমস্ত বকেয়া কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টে কিছু মামলা বিচারাধীন থাকায় এই কাজগুলিতে দেরি হচ্ছে। ২০২৪ সালে রাজ্যের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য তা না দেওয়ায় আদালতে অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত ইন্টারনেট পরিষেবা নেই। সিসিটিভিও চাওয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। হাইকোর্টের বিল্ডিং কমিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ৫৫টি প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা দেয়নি রাজ্য। আরও ৩০টি প্রকল্পের ৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। মুখ্যসচিবের উদ্দেশে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'সমস্ত বিষয়টা নিশ্চিত করুন। পরবর্তী শুনানিতে যেন আর আপনাকে ডাকতে না হয়।'

জেমিনিতে মিলায় ট্রেন্ড, বিপদের শঙ্কাও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ধরুন, আপনি ফেসবুক খুললেন কিংবা কারও হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস দেখছেন। হঠাৎ চমক লাগল। এটা আবার কে রে বাবা! চেনা মানুষের সঙ্গে মিল রয়েছে বটে, কিন্তু এত বদল? পুরো তারকাখচিত রূপ! এতটা ভোল বদল কি আদৌ সম্ভব? আবার কখনও দেখছেন, সত্যি একজন তারকাকে জড়িয়ে ছবি তুলেছে আপনারই এক বন্ধু। বুকের কোণটা চিনচিন করে উঠল, রাগে-হিংসায়। মনে মনে ভাবলেন, যা বাবা! এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আপনার বন্ধু একা একাই চলে গেল ছবি তুলতে! কিন্তু না, আপনি ভুল। একটু খোঁজ করলেই বুঝবেন, পুরো বিষয়টাই একটা 'আইওয়াশ'। সবটাই বাবা জেমিনির 'চরণে সেবা লাগে'।

জেমিনি নামক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দয়ায় সুন্দর তো হচ্ছেন বটে, কিন্তু জানেন বিপদ কতটা? আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরীর মত, 'নিমেষে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে এই ট্রেন্ড। আমরা কেউ জানি না, এআই পরিচালনা করছে কে বা কোথায় সংরক্ষিত হচ্ছে তথ্যগুলি। ন্যানো ব্যানানার যে সিন্থ আইডি রয়েছে, তা ক্র্যাক করাও অসম্ভব। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যে কোনও মহিলার ছবি এডিট করে জুড়ে তাঁদের ব্ল্যাকমেল করতে পারে। ছবির অপপ্রয়োগ বা ভুল ব্যাখ্যা করে অনায়াসে ফাঁসিয়ে দেওয়া সম্ভব।' গবেষণা বলছে, এই জেমিনির নতুন মডেল 'ন্যানো ব্যানানা'র 'এআই শাড়ি', 'থ্রিডি ফিগারিন' ও 'হাগ মাই ইয়ংগার সেলফ'-এর ট্রেন্ডে সব থেকে বেশি গা ভাসাচ্ছে জেন জেড, জেন আলফা ও মিলেনিয়াল জেনারেশন। এই তিন জেনারেশনেরই পরিচিত মুখ প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার

ম্যানেজার শান্তনু নাইডু। ভারতীয় নারীদের খানিকটা ব্যঙ্গ করেই সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওতে তাঁর বার্তা, শাড়ির দেশে থেকে সেই শাড়ি পরা ছবি এআই দিয়ে বানানো মানে নিজস্বতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া।

ঘিবলির পর এআইয়ের এখন নতুন হাতছানি 'ছোট্ট টিপ, হালকা লিপস্টিক আর যামিনী' থুড়ি জেমিনি। তবে এক্ষেত্রে টিপ, লিপস্টিক, কাজল কিছুই পরতে হয় না। ম্যাগির মতোই 'দু-মিনিটে' লিখে ফেলতে হয় প্রম্পট।

তারপরেই ছবি দিলে সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে জেমিনি। পছন্দের ব্যক্তিত্ব কিংবা নিজের ছোটবেলার চেহারাকে কোলে নিয়েও বানিয়ে দিচ্ছে সুন্দর মুহূর্ত। সমাজমাধ্যমে বাবার সঙ্গে ঠিক একইভাবে জেমিনির মাধ্যমে ট্রান্সফর্ম করা একটি ছবি পোস্ট করেছেন রাজ নাথ। বললেন, '৫ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। একটাও ছবি তোলার সুযোগ হয়নি। ২৩ বছর বয়সে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরা ছবি এডিট করতে পারলাম জেমিনির জন্য। ছবিটা দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম। জানি, নিরাপত্তা সংকট রয়েছে। কিন্তু এমন সুযোগ হাতছাড়া করা অসম্ভব।' প্রযুক্তিবিদ সৌম্যক সেনগুপ্তেরও মত, এক্ষেত্রে কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়টি গুরুতর। তাছাড়া ডিপফেকের বাড়বাড়ন্ত নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। আইনজীবীদের পরামর্শ, সন্দেহজনক কোনও প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য শেয়ার না করাই ভালো।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১ আশ্বিন ১৪৩২

বঙ্গে কংগ্রেসের উদ্যোগ

বেশ কিছুদিন যাবৎ খবরের শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। সমাজমাধ্যম থেকে মাঠ-ময়দান, সর্বত্র কংগ্রেসের উপস্থিতি উপলব্ধি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় এখনও দলের প্রভাব আছে বলে সারাবছরই কংগ্রেসের কর্মসূচি থাকে। পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় এখনও কংগ্রেস শিবরাত্রির সলতের মতো টিকে রয়েছে। কিন্তু কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় ইদানীং কংগ্রেস একের পর এক কর্মসূচি নেওয়ায় মনে হতেই পারে যে, বর্তমান প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত ধরে মরা গাঙে জোয়ার আসছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দলের একাধিক কমিটি গঠন করে দিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। প্রদেশ কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল। সেই পর্ব মিটতে না মিটতে প্রাক্তন সিপিএম নেতা তথা সিএএ-এনআরসি আন্দোলনের অন্যতম মুখ প্রসেনজিৎ বসুকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে কংগ্রেস। তাঁকে দলে স্বাগত জানাতে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন আরও এক প্রাক্তন বাম ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমার।

ভোট চুরি নিয়ে রাহুল গান্ধির নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির আঁতাতের অভিযোগের জেরে পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে গণস্বাক্ষর অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়েও সরব কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বাছাইয়ে রাজ্যজুড়ে ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিধানসভায় একজন সদস্য না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের এই সক্রিয়তা চোখে পড়ছে।

কংগ্রেস দীর্ঘ সময় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ছিল। ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বামদুর্গের পতনের সময় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান মিত্র ছিল হাত শিবির। পালাবদলের পর সামান্য সময়ের জন্য রাজ্যে সরকারি ক্ষমতাও জুটেছিল তাদের ভাগ্যে। কিন্তু ২০১২ সাল থেকে কংগ্রেস এরাজ্যে বিরোধী আসনে। ২০১৬-র ভোটে বামেদের সঙ্গে জোটের দৌলতে বিরোধী দলনেতার পদও জুটেছিল কংগ্রেসের। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সেই খড়কুটোটুকুও হাতছাড়া হয়।

প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেসের সক্রিয়তা শুরু হয়েছে। তবে তাতে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের একেবারে নীচু স্তরের সংগঠনে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটা নিশ্চিত নয়। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক ক্ষমতার নিরিখে তৃণমূল এবং বিজেপি অনেকটা এগিয়ে। এই দুটি দল বর্তমানে রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষমতায়।

অপরদিকে, রাজ্যের মসনদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১৪ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বুথে টিমটিম করে হলেও টিকে রয়েছে সিপিএম। নির্বাচনি প্রচার থেকে শুরু করে ভোটগণনা পর্যন্ত লালঝান্ডাধারীদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মতাদর্শ, অ্যাজেন্ডা, প্রচারের অভিমুখ নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত বাম দলগুলির সংগঠনকে মজবুত করার নিরন্তর প্রয়াস আছে। নানাবিধ পন্থায় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও করে তারা। এই কাজে অতীতের মতো এখনও বামেদের গণসংগঠনগুলি কার্যকর ভূমিকা নেয়।

কিন্তু মালদা, মুর্শিদাবাদের বাইরে কংগ্রেসকে সেভাবে বুথে বুথে সংগঠন বাড়ানোর কাজে দেখা যায় না। বাংলার মতো বিহারেও বহুদিন ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে রয়েছে কংগ্রেস। আরজেডি'র বি-টিম হিসেবে তাদের সেখানে কাজ করতে হয়। তারপরও বিহারে 'নকরি দো পলায়ন রোকো যাত্রা' এবং 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-র আয়োজন করে নীচুতলার কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাহুল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব তাতে শামিল হয়েছিল। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, ওডিশা- কংগ্রেসের নজরে থাকা রাজ্যের তালিকা কম নয়। পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস স্বপ্নের ইমারত তৈরির ব্রত নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভঙ্গুর ও দুর্বল বুনিয়াদের ওপর বহুতল গড়া সম্ভব নয়। যে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সাড়া পেতে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন সবার আগে।

অমৃতধারা

বেদান্ত বলে, দুর্বলতাই সংসারের সমস্ত দুঃখের কারণ, দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলেই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্বল বলেই চুরি- ডাকাতি মিথ্যে জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করে থাকি। দুর্বল বলেই আমরা মৃত্যুমুখে পড়ি। যেখানে আমাদের দুর্বল করবার কিছুই নেই, সেখানে মৃত্যু বা কোনওরকম দুঃখ থাকতে পারে না। আমরা দুঃখবোধ করছি একটি মহাভ্রান্তির জন্য। সেই ভ্রান্তিটি ত্যাগ করো, সব দুঃখ চলে যাবে। ভক্তি তোমার ভিতরে রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ওই আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ভক্তি খুব বড় জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে।

-স্বামী বিবেকানন্দ

নগরায়িত বাঙালির বার্ধক্য এবং সংকট

সন্তানহীন সমাজে 'জিনগত ক্ষয়'-এর যে কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন তা কিন্তু কল্পনা, বাস্তবে ভয়ের কারণ।

রণধীর চক্রবর্তী

ছবি - এআই

নির্জন বারান্দা, নিঃসঙ্গ দুপুর আর একরাশ উদ্বেগ নিয়ে কাটানো মুহূর্ত। কলকাতা সহ শহুরে পশ্চিমবঙ্গের এই ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। শহুরে বাঙালির ভবিষ্যৎ কি তবে এভাবেই বার্ধক্যের দীর্ঘশ্বাসে বিলীন হয়ে যাবে? আজকের নগর বাঙালির সমাজচিত্রে যে পরিবর্তন ক্রমে ঘনিয়ে আসছে, তা শুধু জনসংখ্যার স্খলন নয়, তা একধরনের জৈব-সাংস্কৃতিক ক্ষয়ের পূর্বাভাসও। কলকাতা সহ শহুরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যে ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হল, মানুষ দেরিতে বিয়ে করছেন, বহু দম্পতি সন্তান নিচ্ছেন না, আর যাঁরা সন্তান নিচ্ছেন, তাঁরাও একটির বেশি নিতে রাজি নন। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে, তবে আমরা এক ভবিষ্যৎ জিনগত সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছি। শুধু সাংস্কৃতিক শৈথিল্য নয়, একটি বার্ধক্যগামী সমাজ গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

বিয়ের বয়স বাড়ছে, সন্তান হচ্ছে কম, এই সমস্যা কীভাবে জিনগত সংকট তৈরি করছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক মহলে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯-'২১)-এর তথ্য বলছে, শহরাঞ্চলের বাঙালি সমাজে বিয়ের গড় বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ বছর বা তারও বেশি। এই 'লেট ম্যারেজ'-এর ফলে প্রজননকাল কমে যাচ্ছে। তদুপরি, সন্তান নিতে চাওয়ার আগ্রহও অনেকের মধ্যে কমে গিয়েছে। একই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রজনন হার এখন ১.৬, যা প্রজন্ম পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ২.১-এর অনেক নীচে। কলকাতার মতো শহরে তা আরও কম, প্রায় ১.২-এর আশপাশে। এই হার জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো জনসংখ্যার সংকটে ভোগা দেশের সমতুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তথ্য বলছে, কলকাতা (১.২), হাওড়া (১.৩), উত্তর ২৪ পরগনা (১.৪) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা (১.৩) - এই শহরাঞ্চলগুলিতে প্রজনন হার সবচেয়ে কম। অর্থনৈতিক জরিপ অনুযায়ী, একটি শিশুর লালনপালনে কলকাতায় বছরে গড়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়, যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বিশাল আর্থিক চাপ। সেই চাপের কথা ভেবেই প্রজনন থেকে পিছিয়ে আসছেন বহু দম্পতি। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এটাই মধ্যবিত্ত বাঙালির চিরকালের চাওয়া। সন্তানের সেই ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে না পারার আশঙ্কাই বার্ধক্যগামী সমাজ গড়ার প্রথম ধাপ তৈরি করছে।

'এক সন্তান' বা 'সন্তানহীনতা'। বর্তমান প্রজন্মের শহুরে বাঙালিদের একাংশ মনে করছে, সন্তান নেওয়া মানেই জীবনের গতি থেমে যাওয়া। সন্তান মানে কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, আর্থিক চাপ এবং পারিবারিক পরিসরের সংকোচন। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকেই হয় সন্তান নিচ্ছেন না, নয়তো কেবলমাত্র একটি সন্তানেই সীমাবদ্ধ থাকছেন। এই প্রবণতার সামাজিক প্রভাব হচ্ছে- পারিবারিক কাঠামোর সংকোচন, বয়সভিত্তিক ভারসাম্যের অভাব, এবং ভবিষ্যতে সহযোগী প্রজন্মের অনুপস্থিতি।

সন্তানহীন সমাজে 'জিনগত ক্ষয়'-এর যে কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন তা কিন্তু কল্পনা, বাস্তবেই ভয়ের কারণ। 'জিনগত ক্ষয়' মানে, শুধুমাত্র সন্তান কম হওয়ার জন্য জনসংখ্যা কমে যাওয়া নয়, সমস্যা আরও গভীরে। এর অর্থ, সংস্কৃতি ও রক্তরেখার বিচ্ছিন্নতা। কারণ, নতুন প্রজন্ম অনুপস্থিত। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সৃজনশীল উত্তরাধিকারের অন্তর্ধান। কারণ, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল নাগরিকরাই সন্তান নিচ্ছেন না। এর অর্থ ভবিষ্যতে সামাজিক বৈচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা হ্রাস, যা একটি সমাজকে জীবিত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালির মতো দেশ, এমনকি কেরলের মতো রাজ্যও দেখিয়ে দিয়েছে— একবার জনসংখ্যা হ্রাসের হার নীচে নেমে গেলে, তা ফেরানো প্রায় অসম্ভব। সরকার যতই উৎসাহভাতা দিক, যতই নীতি আনুক— যদি সমাজ নিজে সচেতন না হয়, এই ধারা আর বদলায় না। কেরল, যার মানব উন্নয়ন সূচক ভারতে সর্বোচ্চ, সেখানেও একই পরিস্থিতি। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯-'২১) অনুযায়ী কেরলের মোট প্রজনন হার ১.৮, যা প্রতিস্থাপন হারের (২.১) নীচে। শহরাঞ্চলে তা আরও কম, প্রায় ১.৫। কেরলের মোট জনসংখ্যার ১২.৬ শতাংশের বয়স বর্তমানে ৬০ বা তার বেশি, যা জাতীয় গড় বয়সের (৮.৬ শতাংশ) অনেক উপরে। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৮.৫ শতাংশ (২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)। কিন্তু বর্তমান প্রবণতায় তা দ্রুত বাড়ছে।

কেরল সরকার 'জননী জন্ম রক্ষা যোজনা' চালু করেও প্রজনন হার বৃদ্ধি ঘটাতে পারেনি। এমনকি সেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেও সন্তানহীনতা ও একসন্তান নীতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এটি প্রমাণ করে যে, উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একা জনসংখ্যা সংকট রোধ করতে পারে না; বরং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ যদি কেরলের পথ অনুসরণ করে, তবে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে, কারণ বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয় কেরলের চেয়ে অনেক বেশি বিপন্ন।

> জনসংখ্যা সংকটের পেছনে আর্থিক চাপ অবশ্যই একটি বড় কারণ। আধুনিক শিক্ষার খরচ, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং শহরে বসবাসের উচ্চ ব্যয় অনেক দম্পতিকেই সন্তান নেওয়া থেকে বিরত রাখছে। কিন্তু এই আর্থিক যুক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে এক ধরনের ভোগবাদী মানসিকতা। আমরা আজ সন্তানকে আর সম্পদ হিসেবে দেখছি না, বরং ব্যয় হিসেবে দেখছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেখানে সন্তানকে দেখতেন পরিবারের বৃদ্ধি, সমাজের ভবিষ্যৎ এবং বার্ধক্যের ভরসা হিসেবে, আধুনিক শহুরে বাঙালি সন্তানকে দেখছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হিসেবে।

নগর বাঙালির আত্মপরিচয় দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধি, সংস্কৃতি ও যুক্তির আশ্রয়ে গঠিত হয়েছে। আজ সেই সমাজ যদি চুপিসারে নিজেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে দেয়, তবে তা একটি সভ্যতার অবসান হিসেবেই দেখা হবে। চুপ করে থাকলে শুধু জনসংখ্যা নয়, বাঙালি সমাজের আত্মা হারিয়ে যাবে। এখনই সময় ভাবার। সমাধান জোর করে নয়— দরকার সামাজিক চেতনা, পারিবারিক মূল্যবোধের পুনরাবিষ্কার, এবং এমন একটি সমাজ গড়ার ইচ্ছা যেখানে সন্তান নেওয়া শুধুমাত্র দায় নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার দায়িত্বও হবে।

এই জনসংখ্যা সংকটের পেছনে আর্থিক চাপ অবশ্যই একটি বড় কারণ। আধুনিক শিক্ষার খরচ, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং শহরে বসবাসের উচ্চ ব্যয় অনেক দম্পতিকেই সন্তান নেওয়া থেকে বিরত রাখছে। কিন্তু এই আর্থিক যুক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে এক ধরনের ভোগবাদী মানসিকতা। আমরা আজ সন্তানকে আর সম্পদ হিসেবে দেখছি না, বরং ব্যয় হিসেবে দেখছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেখানে সন্তানকে দেখতেন পরিবারের বৃদ্ধি, সমাজের ভবিষ্যৎ এবং বার্ধক্যের ভরসা হিসেবে, আধুনিক শহুরে বাঙালি সন্তানকে দেখছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হিসেবে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশু লালনপালনে সামাজিক সহায়তা দেওয়া জরুরি। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মনে করতে হবে যে সন্তান শুধু ব্যক্তিগত সুখের বিষয় নয়, এটি একটি সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্বের প্রশ্ন। বাঙালি সমাজ যদি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে না পারে, তবে আগামী কয়েক দশকে আমরা এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হব যেখানে বৃদ্ধাশ্রম আর একাকিত্ব হবে আমাদের নিয়তি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের উৎসব-পার্বণ, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য— সবই হারিয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে, পরিবার গঠনের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে হবে, যাতে বাঙালি সমাজ তার হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে যেতে পারে।

বাঙালি সমাজের ভবিষ্যৎ যদি বৃদ্ধাশ্রম, একাকিত্ব ও প্রজন্মহীনতায় পূর্ণ হয়, তবে তা আত্মসন্তুষ্টির নয়, আত্মবিনাশের সূচক।

(লেখক বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজির শিক্ষক)

আজ

১৯৫০

অভিনেত্রী শাবানা আজমির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৬

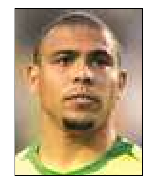

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি ব্রাজিলীয় ফুটবলার রোনাল্ডো।

আলোচিত

ঈশ্বর স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিকে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অবতার হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি কখনও এমন নেতা দেখিনি, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আমি তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। আমি চাই, স্বাধীনতার ১০০তম বছর অর্থাৎ ২০৪৭ পর্যন্ত মোদিজি দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকুন।

- মুকেশ আম্বানি

ভাইরাল/১

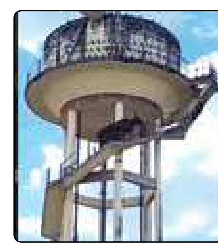

গল্পের গোরু গাছে ওঠে। এবার গোরুর ৬০ ফুট উঁচু জলের ট্যাংকে ওঠার ভিডিও ঝড় তুলছে। আজমেরে পথভ্রষ্ট গোরুটি জলের ট্যাংকে উঠে পড়ে। তাকে নামাতে কালঘাম ছুটে যায়। ক্রেন এনে গোরুটিকে উদ্ধার করা হয়।

ভাইরাল/২

উত্তরাখণ্ডে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাকবলিত। নদীর জল বয়ে চলেছে তীব্র গতিতে। সেই জলে আটকে পড়ে একজন বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে পড়েন। নীচ দিয়ে জলের তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে। জিপলাইন দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

জনমন জনমত

ভাগ্যের চাকা ঘুরবে আশায় ৩,৭১৯ জন কম্পিউটার শিক্ষক

একই রাজ্যে একই কাজ করে এক দল সোনার চামচে মুখে অন্ন তুলছে, আরেক দল 'বঞ্চিত' থেকে সেই অন্নের জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। একই কাজ করে এক দল সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে হাঁটছে রোজ, আরেক দল মুখে ক্লান্তি মনে অবসাদ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ধুঁকছে প্রতিদিন। একই পেশায় কেউ কেউ আনন্দমুখর দিনগুলোতে পরিবার পরিজন নিয়ে হাসিমুখে ঘুরছে রোজ, আরেক দল চোখে জল নিয়ে সইছে যন্ত্রণা। সব দপ্তরের কর্মীদের কাছে বিভিন্ন সুখবর এলেও তাঁদের কোনও খবরে 'সু' বিশেষণটি বসানোর সুযোগ আসে না। দিনের পর দিন তাঁরা এভাবেই বঞ্চিত।

কথা হচ্ছে কম্পিউটার শিক্ষকদের নিয়ে। যেখানে এক পেশায় কাজ করে ৫,৬৯১ জন কম্পিউটার শিক্ষক চাকরির সুনিশ্চয়তা, বর্ধিত বেতন কাঠামো সমেত ফেস্টিভাল বোনাস এবং ছুটির সবরকম সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, সেখানে ৩,৭১৯ জনের ভাগ্যে জুটছে যৎসামান্য ভাতা, যা দিয়ে তাঁদের গাড়িভাড়া মেটাতে হিমসিম খেতে হয়, সেখানে সংসার চালানোর ভাবনা তো দূর অস্ত।

২০২২ সালে এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্যায়ে নিয়োগ করা হলেও আজও তাঁদের সরকারিকরণ হয়নি। এর আগে অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যায়ের মধ্যে যেসব কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সরকার তাঁদের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারি আওতায় নিয়ে আসে। ফলে সেই অনুযায়ী রাজ্যে যখন আবার একবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় এসেছে তখন এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জন কর্মী আশায় বুক বেঁধেছেন এই ভেবে যে, হয়তো এবার তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারে।

কবির ভাষায়, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' এই রুটির সন্ধানে প্রতিনিয়ত এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জনকে ঝলসাতে হয় অভাব, অনটন, অসম্মান আর আত্মগ্লানির আগুনে। তাঁরা কেউ জানেন না তাঁদের এই আর্তনাদ কবে মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাবে, কবে এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জন কম্পিউটার শিক্ষক তাঁর স্নেহাশিসের ভাগীদার হতে পারবেন?

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন, আপনি ওই শিক্ষকদের এই করুণ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন, ৩৭১৯টি পরিবারকে বাঁচান।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

ইংরেজি উচ্চারণ ও আদ্যিকালের আদিখ্যেতা

অনুপর্ণা না হয় ভারতীয় 'অ্যাকসেন্টে' ইংরেজি বলেছেন, মার্কিনিরা তো ইংরেজি বানান নিজেদের মতো বানিয়ে নেন।

তন্ময় দেব

পুরুলিয়া তথা বাংলার মেয়ে অনুপর্ণা রায় প্রথম ভারতীয় চিত্রপরিচালক হিসেবে তাঁর ছবি Songs of Forgotten Trees-এর জন্য ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সিনেমার নাম উজ্জ্বল করলেন, অথচ তাঁর এই সাফল্যকে উদযাপনের পরিবর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল অনুপর্ণার ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে হাসিঠাট্টা করা।

অবশ্য এই ধারা নতুন নয়। দুশো বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকতে থাকতে এবং ইংরেজি ভাষা ও তার বিশেষ কায়দায় উচ্চারণ শুনতে শুনতে তা আমাদের অস্থিমজ্জা ও মস্তিষ্কে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে, নিজেকে 'এলিট' প্রমাণ করতে কেউ পিছপা হন না। অথচ মানুষ ভুলে গিয়েছেন, ইংরেজি আদতে একটি ভাষা, ঠিক যেমন বাংলা, হিন্দি, তামিল অথবা তেলেগু। যার মাধ্যমে মনের সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে আদৌ এর কোনও যোগাযোগ নেই।

তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা আদৌ সম্ভব কি না, সেবিষয়ে জার্মানি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী জার্মান ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে চলেছে। ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে অনুপর্ণা খুব স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। মঞ্চে উপস্থিত সকলেই যে তাঁর কথা বুঝতে পেরেছেন, ভিডিওটি দেখলে সেটা বোঝা যায়। একজন বাঙালি তাঁর মাতৃভাষাকে ঠিক যেভাবে উচ্চারণ করেন, সেই ধারা ও বাচনভঙ্গি মেনে তাঁর অন্য ভাষার উচ্চারণই স্বাভাবিক।

কই ব্রিটিশরা যখন হিমালয়কে 'হিমালয়া' কিংবা রামায়ণকে 'রামায়ণা' উচ্চারণ করেন, তখন তো কেউ হাসিঠাট্টা করেন না, নাক সিঁটকান না। কোনও বিরোধিতা তখন শোনা যায় না। অন্য রাজ্যের ভিন্ন ভাষাভাষী নেতা, মন্ত্রীর দলীয় রাজনীতির প্রচারে কিংবা সরকারি কর্মসূচিতে বাংলায় এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অতীব নিকৃষ্ট উচ্চারণে যখন পাঠ করেন, তখন তো তাঁদের দলের কেউ শুধরে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। একবার তো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের নামই বদলে দিলেন। তখন কেন সবাই চুপ থাকি?

ভুলে গেলে চলবে না, বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় বহু মানুষ প্রাণ খুইয়েছেন এবং তাঁদের সেই লড়াইকে মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের সূচনা হয়েছিল। বাংলা ভাষা তবে কোনদিক থেকে বিশ্বজনীন নয়? অন্যদিকে, যদি উচ্চারণের প্রসঙ্গে আসতে হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, অনুপর্ণা না হয় ভারতীয় 'অ্যাকসেন্টে' ইংরেজি বলেছেন, মার্কিনিরা কী করেন? তাঁরা তো শুধু বাচনভঙ্গি নয়, বহু কঠিন ইংরেজি বানান নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেন। কই সেসব নিয়ে তো কারও মাথাব্যথা দেখি না।

নিজেকে ইংরেজিতে পারদর্শী ও অতি আধুনিক দেখাতে বহু বাঙালি ও ভারতীয় আজকাল going to-কে gonna বলে চালিয়ে দিচ্ছেন নির্দ্বিধায়। একই ভাষার তো কত রকম উচ্চারণ। ইংল্যান্ডেই লন্ডন কিংবা ম্যাঞ্চেস্টার অথবা লিভারপুলে অঞ্চল ভেদে ইংরেজি উচ্চারণে আকাশপাতাল তফাত। কেউ ধরিয়ে না দিলে বিশ্বাসই করা কঠিন ভাষাটা আদৌ ইংরেজি!

এখন যদি নিজেকে স্মার্ট দেখাতে 'আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটের' বদলে হরেক রকম 'অ্যাকসেন্ট' রপ্ত করতে হয়, সেটা শিল্প ও শিল্পী উভয়ের প্রতিই জুলুম ছাড়া আর কী বলা যায়? কাউকে হেয় করার আগে বুঝতে হবে, ইংরেজি এমন একটি ভাষা, যা গোটা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রধান মাধ্যম। ফলে উচ্চারণ নিয়ে তামাশায় কিছু যায় আসে কি?

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যচর্চায় যুক্ত)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। কর্তৃত্ব ফলানো ৩। প্রায় গোলাকার ৪। লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্য ৫। স্থায়ীভাবে থাকা, বাস ৭। জলপাত্রবিশেষ ১০। গোল্লায় যাওয়া ১২। ডাকাডাকি, আস্ফালন ১৪। কাঁধে বহনযোগ্য খোলা পালকি ১৫। অনর্গল অর্থহীন কথা ১৬। কর্তাবাবা বা ঠাকুরদার স্ত্রী, পরিবারের জ্যেষ্ঠ মহিলা।

উপর-নীচ : ১। ঈষৎ হলুদ রংয়ের পাথর ২। অশ্বারোহী সৈন্যদল ৩। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ৬। আপনজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ৮। গন্ডার, গণ্ডা, নদীবিশেষ ৯। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র ১১। খাদ্য পরিবেশনকারী ভৃত্য, পরিচারক, খিদমতগার ১৩। সংগীতের সুরের অলংকার, স্বরকম্পনবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৪৬

পাশাপাশি : ২। রাশভারি ৫। গঞ্জিকা ৬। বকধার্মিক ৮। খাড়ু ৯। বানি ১১। নবাবজাদা ১৩। পামর ১৪। মানকলি।

উপর-নীচ : ১। শাগরেদ ২। রাকা ৩। ভাবুক ৪। কনক ৬। বড়ু ৭। ধাতানি ৮। খাণ্ডব ৯। বাদা ১০। কলরব ১১। নতুবা ১২। জাহান ১৩। পালি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গোথেনবার্গের পুজোয় নকশিকাঁথা, ছৌ নাচ

গোথেনবার্গ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে, তুষারে ঢাকা সুইডেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গোথেনবার্গের উৎসবে বাঙালিয়ানার আমেজ। মানে, প্রবাসী বাঙালিদের জমজমাট দুর্গোৎসব!

গোথেনবার্গ শহরে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ গোথেনবার্গ (ব্যাগ)-এর পুজো এবার সপ্তম বছরে পা দিল। কিন্তু ভাববেন না, বিদেশে পুজো মানেই শুধু জমিয়ে খাওয়াদাওয়া আর ঠাকুর দেখা। ওদের পুজোতে আছে থিম, আছে নিজের হাতে সাজানো শিল্পকর্ম, এমনকি পুরোহিতগিরিও করছেন সমিতির সদস্য পাঁচজন মহিলাই। কলকাতার অধ্যাপিকা নন্দিনী ভৌমিকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন তাঁরা পুজোর মন্ত্র থেকে শুরু করে অঞ্জলি দেওয়া পর্যন্ত সবই সাবলীল ভঙ্গিতে সামলাচ্ছেন। তৃতীয় বছর চলছে তাঁদের এই আত্মনির্ভর পুরোহিতি।

গোথেনবার্গের বাঙালি সমিতির এবারের পুজোর থিম— বাংলার অমূর্ত শিল্প। সদস্যদের নিজেদের হাতে তৈরি নানা শিল্পকর্মে ভরে উঠছে প্যান্ডেল। নকশিকাঁথা, কাঠের পুতুল, পটচিত্র—সবই আছে তাতে। ব্যক্তিগত শিল্প দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিমা ও মঞ্চসজ্জা করেছেন সমিতির সদস্যরা। ঠাকুর দেখা মানেই এখানে বাংলার শিল্পের ক্লাসও ফ্রি!

'ব্যাগ'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা অমৃতা লস্কর বললেন, তাঁদের পুজোর এবছরের থিম 'ট্যানজিবল হেরিটেজ', যেখানে বাংলার বিপন্ন শিল্পরূপ যেমন বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ঘোড়া, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ এবং কলকাতার সূক্ষ্ম পটচিত্র শিল্প বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। তাঁর কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু পুজো নয়, বরং ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার সমন্বয়ে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া।' এজন্যই ডেকোরেশনে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহারেও জোর দিয়েছেন অমৃতারা।

শুধু দুর্গাপুজোই নয়, সারাবছরই সমিতি ব্যস্ত থাকে সরস্বতীপুজো, নববর্ষ, গ্রীষ্মকালীন বনভোজন, মহিষাসুরমর্দিনী, বিজয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থাপনায়। আগামী বছর আবার নতুন চমক, শুরু হতে চলেছে কালীপুজো! আর গোথেনবার্গে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে মিলে আন্তর্জাতিক যোগদিবসও আয়োজন করে ওরা।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 'ব্যাগ' দুর্গাপুজো আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণবন্ততা বজায় রেখেছে। করোনা মহামারির বছরগুলিতেও তারা ধারা বজায় রেখেছিল কলসপুজোর মধ্য দিয়ে। ২০২২ সাল থেকে ফের জাঁকজমক করে পুজো শুরু হয়। সংস্কার ভেঙে পুরোহিতের দায়িত্ব মহিলাদের হাতে সঁপে দেওয়া 'শুধু আচার নয়, অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের প্রতীক', বলছেন আয়োজকরা।

প্রতি বছর ব্যাগ-এর পুজোয় গড়ে ৫০০-৬০০ মানুষ যোগ দেন। বোধন থেকে সিঁদুরখেলা, সব আচার পালনের পাশাপাশি দু'দিন জুড়ে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আবৃত্তি, নাচ-গান থেকে স্থানীয় ব্যান্ড ও নৃত্যবিদ্যালয়ের পরিবেশনা।

এবারেও সুইডেনের ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগতে দিচ্ছেন না গোথেনবার্গের বাঙালিরা। ঠাকুর গড়া থেকে আরতি, খাওয়া-দাওয়া থেকে গান-বাজনা—সবই করছেন একেবারে নিজেদের হাতে, সাবেকি বাঙালিয়ানায়। কে বলে বাঙালি শুধু মাছ-ভাতেই বাঁচে?

চট্টগ্রামে মার্কিন সেনা
সন্দেহ লুকোচুরিতে

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর : শেখ হাসিনার পতনের পর কার্যত রাতারাতি ভাঙনের মুখে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। ভারতের অস্বস্তি, উদ্বেগ বাড়ানোর চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছে না বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। চিন, পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। এবার আমেরিকার সঙ্গেও কৌশলগত সম্পর্ক বিকাশের পথে এগোতে শুরু করেছে ঢাকা। একাধিক সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশে হাজির হয়েছে একটি সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমান। মার্কিন বায়ুসেনার এই দানবীয় বিমানটি সম্ভবত জাপানে অবস্থিত ইয়োকোটা ঘাঁটি থেকে উড়ে এসেছে। ওই বিমানে চড়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এসেছেন মার্কিন সেনার বিভিন্ন স্তরের অন্তত ১২০ জন কমান্ডো, আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞ।

আমেরিকার বাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে স্থানীয় পাঁচতারা হোটেল র‍্যাডিসনে। হোটেলের ৮৫টি ঘর তাদের জন্য বুক করা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হোটেলের অতিথি তালিকায় কোনও মার্কিনির নাম পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রামে মার্কিন সেনার উপস্থিতি নিয়ে ঢাকা বা ওয়াশিংটনের তরফে সরকারিভাবে কোনও বিবৃতিও জারি করা হয়নি। বাংলাদেশের একটি প্রশাসনিক সূত্র জানিয়েছে, সেদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেবে আমেরিকার সেনারা। ২০ সেপ্টেম্বর বিদেশি বাহিনীর চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একটি দল বাংলাদেশ বায়ুসেনার পতেঙ্গা বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেছে।

বাংলাদেশে গতিবিধি

- চট্টগ্রামে সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস
- হাজির ১২০ মার্কিন সেনা
- হোটেলের ৮৫টি ঘর বুক
- ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে ৩ মহড়া মার্কিন সেনার
- ঢাকার হোটেলে মার্কিন কমান্ডোর রহস্যমৃত্যু

৩১ অগাস্ট ঢাকার ওয়েস্টিন হোটেলে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেস (এয়ারবর্ন)-এর এক কমান্ডোর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। টেরেন্স আরভেল জ্যাকসন নামে ওই কমান্ডোর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ওই ঘটনার পর চট্টগ্রামে আমেরিকার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ সেনার সঙ্গে মার্কিন বাহিনী টাইগার লাইটনিং এবং অপারেশন লাইটনিং নামে অন্তত ২টি যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ, আমেরিকা ও শ্রীলঙ্কার বাহিনী যৌথভাবে প্যাসেফিক অ্যাঞ্জেল ২৫ নামে একটি মহড়া দিয়েছে। আমেরিকা ও বাংলাদেশ সরকারের দাবি, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে নাকি ৭ দিন ধরে চলা এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও অতীতে বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন সেনার মহড়ার নজির নেই বললেই চলে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমেরিকা ও বাংলাদেশ সেনার মহড়াগুলি হচ্ছে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায়। যেটি অবস্থানগতভাবে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের খুব কাছে অবস্থিত। ফলে এইসব মহড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

জন্মদিনে খুদের সঙ্গে খেলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায়।

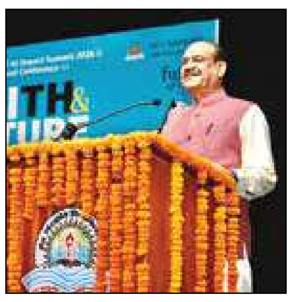

হরিদ্বারে দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

পদ্ম-পোস্টারে মোদি সিংহ, রাহুল অসুর

পাটনা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে প্রচার-যুদ্ধ চরমে উঠছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। হাত শিবিরের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা প্রয়াত হীরাবেনকে অপমান করার অভিযোগে ইতিমধ্যে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে নেমেছে বিজেপি। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকে অসুররূপে দেখিয়ে একটি নতুন পোস্টার জারি করেছে বিহার বিজেপি শাখা। যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

পাটনার বিভিন্ন স্থানে বিজেপি যে পোস্টার লাগিয়েছে, তাতে মা দুর্গার জায়গায় মোদির প্রয়াত মা হীরাবেনের ছবি রয়েছে। তাঁর পায়ের কাছে থাকা সিংহের মুখটি অবিকল প্রধানমন্ত্রীর আদলে তৈরি করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পোস্টার ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এর আগে মোদিকে তাঁর মা ধমক দিচ্ছেন বলে একটি এআই নির্ভর ছবি শেয়ার করেছিল বিহার প্রদেশ কংগ্রেস। সেই ভিডিওটিকে কেন্দ্র করে আইনি জটে পড়েছে কংগ্রেস। আদালত ইতিমধ্যে সেই ছবি সরানোর নির্দেশ দিয়েছে হাত শিবিরকে। তার আগে অভিযোগ উঠেছিল, ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন দ্বারভাঙায় রাহুল, তেজস্বীর মঞ্চ থেকে কুকথা বলা হয়েছিল মোদির মাকে। সেই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার বিজেপির পোস্টার তাতে নতুন করে ইন্ধন জোগাল।

পাটনার পোস্টারটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু।

মোদির মায়ের বিতর্কিত ভিডিও সরাতে নির্দেশ : কৃত্রিম মেধা (এআই) প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা হীরা বেন-এর একটি ভিডিও কংগ্রেসকে সব জায়গা থেকে সরাতে নির্দেশ দিল পাটনা হাইকোর্ট।

ভিডিওটি ১০ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বিহার শাখার অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়। তাতে মোদি এবং তাঁর মা-কে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, মোদি স্বপ্নে মা'কে দেখছেন তাঁর সমালোচনা করতে। এই ভিডিও নিয়ে বিতর্ক হয়। তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে, এই অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। সেই ভিডিও নিয়েই পাটনা হাইকোর্ট কড়া নির্দেশ দিয়েছে।

পাটনা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পিবি বজরন্তি ও বিচারপতি অলোক কুমার সিনহার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র, বিহার সরকার, কংগ্রেস, নির্বাচন কমিশন ও রাহুল গান্ধিকে নোটিশ পাঠিয়েছে। অভিযোগকারী দিল্লি বিজেপির নির্বাচনি শাখার প্রধান সংকেত গুপ্তার দাবি, ভিডিওটি প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা আইন, নৈতিকতা ও নারীর মর্যাদারও পরিপন্থী।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলে মৃত বেড়ে ১৮

দেরাদুন, ১৭ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টিতে জটিল হচ্ছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশের পরিস্থিতি। বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে অধিকাংশ নদী। বাড়ছে ভূমিধস ও হড়পার সংখ্যা। মঙ্গলবার দুই রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বলি হয়েছিলেন ৮ জন। বুধবার তা বেড়ে ১৮ হয়েছে। প্রাণহানি বেশি হয়েছে উত্তরাখণ্ডে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে ১৬টি প্রাণহানির কথা জানা গিয়েছে। অন্তত ২০ জন নিখোঁজ।

সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থা উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনের। সেখানে ১৩ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মৃতদের মধ্যে ৮ জনই উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন দেরাদুনের বিকাশনগরে একটি ট্র্যাক্টরে চেপে তমসা নদী পার হচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় নদীতে আচমকা জলের স্রোত বেড়ে যায়। ভেসে যায় ট্র্যাক্টর। দুর্ঘটনার জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে জলের মধ্যে ৮ শ্রমিকের দেহ ভাসতে দেখা যায়। রাজ্যের শ্রমিকদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিবারবর্গকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। বুধবার ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৩টি সেতু ভেসে গিয়েছে। ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ২১টি রাস্তা। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে দিনকয়েক সময় লাগবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ থেকেও ২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। রাজ্যে ধসের কবলে পড়েছে একাধিক গ্রাম। নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। আগামী ৪৮ ঘণ্টা দু'রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

বৈষ্ণোদেবী যাত্রা শুরু

জম্মু, ১৭ সেপ্টেম্বর : অতি ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের জেরে ২২ দিন বন্ধ থাকার পর বুধবার ফের শুরু হল বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। এদিন সকাল ৬টায় পাহাড়ের চুড়োয় মন্দিরে যাওয়ার দুটি পথ দিয়েই পুণ্যার্থীরা যাত্রা শুরু করেন। বানগঙ্গা দর্শনী দ্বারে জড়ো হওয়া কয়েকশো ভক্তের চোখেমুখে উপচে পড়া আনন্দ ছিল দেখার মতো। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মন্দির কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার রাতে নতুন করে যাত্রার কথা ঘোষণা করেন।

শরিফ-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা

ওয়াশিংটন, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ভাষণ দেওয়ার কথা। অধিবেশনের ফাঁকে শরিফের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে থাকবেন পাক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরও। সম্ভবত ২৫ সেপ্টেম্বর সেই বৈঠক হতে পারে।

ইন্টার সার্ভিসেস জনসংযোগ দপ্তর (আইএসপিআর) কিংবা ওয়াশিংটনের পাক দূতাবাসের পক্ষ থেকে কিন্তু আসন্ন পাক-মার্কিন বৈঠক নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।

অপারেশন সিঁদুরের পর উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। কয়েক মাস আগে পাক সেনাপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প। সাধারণত কোনও দেশ বা সরকারের প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মুনির কোনওটাই নন। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্প দ্বিতীয়বার বৈঠকে বসতে চলেছেন। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের বন্যা, কাতারের ওপর ইজরায়েলের হামলা নিয়ে আলোচনা হতে পারে দুই নেতার। ভারত-পাক কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথও খোঁজা হতে পারে।

২৬/১১-র নেপথ্যে মাসুদ-ই

ইসলামাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : নয়াদিল্লির সংসদ চত্বর ও ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ে হামলার পরিকল্পনা, তার বাস্তবায়ন জইশ প্রধান মাসুদ আজহারেরই। জইশ-ই-মহম্মদের এক প্রথমসারির কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরির দ্বিতীয়বারের ভিডিওবার্তায় এমন তথ্যই রয়েছে। ইলিয়াস বলেছে, আজহারের ঘাঁটি বালাকোটেই। এখান থেকেই সে ভারতে দু'টি হামলার নীলনকশা ছকেছিল।

পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার তথ্য বারবার অস্বীকার করেছে ইসলামাবাদ সরকার। মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরির ভিডিওবার্তা কিন্তু পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিল। পাকিস্তান যতই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করুক, আসল কালপ্রিট মাসুদ আজহার। সে পাকিস্তানেই রয়েছে। ইলিয়াস বলেছে, মাসুদ তিহার জেলে পাঁচ বছর বন্দি থাকার পর পাকিস্তানে ফিরে বালাকোটে ঘাঁটি গাড়ে।

ইলিয়াস কাশ্মীরির একটি ভিডিওবার্তা গতকালও সামনে এসেছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত সেই বার্তায় ৭ মে ভারতীয় সেনার হামলায় নিহতদের 'শহিদ' তকমা দিয়ে তাদের অন্ত্যেষ্টিতে পাক সেনাকর্তাদের উপস্থিত থাকতে মুনির বলেছিলেন বলে উল্লেখ করেছে ইলিয়াস। ওই বক্তব্য প্রমাণ করে পাক সামরিক বাহিনী ও আইএসআই জঙ্গিদের মদত দেয়।

ভারতীয়দের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ

ইউরোপের বিরুদ্ধে অভিযোগ

তিবিলিসি (জর্জিয়া), ১৭ সেপ্টেম্বর : পর্যটকদের সঙ্গে অমানবিকতা, নির্মম আচরণ! ভাবা যায় না, তাই তো? বিষয়টি ভাবনার বাইরে হলেও আর্মেনিয়া থেকে জর্জিয়ায় প্রবেশ করার সময় ৫৬ জন ভারতীয় পর্যটক দলের সঙ্গে জর্জিয়া কর্তৃপক্ষ চরম অমানবিকতা করেছেন, এমনই অভিযোগ উঠেছে। দলটির এক মহিলা পর্যটক ইনস্টাগ্রামে অভিযোগ পোস্ট করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ট্যাগ করে যথাযথ পদক্ষেপের অনুরোধও জানিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রক কোনও বিবৃতি দেয়নি।

ধ্রুবী প্যাটেল নামে ওই মহিলার পোস্ট, তাঁদের কাছে বৈধ ই-ভিসা, অন্যান্য নথি থাকা সত্ত্বেও সাদাখলো সীমান্তে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তাঁদের পাঁচ ঘণ্টা ফুটপাথে গবাদি পশুর মতো বসিয়ে রাখা হয়। তাঁরা যেন অপরাধী, এমন আচরণ করা হয়েছে। সেই সময় এক

কণা খাবারও জোটেনি। এমনকি শৌচালয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। পাসপোর্টও আটকে রাখা হয়। ধ্রুবীর ধারণা, কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভিডিও করেছেন। তাঁদের ডকুমেন্টগুলি যাচাই না করেই ভুয়ো বলা হয়েছে। এটা লজ্জাজনক। অপ্রত্যাশিত।

ধ্রুবীর পোস্টটি শেয়ার করে অনেকেই তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া একই ধরনের ঘটনার তুলনা করেছেন। এক নেটিজেন সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন, ওখানে এ ধরনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

আবেদন খারিজ গগনপ্রীতের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : তাঁর মক্কেলের বিএমডব্লিউয়ের ধাক্কায় অর্থমন্ত্রকের আমলা নভজ্যোত সিংয়ের মৃত্যু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তবে এটাও ঠিক যে প্রতি বছর দেশে এধরনের ৫ হাজারের বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার বিএমডব্লিউ দুর্ঘটনা মামলায় ধৃত গগনপ্রীত কৌরের জামিনের আবেদন জানাতে গিয়ে আদালতে এমনই যুক্তি সাজিয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী সিনিয়ার অ্যাডভোকেট রমেশ গুপ্ত।

তিনি জানান, বিএমডব্লিউয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর ডিটিসির একটি বাসের সঙ্গে নভজ্যোতের বাইকের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ওই বাসচালকের বিরুদ্ধে কোনও

বিএমডব্লিউ দুর্ঘটনা

পদক্ষেপ করেনি দিল্লি পুলিশ। দুর্ঘটনার পর আহত নভজ্যোত ও তাঁর স্ত্রীকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন গগনপ্রীত। ওই পথ দিয়ে যাওয়া একটি অ্যাম্বুল্যান্সকে দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি হননি অ্যাম্বুল্যান্স চালক। অগত্যা অন্য একটি গাড়িতে করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যেসব ধারা গগনপ্রীতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী গুপ্ত। একই সঙ্গে তাঁর সওয়াল, অভিযুক্ত যদি মহিলা হন তাহলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হলেও তাঁর জামিন মঞ্জুর করার নজির রয়েছে। পাটিয়ালা হাউস আদালত অবশ্য সেই যুক্তি গ্রহণ করেনি। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

কেন্দ্র বিরোধিতাই পাখির চোখ

বঙ্গে জোট নিয়ে দ্বিধায় সিপিএম

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় সিপিএম। মঙ্গলবার একে গোপালন ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির বক্তব্যে স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বামেরা এখনও 'জোটের খাতায় নাম লেখাতে' রাজি নয়। 'অপেক্ষা ও নজরদারি' কৌশলেই এগোচ্ছে তারা। বেবি বলেন, 'বাংলায় এখনও জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা জনভিত্তি বাড়াতে চাই। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের বিষয়টি রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে ঠিক করা হবে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলার আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি মেরুকরণের মধ্যে বাম ও কংগ্রেস একসঙ্গে গেলে তা ভোটে বাস্তবসম্মত প্রভাব ফেলতে পারে। তবে ২০২১-এর নির্বাচনি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বামেরা এবার ধীরে চলো নীতিতে এগোচ্ছে।

এমএ বেবি আরও ইঙ্গিত দেন, আগামী দিনে ছাত্র, যুব ও কৃষকরা একজোট হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব মনে করছেন, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে যদি শক্তিশালী জনমত তৈরি করা যায়, তবে বিজেপি ও তৃণমূলকে বেগ দিতে পারবে বামেরা।

অন্যদিকে সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সিপিএম। দলের সাধারণ সম্পাদক বেবি জানান, কংগ্রেস জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠেনি। এর ফলে তৃণমূল কংগ্রেস, আপ, সমাজবাদী পার্টি জেপিসি বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সিপিএম নেতাদের মতে, বিরোধী শিবিরে বিভাজন এড়ানো যেত যদি কংগ্রেস যথাসময়ে বৈঠক ডাকত।

এমএ বেবির কথায়, 'সিপিএম সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই বিলের বিরোধিতা করবে। এটা জেপিসিতে যাক বা না যাক, সেখানেও আমরা বিরোধিতা করব।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আসন্ন বিহার, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে দেশজুড়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর হওয়া আক্রমণ নিয়েও দল সোচ্চার হয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী, বিশেষত মুসলমানদের ওপর হামলা চলছে। সিপিএম এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে দল রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে।

কমিশনের নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে এসআইআর বিতর্কের মধ্যেই ইভিএম ব্যালট পেপারের নকশা ও ছাপার নিয়মে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। বুধবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটারদের জন্য ব্যালট পেপারকে আরও স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তুলতেই এই পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এবার ইভিএম ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে এবং ছবির নির্দিষ্ট জায়গার তিন-চতুর্থাংশ অংশজুড়ে সেই ছবি ছাপা হবে, যাতে ভোটাররা সহজেই চিনতে পারেন প্রার্থীদের।

বিহার বিধানসভা ভোটে কমিশনের এই নতুন ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হতে পারে। কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ছ'মাসে ভোট প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করতে ইতিমধ্যেই ২৮টি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ব্যালট পেপারে এই নতুন নিয়ম সেই উদ্যোগেরই অঙ্গ। এর পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রার্থীদের ক্রমিক সংখ্যা আন্তর্জাতিক রূপে ভারতীয় অঙ্কে মুদ্রিত হবে। সব প্রার্থীর নাম একই ফন্টে এবং বড় হরফে ছাপা হবে যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়। ইভিএম ব্যালট পেপার ৭০ জিএসএম কাগজে ছাপানো হবে এবং বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আরজিবি মান অনুসারে গোলাপি রঙের কাগজ ব্যবহার করতে হবে।

ফৌজি পোশাকে ২০ কোটি লুট

বেঙ্গালুরু, ১৭ সেপ্টেম্বর : ঠিক যেন সিনেমার মতো। নিখুঁত পরিকল্পনায় ফৌজি পোশাক পরে ব্যাংকে হানা দিয়ে গয়না ও নগদ মিলে প্রায় ২০ কোটি টাকা লুটে নিয়ে গেল দুঃসাহসী ডাকাতরা। গোটা ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'মানি হাইস্ট'-এর দৃশ্যগুলিকে! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজাপুর জেলার চাদাচন শহরে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের একটি শাখায়।

পুলিশ জানিয়েছে, জনাতিনেক মুখোশধারী দুষ্কৃতী সেনার পোশাক পরে বন্দুক হাতে ব্যাংকে ঢুকে কর্মীদের বেঁধে শৌচাগারে আটকে রাখে। এরপর ম্যানেজারকে ভয় দেখিয়ে ক্যাশ ভল্ট ও সোনার লকার খোলাতে বাধ্য করে। ডাকাতরা ব্যাগভর্তি সোনা ও টাকা নিয়ে পালায়। তদন্তে জানা গিয়েছে, তারা নকল নম্বর প্লেট লাগানো ভ্যানে মহারাষ্ট্রের দিকে পালাচ্ছিল। কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালাচ্ছে।

'জেলে ভরলেই শিক্ষা হবে'

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শস্যের গোড়া পোড়ানোর জন্য রাজধানী দিল্লিতে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলায় এবার কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কয়েকজনকে ধরে জেলে পুরে দিন। তাহলে সেটা অন্যদের কাছেও সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করবে।' বেঞ্চের প্রস্তাব, 'কৃষকদের জন্য জরিমানার বিধানও ভাবা উচিত।'

সুপ্রিম কোর্ট এও বলেছে, এটা কোনও রুটিন পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সকলকে সমঝে দিতে মাঝেমধ্যে এরকম শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা জরুরি। আদালত

দূষণ নিয়ে মন্তব্য

বলেছে, শস্যের গোড়া পোড়ানো যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে। এ থেকে যে দূষণ হচ্ছে, তা অনেকের পক্ষেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে।

শীর্ষ আদালত এদিন কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম), সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (সিপিসিবি) এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে তিন সপ্তাহের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও পঞ্জাবকে তিন মাসের মধ্যে বোর্ডের শূন্যপদ পূরণ করতে বলা হয়েছে।

শীতের আগে দূষণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আদালতের এই নির্দেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জৈব রসায়নে প্রস্তুতির পরামর্শ

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

জৈব রসায়ন আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করছি যেমন ভাত, ডাল, ডিম - সবটাই কিন্তু জৈব যৌগের দান। এমনকি যে কালি ব্যবহার করে তোমরা খাতায় লেখো সেটাও জৈব যৌগ। শীতে যে সোয়েটার পড়ছ, গরমে যে তুলোর জামা কিংবা বর্ষায় যে ছাতা ব্যবহার করছ তাও কিন্তু আসলে জৈব যৌগ। অর্থাৎ প্রতিদিন আমরা না জানলেও লক্ষবার জৈব যৌগকে ছুঁয়ে দেখছি।

এই জৈব যৌগের মূল উপাদান কার্বন নামের একটি মৌল, যা কখনও লম্বা শৃঙ্খল, কখনও শাখা, কখনও বা রিং বানিয়ে লক্ষ যৌগ তৈরি করতে পারে। তাই জীবজগৎ এত বৈচিত্র্যময়।

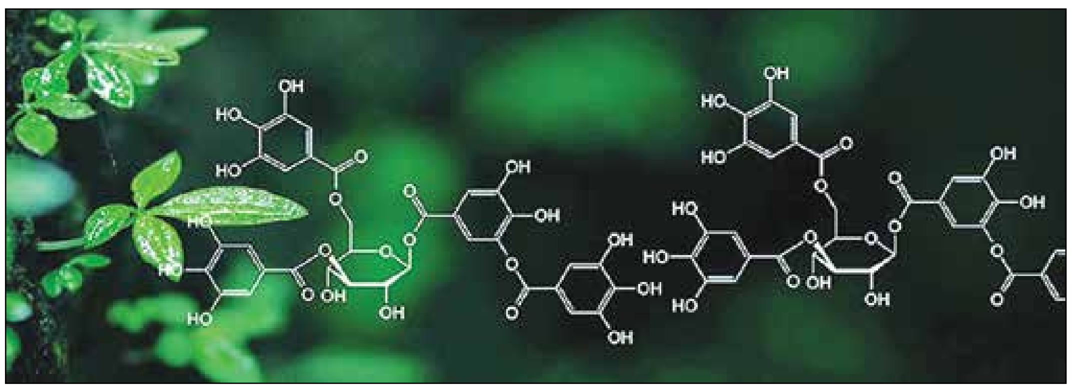

নম্বর বণ্টন :

প্রতি বছর মাধ্যমিকে এই অধ্যায়ের জন্যে বরাদ্দ নম্বর ৪। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) 1টি, অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (VSA) 2টি, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (SA) 1টি, দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (LA) 1টি থাকবে। স্বভাবতই এই অধ্যায়ে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। প্রস্তুতির প্রারম্ভিক শর্ত হল পাঠ্য বিষয় বুঝে এবং খুঁটিয়ে পড়া।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ :

1. জৈব যৌগের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।
2. ইউরিয়ার কৃত্রিম সংশ্লেষণ।
3. জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ, হাইড্রোকার্বন :-
   সম্পৃক্ত (অ্যালকেন) ,অসম্পৃক্ত (অ্যালকিন, অ্যালকাইন),অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (বেনজিন)।
4. সমাবয়বতার ধারণা:- গঠনগত আইসোমার (চেন, পজিশনাল, ফাংশনাল)।
5. নামকরণ (IUPAC system)
6. গুরুত্বপূর্ণ সমগণীয় শ্রেণি:-
   অ্যালকেন সিরিজ (C_nH_{2n+2})
   অ্যালকিন সিরিজ (C_nH_{2n})
   অ্যালকাইন সিরিজ (C_nH_{2n-2})
   সাধারণ উদাহরণ : মিথেন, ইথেন, ইথিন, ইথাইন।
7. গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া:- দহন, জারণ (অ্যালকোহল -> অ্যাসিড),যুত বিক্রিয়া (অ্যালকিন + H_2, X_2), প্রতিস্থাপন (অ্যালকেনের ক্ষেত্রে হ্যালোজিনেশন)।
8. কার্যকরী মূলকের ধারণা :-
   হাইড্রক্সিল (−OH) -> অ্যালকোহল
   অ্যালডিহাইড (−CHO)
   কিটোন (>C=O)
   কার্বক্সিলিক অ্যাসিড (−COOH)
   এস্টার (−COOR)
9. কয়েকটি সংশ্লেষিত পলিমারের ধর্ম ও ব্যবহার :- যেমন পলিথিন , PVC, TEFLON।

প্রশ্নোত্তর পর্ব :

বিষয়বস্তু মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে পড়ে নীচে দেওয়া নমুনা প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়মিত পরিকল্পনামাফিক অনুশীলন করো। বোধমূলক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে সমাধান সূত্র আলোচিত হল।

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) : প্রশ্নমান 1।

1. ইথারের কার্যকরী মূলক হল -
a) -CHO b) -OH c) -O- d) -COOH
উত্তর: c) -O-

2. সরলতম অ্যালকিনে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হল -
a) 2 b) 4 c) 1 d) 3
উত্তর : b) 4
ব্যাখ্যা : সরলতম অ্যালকিনটির নাম ইথিলিন, এতে উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর মোট সংখ্যা 4টি, 2টি দ্বি-বন্ধন যুক্ত কার্বন পরমাণুর প্রতিটির সঙ্গে 2টি করে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে।

3. ভিনিগারে উপস্থিত অ্যাসিড-
a) ফর্মিক অ্যাসিড b) ইথানোয়িক অ্যাসিড c) পাইরুভিক অ্যাসিড d) ল্যাকটিক অ্যাসিড
উত্তর: b) ইথানোয়িক অ্যাসিড
ব্যাখ্যা : এটি দুই কার্বনযুক্ত অ্যাসিটিক অ্যাসিডের IUPAC নাম।

4. কোন পলিমারটি জৈব ভঙ্গুর নয়?-
a) স্টার্চ b) সেলুলোজ c) প্রোটিন d) টেফলন
উত্তর: d) টেফলন
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে একমাত্র টেফলন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সংশ্লেষিত পলিমার। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বেশিরভাগ সংশ্লেষিত পলিমার জৈব অভঙ্গুর প্রকৃতির।

5. CNG -এর প্রধান উপাদান কোনটি?
a) মিথেন b) ইথেন c) প্রোপেন d) বিউটেন।
উত্তর : a) মিথেন

6. নীচের কোন কার্যকরী মূলকটি ইথাইল অ্যালকোহলে উপস্থিত -
a) -CHO b) >C=O
c) -COOH d) -OH
উত্তর : d) -OH

7. দুটি কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ কোনটি?
a) মিথাইল b) ইথাইল c) প্রোপাইল
d) আইসোপ্রোপাইল
উত্তর : b) ইথাইল
ব্যাখ্যা : অ্যালকেন থেকে 1টি H পরমাণু অপসারিত হয়ে অ্যালকিল গ্রুপ তৈরি হয়, 2 কার্বন যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপের নামের শুরুতে গ্রিক শব্দ ইথ এবং শেষে আইল কথাটি যুক্ত হয়।

8. কোনটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন?
a) ইথেন b) ইথিলিন
c) প্রোপিন d) অ্যাসিটিলিন
উত্তর: a) ইথেন
ব্যাখ্যা : সমযোজী এক বন্ধন যুক্ত হাইড্রোকার্বনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে, যার সাধারণ সংকেত-(C_nH_{2n+2}), ইথেনের সংকেত C_2H_6 , এখানে n=2

9. একটি সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি সমগণের মধ্যে আণবিক ভরের পার্থক্য-
a) 6 b) 12 c) 14 d) 28
উত্তর: c) 14
ব্যাখ্যা : একটি সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি সমগণের মধ্যে একটি $-CH_2$ (মিথিলিন) গ্রুপের পার্থক্য। সুতরাং আণবিক ভরের পার্থক্য- (12 + 2x1)=14

10. ফর্মিক অ্যাসিডের IUPAC নাম -
a) মিথানোয়িক অ্যাসিড b) ইথানোয়িক অ্যাসিড c) প্রোপানোয়িক অ্যাসিড d) বিউটানোয়িক অ্যাসিড
উত্তর : a) মিথানোয়িক অ্যাসিড
ব্যাখ্যা : ফর্মিক অ্যাসিড এক কার্বনযুক্ত জৈব অ্যাসিড হওয়ায় IUPAC নামের শুরুতে এক কার্বনযুক্ত অ্যালকেন-মিথেনের (methane) নাম থেকে 'e ' বাদ দিয়ে এবং শেষে ওয়িক অ্যাসিড শব্দটি যোগ করতে হবে (মিথান+ওয়িক অ্যাসিড)।

11. অ্যামিনো অ্যাসিডে উপস্থিত কার্যকরী মূলক-
a) - NH_2 b) -COOH c) $-NH_2$, -COOH
d) -OH, $-NH_2$
উত্তর : c) $-NH_2$, -COOH

12. তিনটি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা -
a) 7 b) 4 c) 6 d) 10
উত্তর : a) 7
ব্যাখ্যা : অ্যালকিল গ্রুপ পাওয়া যায় কোনও অ্যালকেন (C_nH_{2n+2}) থেকে একটি হাইড্রোজেন (H) বাদ দিলে। তাহলে অ্যালকিল গ্রুপের সাধারণ সংকেত : (C_nH_{2n+1})। প্রশ্নে বলা হয়েছে 3টি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ, অর্থাৎ n = 3, তাহলে হাইড্রোজেন (H) সংখ্যা = 2n + 1 = (2x3) + 1 =7

13. মিথেন অণুর বন্ধন কোণের মান কত?
a) $108^0 28'$ b) $107^0 27'$ c) $109^0 27'$ d) $109^0 28'$
উত্তর : d) $109^0 28'$

14. ত্রিবন্ধন যুক্ত জৈব যৌগ -
a) ইথিলিন b) অ্যাসিটিলিন c) নাইট্রোজেন d) মিথেন
উত্তর : b) অ্যাসিটিলিন
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে অ্যাসিটিলিন এবং নাইট্রোজেন সমযোজী ত্রিবন্ধন যুক্ত অণু। কিন্তু নাইট্রোজেন অজৈব যৌগ হওয়ায় সঠিক উত্তর অ্যাসিটিলিন।

15. ইথাইল অ্যালকোহলের আইসোমার হল -
a) ইথেন b) ইথিন c) ডাই মিথাইল ইথার
d) অ্যাসিট্যালডিহাইড
উত্তর : c) ডাই মিথাইল ইথার
ব্যাখ্যা : এটি কার্যকরী মূলক ঘটিত সমাবয়ব (আইসোমার)। উভয়ের সাধারণ সংকেত (C_2H_6O)।

16. PVC-এর মনোমার হল-
a) মিথাইল ক্লোরাইড b) ইথিলিন c) ভিনাইল ক্লোরাইড d) টেট্রা ফ্লুরো ইথিলিন
উত্তর : c) ভিনাইল ক্লোরাইড
ব্যাখ্যা : PVC-এর পুরো নাম- পলি ভিনাইল ক্লোরাইড,'পলি' শব্দের অর্থ অনেক। অনেকগুলি ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমারের পলিমারাইজেশনে PVC সংশ্লেষিত হয়।

17. কোন যৌগটি লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করে?
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিন d) প্রোপেন
উত্তর : c) ইথিন।
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে একমাত্র ইথিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। বিক্রিয়াটি ইথিলিন বা ইথিনের সঙ্গে ব্রোমিনের যুত বিক্রিয়ার উদাহরণ।

18. কাঁচা ফল পাকাতে নীচের কোন গ্যাসটি ব্যবহার করা হয় -
a) ইথেন b) মিথেন c) ইথিলিন d) প্রোপিলিন
উত্তর : c) ইথিলিন

19. প্রথম আবিষ্কৃত জৈব যৌগটি হল -
a) মিথেন b) অ্যাসিটিলিন c) ইউরিয়া
d) অ্যাসিটিক অ্যাসিড
উত্তর : c) ইউরিয়া

20. ফরম্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলকটি হল -
a) -OH b) -CHO c) -O- d) -COOH
উত্তর : b) -CHO

বুঝে পড়বে, মনে রাখবে

- সমগণীয় শ্রেণির সংকেত গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে।
- কার্যকরী মূলক গুলিয়ে ফেললে চলবে না। (যেমন – OH ও –COOH)
- নামকরণে শৃঙ্খল বা নম্বর বেছে নিতে হবে সঠিকভাবে।
- সমাবয়ব লেখায় গরমিল যেন না হয়।
- অনুঘটক বা শর্ত (যেমন : তাপ, আলো, তাপমাত্রা) অবশ্যই লিখবে।
- কার্বনের 4 বন্ধন মনে রাখতে হবে।
- গঠন আঁকায় হাইড্রোজেন সংখ্যা কম-বেশি যেন না হয়।
- Prefix (mono, di, tri, poly) মনে রাখতে হবে গুরুত্ব দিয়ে।

সবশেষে বলব, জৈব রসায়ন কঠিন মনে হলেও এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবন ঘনিষ্ঠ অধ্যায়। সঠিকভাবে মূল সূত্র, কার্যকরী মূলক, নামকরণ ও বিক্রিয়ার ধরন আয়ত্ত করতে পারলে মাধ্যমিকে এই অধ্যায়ে ভালো নম্বর পাওয়া সহজ হবে।

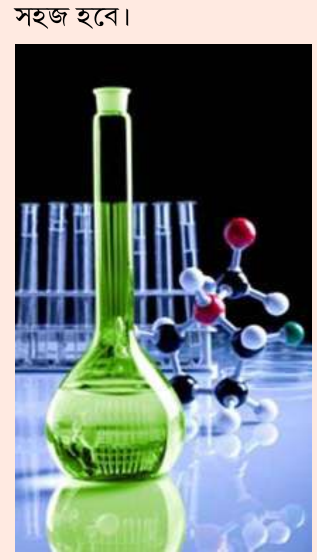

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

আশুতোষ সরকার, *শিক্ষক*
কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

ভারতের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক মৌসুমি বায়ু, তাই ভারতকে 'মৌসুমি বায়ুর দেশ' বলা হয়। মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের ওপর ভিত্তি করে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) ভারতের জলবায়ুকে চারটি ঋতুতে ভাগ করেছে। মৌসুমি শব্দটির দ্বারা এক বিশেষ ঋতুকালীন নিয়মিত ও ধারাবাহিক বায়ুপ্রবাহকে নির্দেশ করা হয়। শীত ও গ্রীষ্মে ঋতুভেদে বিপরীত দিক পরিবর্তনকারী প্রবাহিত বায়ুকে মৌসুমি বায়ু বলে।

মাধ্যমিক ভূগোল

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে মোট বৃষ্টির ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে। কারণ, গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে ভারতে প্রবেশ করে। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় বৃষ্টিপাত ঘটে না। তবে প্রত্যাগমনকারী এই মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল দিয়ে আসার সময় কিছুটা জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে বলে ভারতের পূর্ব উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে বৃষ্টিপাত হয়। এর প্রভাবেই তামিলনাড়ুর করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমনে ভারতে বর্ষাকাল শুরু হয়।

সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মৌসুমি বায়ু ভারতে প্রবেশ করে এবং ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সারা দেশ আর্দ্র মৌসুমি বায়ুর দখলে চলে আসে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতে মূলত দুটি শাখায় প্রবেশ করে বৃষ্টিপাত ঘটায়। (ক) আরবসাগরীয় শাখা, (খ) বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার প্রথম উপশাখাটি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে মেঘালয় মালভূমির গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বঙ্গোপসাগরের দ্বিতীয় উপশাখাটি উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাব

ভারতের জনজীবনে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। মৌসুমি বায়ু না বইলে ভারতের ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতি অন্যভাবে বইত।

১) কৃষিকাজের ওপর প্রভাব : ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ। এ দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। ভারতের অধিকাংশ কৃষিকাজ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। একদিকে যেমন খরিফ ফসলের চাষ হয় মৌসুমি বায়ুর বৃষ্টি দিয়ে, অন্যদিকে মৌসুমি বৃষ্টির জমে থাকা জলের সাহায্যে সেচকার্যের মাধ্যমে রবি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। অধিক বৃষ্টির কারণে পূর্ব ভারতে ধান চাষ এবং স্বল্পবৃষ্টির কারণে পশ্চিম ভারতে গম চাষ দেখা যায়।

২) মৃত্তিকার ওপর প্রভাব : ভারতের অত্যধিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মাটির ক্ষারকীয় উপাদানগুলি মাটির নীচে চলে আসে। এর ফলে মাটির উপরের স্তরে লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পড়ে থাকে। মেঘালয়, ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এইভাবে ল্যাটেরাইট মাটি সৃষ্টি হয়েছে। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাতের কারণে খনিজ পদার্থগুলি মাটির ওপরের স্তরে সঞ্চিত হয়ে মরু মাটি বা সিরোজেম মাটির সৃষ্টি করেছে। বিপুল বৃষ্টিপাতের ফলে জলধারাগুলি হিমালয়কে ক্ষয় করে পাদদেশীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পলি, কাদা জমা করে পলিমাটি সৃষ্টি করে। পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভিদ সমৃদ্ধ স্থানে মৌসুমি বৃষ্টির ফলে হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হিউমাস সমৃদ্ধ পডজল মাটি।

৩) উদ্ভিদের ওপর প্রভাব : পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল ও পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে অত্যধিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে চিরসবুজ অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন বলে পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়।

৪) খরা ও বন্যা : মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনার কারণে ভারতে প্রায়ই খরা ও বন্যা দেখা যায়। স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টি, শরৎকালে প্রবল বর্ষণ, কোনও অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুর দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্রমাগত বর্ষণ প্রভৃতির কারণে এই বায়ুর প্রভাবে বন্যা হয়। অন্যদিকে, এই বায়ু দেরিতে এলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকার দরুন স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হলে এবং বর্ষাকাল একটানা বৃষ্টিহীন থাকলে খরা দেখা যায়।

৫) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন : ভারতের পাহাড়, পর্বত, মালভূমি অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে নদীগুলিতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক হয়ে পড়ে।

এছাড়া বেশি বৃষ্টিপাতের বছরগুলিতে কৃষকদের মাছ চাষে সুবিধা হয় ও মৌসুমি বায়ু দেরিতে প্রত্যাবর্তন করলে রবিচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতের জলবায়ুর ওপর মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশ

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বাংলার শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এখান থেকেই বাংলায় কারিগরি শিক্ষার পটভূমি তৈরি হয়। এ বিষয়ে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয়ের উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল বাংলার সর্বপ্রথম নামকরা কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এরই নতুন নাম হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

কারিগরি শিক্ষা প্রসার :-

কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ সংবাদপত্রগুলি কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য দাবি জানানো শুরু করে। এর পরিণতি হিসেবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে ওঠে একই উদ্দেশ্যে।

বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট :-

আইনজীবী তারকনাথ পালিত কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য নিজ অর্থ ব্যয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন প্রথমে সোসাইটি

ফর প্রোমোশন অফ টেকনিকাল এডুকেশন। এই সোসাইটির উদ্যোগে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে তৈরি হয় বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট। প্রমথনাথ বসু এর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথমদিকে দুই ধরনের পাঠক্রম চালু করেছিল এই সংস্থা। যথা তিন বছরের অন্তর্বর্তী পাঠক্রম এবং চার বছরের মাধ্যমিক পাঠক্রম । তিন বছরের অন্তর্বর্তী পাঠক্রমে ছিল যন্ত্রবিজ্ঞান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র, ভূবিদ্যা, ফলিত রসায়ন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অধীনে আসে। বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এর নতুন নাম হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ শাসক এবং শিল্পপতিরা ভারতীয়দের কারিগরি ক্ষেত্রে অদক্ষ বলে মনে করতেন। এজন্য তাঁরা কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এতে বাংলায় কারিগরি শিক্ষার যথার্থ প্রসারও হয়নি। তবে স্বাধীনতার পরে ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে নানা পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল ভারতের বিভিন্ন শহর সহ পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি প্রতিষ্ঠা করা। এটি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি পরবর্তীকালে নানা ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়।

সমহার বৃদ্ধি ও হ্রাসের খুঁটিনাটি

বিজন সাহা, **শিক্ষক**
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন অনেক কিছু পেয়ে থাকি যার একটি প্রারম্ভিক মান থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার মান নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় যেমন জনসংখ্যা, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদির মান বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্রপাতি, আয়ু ইত্যাদির মানের নির্দিষ্ট সময় অন্তর হ্রাস পায়। কোনও কিছুর মান সমহারে বা নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে তাকে সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাস বলে, সেক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয়ের নিয়ম আমরা প্রয়োগ করতে পারি। সমহারে বৃদ্ধির সূত্র এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্র একই রকম।

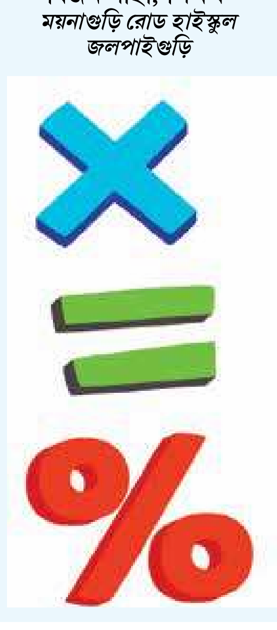

মাধ্যমিক গণিত

কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা P এবং সমাহার বৃদ্ধি r% হলে n বছর পর জনসংখ্যা

$$A = P(1 + \frac{r}{100})^n$$

এখন সমাহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে $r_1\%$, $r_2\%$, $r_3\%$ হয় তাহলে,

$$A = P(1+\frac{r_1}{100})(1+\frac{r_2}{100})(1+\frac{r_3}{100})$$

আবার কোনও দ্রব্যের মূল্য P টাকা এবং হ্রাস বা অবচয়ের হার বার্ষিক r% হলে n বছর পর বস্তুটির মূল্য হবে $A= P(1 - \frac{r}{100})^n$

সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাসের সমস্যাগুলি সমাধান করার সময় মনে রাখতে হবে, এখানে পুরো সমস্যাটাই একটি গল্পের মতো যেখানে গল্পের একটি শুরু ও শেষ থাকবে। তোমাদের সেই শুরুটিকে চিহ্নিত করে তাকে P হিসেবে ও শেষটিকে চিহ্নিত করে তাকে A হিসেবে ধরতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ কোনও শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 80000 (এখান থেকে গল্পের শুরু অর্থাৎ P = 80000) এবং ওই জনসংখ্যা প্রতিবছর 5% হারে বৃদ্ধি পেলে 3 বছর পরে ওই জনসংখ্যা হবে 92610 (এখানে গল্পের শেষ অর্থাৎ A= 92610)

সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে $A= P(1 + \frac{r}{100})^n$

অর্থাৎ $926100 = 80000 \times (1 + \frac{5}{100})^3$

অন্য আরেকটি উদাহরণ নিয়ে দেখি,

যদি কোনও মেশিনের বর্তমান মূল্য 72900 টাকা, মেশিনটির মূল্য প্রতি বছর 10% হারে হ্রাস পায় 3 বছর আগে মেশিনটির মূল্য ছিল 100000 টাকা।

এখানে কিন্তু গল্পটির শুরু হয়েছিল তিন বছর আগে অর্থাৎ P=100000 টাকা এবং গল্পটি শেষ হয়েছে বর্তমানে অর্থাৎ A = 72900 টাকা।

সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে $A= P(1 - \frac{r}{100})^n$

অর্থাৎ $72900 = 100000(1 - \frac{10}{100})^3$

গল্পটিকে যদি আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাই এবং আরও দু'বছর পর মেশিনটির মূল্য কত হবে তা হিসেব করার চেষ্টা করি তবে, সেক্ষেত্রে গল্পটি শুরু হবে বর্তমান সময় থেকে অর্থাৎ P = 72900 এবং শেষ হবে 2 বছর পর অর্থাৎ 2 বছর পর যা মূল্য হবে তা হবে A। সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে,

$$A= P(1 - \frac{r}{100})^n = 72900(1 - \frac{10}{100})^2 = 72900(1 - \frac{1}{10})^2$$
$$= 72900 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = 59049$$

এভাবে আমরা যে কোনও গল্পের শুরু এবং শেষকে চিহ্নিত করে খুব সহজেই সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাসের অঙ্কগুলি করতে পারি।

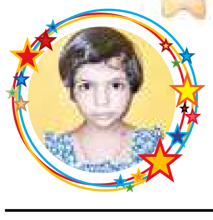

ছোট্ট তারা

মাথাভাঙ্গা মডার্ন পাবলিক অ্যাকাডেমির এলকেজির ছাত্রী বৈভবী পান্ডে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা ও নাচে পারদর্শী এই খুদে।

এল এল পুজো এল রে...

রাস্তাজুড়ে নির্মাণসামগ্রীতে ভোগান্তি

তুফানগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : আর কয়েকদিন পরে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই পুজোকে কেন্দ্র করে সব জায়গায় সাজোসাজো রব। কিন্তু শহরের রাস্তাগুলির অবস্থা খুব খারাপ। কিছু কিছু রাস্তা খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। সেই খানাখন্দে প্রায়দিনই টোটো উলটে যাচ্ছে। বাইক আরোহীরাও দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। এই সকল সমস্যা তো ছিলই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাস্তা দখল করে নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখার সমস্যা। ছবিটি তুফানগঞ্জ পুরসভার মদনমোহনবাড়ি রোডের। ওই রাস্তার একাংশজুড়ে পড়ে পাথর ও বালি।

তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, 'যাঁর বাড়ির নির্মাণসামগ্রী রাস্তায় পড়ে থাকবে পুরসভার পক্ষ থেকে তাঁকে দ্রুত সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।'

বুধবার নেতাজিপল্লির বাসিন্দা সুরেন্দ্র দাস ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাইক নিয়ে পড়ে যান। তিনি জানান, কয়েকদিন আগেও এই রাস্তাজুড়ে পাথর ও বালি ছড়িয়ে ছিল। আবার একই অবস্থা হয়েছে। এভাবে রাস্তা দখল করে নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা ঠিক নয়। পুরসভার উচিত এদিকে নজর রাখা।

শহরের অন্যান্য এলাকাতেও কমবেশি এই ছবি দেখা যাচ্ছে। দিনের বেলা সমস্যা কিছুটা কম হলেও রাতের বেলা দুর্ঘটনার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়। পুজোর আগে রাস্তাগুলি নির্মাণসামগ্রী মুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন শহরবাসী। সুস্মিতা সাহা নামে এক ছাত্রীর কথায়, 'রাস্তায় পড়ে থাকা পাথর ও বালির ওপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় একবার পড়ে গিয়েছিলাম। প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

শরৎচন্দ্র স্মরণ

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালন করল কোচবিহার ক্ষুদিরাম স্মৃতি রক্ষা সমিতি। বুধবার শহরের শহিদ ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে কথাসাহিত্যিকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

যাত্রীসেবা দিবস

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : যাত্রীসেবা দিবস পালন করল কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এই উপলক্ষ্যে বুধবার বিমানবন্দরে যাত্রীদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগত জানায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

পুজোর আয়োজনে পাড়ার দুর্গারা

বলো দুগ্গা মাইকি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে।' সেই প্রবাদবাক্য থেকেই বলা যায়, যাঁরা সংসার কিংবা স্কুল সামলান, তাঁরা দলবেঁধে পাড়ার পুজোর দায়িত্বও কাঁধে তুলে নেন। পাড়ার মহিলাদের নিয়ে 'দুর্গাবাহিনী' তৈরি করে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে কোচবিহারের টাকাগাছ ক্লাব। মহিলাদের সেই বাহিনী প্রতিদিন সংসার সামলানোর পর ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা করে সময় দিচ্ছেন পাড়ার পুজোয়।

চাঁদা তোলা, প্রস্তুতির তদারকি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া সবেতেই অংশগ্রহণ করছেন তাঁরা। এলাকার পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পুজোর আয়োজনে মেতেছেন পাড়ার দুর্গারা। একদিকে যেমন পাড়ার দুর্গারা পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত ঠিক তেমনই এবছর এই ক্লাবের থিমও 'নারীকথা।'

কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছ ক্লাবের এবারের ৭৬তম বর্ষ। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ১৫ লক্ষ টাকা বাজেটে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের কথা তুলে ধরা হবে পুজোর প্যান্ডেলে। প্রায় দেড় মাস আগে থেকেই পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। চন্দননগরের আলোয় সাজবে মণ্ডপ চত্বর। পুজোকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সামাজিক কাজকর্মও করা হবে।

ক্লাবের সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ রায় বললেন, 'পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে পুজোমণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। সেখান থেকে মহিলাদের কথা তুলে ধরে সচেতনতার বার্তা দেব। আশা করছি বহু মানুষ আমাদের পুজো দেখতে আসবেন।'

ঢাকের তালে, শঙ্খের আওয়াজে উৎসবমুখর হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছেন দুর্গাবাহিনীর সদস্যারাও। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মৌমিতা দাসের বক্তব্য, 'পাড়ার মহিলারা পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছি। সংসার সামলে প্রত্যেকেই পুজো প্রস্তুতির কাজকর্ম দেখছি।' পেশায় শিক্ষিকা ডলি সাহার কথায়, 'কোচবিহারবাসীকে ভালো পুজো উপহার দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অনেকদিন আগে থেকেই আমরা মহিলারা দুর্গাবাহিনী তৈরি করে প্রস্তুতির কাজে এগোচ্ছি।'

> পাড়ার মহিলারা পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছি। সংসার সামলে প্রত্যেকেই পুজো প্রস্তুতির কাজকর্ম দেখছি।
>
> **মৌমিতা দাস**
> *পুজো উদ্যোক্তা*

পশ্চিম মেদিনীপুরের মণ্ডপশিল্পী সুভাষ লস্কর ও অঙ্কিত মাইতির নেতৃত্বে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। তাঁরা জানিয়েছেন, বাঁশ, কাপড়, কাঠ, প্লাইবোর্ড সহ পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করা হচ্ছে। দর্শনার্থীরা এই পুজোর প্যান্ডেলের প্রশংসা করবেন বলে তাঁরা আশাবাদী।

কোচবিহার গুঞ্জবাড়ি পালপাড়ায় দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী। ছবি : জয়দেব দাস

ইউথ ক্লাবের ভাবনায় বাঁশের আঙিনায় মা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকদিনের অপেক্ষা। সব জায়গায় সাজোসাজো রব। ক্লাবগুলিতে চলছে শেষ মুহূর্তের পুজো প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতিতে পিছিয়ে নেই ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাব। এবার তাঁদের পুজো ৭০ বছরে পা দিতে চলেছে। তাঁদের ক্লাবে দু'রকম পুজো হয়। একটি সাবেকি এবং একটি থিমপুজো। এবার তাঁদের পুজোর থিম 'বাঁশের আঙিনায় মা'।

প্রতি বছরের মতো স্থায়ী মণ্ডপে মাস তিনেক ধরে তৈরি হচ্ছে মা দুর্গার প্রায় ১৫ ফুট উঁচু প্রতিমা। কাঠামো গড়া থেকে শুরু করে খড়ের ওপর মাটির প্রলেপ, রং সবকিছু দেখতে পাড়ার কচিকাঁচার দল নিয়মিত ভিড় করছে। প্রতিবারের মতো এবারেও মূর্তি গড়ছেন স্থানীয় মৃৎশিল্পী জয় পাল। স্থায়ী মণ্ডপের উলটো দিকে তৈরি হচ্ছে থিমের মণ্ডপ। প্রায় কয়েক লক্ষ বাঁশের কঞ্চি, কাঠ, প্লাই, কাপড় ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপটি। থিমের সঙ্গে মিলিয়ে বনদেবীর আদলে তৈরি হচ্ছে মায়ের মূর্তি। প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী পঙ্কজ পাল।

মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন ঘোষপাড়ার শিল্পী ফাল্গুনী রায়। তিনি জানান, বাঁশের যে অংশগুলি খুব একটা ব্যবহার করা হয় না সেগুলি দিয়ে মণ্ডপ গড়া হচ্ছে। কোনও কিছু যে ফেলে দেওয়ার মতো নয়, সেই ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। ফাল্গুনীর সঙ্গে আরও প্রায় ৪০ জন শিল্পী দিনরাত কাজ করছেন। তাঁরা সকলেই কোচবিহারের বাসিন্দা। পুজোর আগে তাঁদের সকলের মুখে হাসি ফোটানো লক্ষ বলে জানান ফাল্গুনী।

> **এবারের চমক**
>
> ইউথ ক্লাবে সাবেকি এবং থিম দু'রকমের পুজো হয়
>
> থিমপুজোর মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহৃত হচ্ছে কয়েক লক্ষ বাঁশের কঞ্চি
>
> প্রতিমা তৈরি হচ্ছে বনদেবীর আদলে

ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাবের পুজো কমিটির সেক্রেটারি সুভাষচন্দ্র সাহা জানান, এবছর পুজোর প্রস্তুতির শুরুর দিকে তাঁরা ধাক্কা খেয়েছিলেন। নবদ্বীপের এক ডেকোরেটার তাঁদের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করে এক লাখ আশি হাজার টাকা অগ্রিম নিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ করেননি। অগ্রীম টাকার আশি হাজার টাকা ফেরত দিলেও বাকি এক লাখ টাকা ফেরত দেননি। অনেকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। কিন্তু ক্লাবের পুজোয় কোনও খামতি থাকবে না বলে জানান তিনি। এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

ক্লাবের সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'পঞ্চমীতে পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠরা পুজোর উদ্বোধন করবেন। মহালয়ার দিন প্রভাতফেরি হবে। পুজোর মধ্যে একদিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করা হবে।' তিনি জানান, আগে বিসর্জনের দিন ক্লাবের ছেলেরা মিলে এই বিশালাকার প্রতিমা ঘাড়ে করে ঘাটে নিয়ে যেতেন। সঙ্গে পাড়ার সকল মহিলারাও যেতেন। কিন্তু বছর পাঁচেক ধরে ট্রলি করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নতুনত্বের স্বাদ পেতে এবছরও দর্শনার্থীদের ভিড় তাঁদের পুজোমণ্ডপে উপচে পড়বে এমনটাই আশা করছেন পুজোর উদ্যোক্তারা।

শাঁখা-পলা, টোপরে সাজছে পুজোমণ্ডপ

আইলো উমা বাড়িতে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : ঢাকে কাঠি পড়তে বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। বিভিন্ন ক্লাবের মাঠে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। শহরের বারোয়ারি পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া কালচারাল ক্লাবের দুর্গাপুজো। এবছর এই ক্লাবের পুজো ৯৪ বছরে পা ফেলতে চলেছে। তাদের এবছরের থিম 'সাত পাকে বাঁধা'। পুজোর থিম সম্পর্কে উদ্যোক্তারা জানান, এবার তাঁদের মণ্ডপে শিব এবং পার্বতীর বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠবে।

পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে আপাতত শিল্পীরা কাল্পনিক মণ্ডপ তৈরিতে ব্যস্ত। ক্লাবঘরে প্লাইবোর্ডের ওপর শিব এবং পার্বতীর বিভিন্ন রূপ ফুটিয়ে তুলছেন তাঁরা। কাঠ, বাঁশ, প্লাই, কাপড় ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। এছাড়া মণ্ডপসজ্জায় টোপর, শাঁখা, পলা, গাছ কৌটো সহ অন্যান্য বিয়ের সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে বলে জানান পুজো কমিটির সম্পাদক ভাস্কর পাল। তাঁর কথায়, 'জাঁকজমকের পাশাপাশি নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের ক্লাবে পুজো হয়। মণ্ডপের পাশাপাশি আমাদের মাতৃ মূর্তিতে থাকবে বিশেষ চমক।'

উদ্যোক্তারা জানান, প্রতিবারের মতো এবারও গোটা এলাকাজুড়ে থাকবে অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা। এবছর এই ক্লাবের পুজোর বাজেট প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। পুজোর দিনগুলিতে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। এছাড়া একাধিক সামাজিক কর্মসূচি করা হয়। পুজোর আয়োজকরা জানান, পুজোর দিনগুলির মধ্যে একদিন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করা হবে।

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুনীল লাখোটিয়া বলেন, 'প্রতিবার আমাদের পুজো দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। এবছরও আমাদের পুজো দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

পোস্ট অফিসপাড়া কালচারাল ক্লাবের দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। - জয়দেব দাস

পুজোয় বিপুল সম্ভার আদি বেনারসি বস্ত্রালয়ে

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর সাজে চমক দিতে অত্যাধুনিক পোশাকের সম্ভার নিয়ে প্রস্তুত আদি বেনারসি বস্ত্রালয় (প্রাঃ লিঃ)। শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার এই বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য কাঞ্জিভরম, ঢাকাই জামদানি, আসাম সিল্ক, পিওর সিল্ক, বংকাই সিল্ক, বালুচরি, স্বর্ণচরি সহ বিভিন্ন ধরনের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে পুজোর প্রাক্কালে। এছাড়াও রয়েছে চুড়িদার, কোট সেট সহ অন্যান্য পোশাকও। ছেলেদের জন্য শার্ট-প্যান্ট, পাঞ্জাবি যেমন রয়েছে, তেমনই ছোটদের জন্যও পোশাকের বিপুল সম্ভার রয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির ব্র্যান্ডেড পোশাকও।

প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ভোলানাথ আগরওয়াল বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে আমরা প্রস্তুত। আমাদের প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মূল্যের কেনাকাটার ওপরে থাকছে নিশ্চিত উপহারও। আমাদের এখানে পাইকারি এবং খুচরো দু'ধরনের পোশাকই পাওয়া যায়।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	৬
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	৩
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	১

■ **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	২
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	৫০
ও নেগেটিভ	১

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত তরুণ

দিনহাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : দিনহাটার বোর্ডিংপাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা থেকে মঙ্গলবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ রসিদুল মিয়াঁ নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন ধৃত রসিদুলকে আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। কীভাবে এই আগ্নেয়াস্ত্র আসছে, কী কারণে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি আনা হয়েছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। গত এক মাসে দিনহাটার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যখন জোর প্রস্তুতি চলছে, তখন দিনহাটার বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হল। পুলিশের কাছে অভিযোগ ছিল, রসিদুল ও তাঁর সঙ্গী গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। পথচলতি বাইক ও গাড়ি থামিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মোটা টাকা আদায় করে। এই ধরনের কাজ রসিদুল দীর্ঘদিন ধরেই করছিল।

পুজোর মুখে এইরকম কিছু করার পরিকল্পনা ছিল বলে পুলিশের ধারণা। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। রসিদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর অপর সঙ্গীকেও হন্যে হয়ে খুঁজছেন তদন্তকারীরা। এর আগেও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছিল দিনহাটা পুলিশ। দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযান চালাতেই সাফল্য মেলে।

রেডিওই প্রদীপের প্রাণভোমরা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনার জন্য আজও অধীর আগ্রহে বছরভর অপেক্ষায় থাকে বাঙালি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তনে রেডিওতে 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর...' শোনা ভুলতে বসেছে অনেকেই। কিন্তু হাতে হাতে দামি মোবাইল ঘোরার যুগেও কেউ কেউ সেই নস্টালজিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এমনই একজন হলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৭৯ বছরের প্রদীপ সিংহ সরকার।

প্রদীপ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ময়নাগুড়ির একটি স্কুল থেকে ২০০৬ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। আধুনিকতার যুগেও একই মানুষটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রেডিও। দিনের বেশিরভাগ সময়টা রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে কাটিয়ে দেন এই বৃদ্ধ। শুধু মহালয়ার দিন নয়। বছরভর তাঁর সঙ্গী দুটি রেডিও। একটি থাকে খাবার ঘরের চৌকিতে। অন্যটি রাখা থাকে শোয়ার ঘরে। সকালে প্রভাতী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিন শুরু হয় প্রদীপের। সংবাদ, পল্লিগীতি শোনা প্রতিদিনের অভ্যাস। প্রদীপ জানালেন, আজও রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে বেশ ভালো লাগে।

কবে থেকে রেডিও শোনেন? প্রদীপের উত্তর, 'সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় রেডিও-প্রেমের সূত্রপাত। সে সময় বর্তমান মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে থাকতেন। শহরে তখন এতটা আধুনিক ছিল না। টিভি বা বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল না বললেই চলে।'

নিজের বাড়িতে রেডিও নিয়ে প্রদীপ সিংহ সরকার।

তিনি জানালেন, দুটি রেডিওতেই আকাশবাণী শিলিগুড়ি টিউনিং করা থাকে সবসময়। আকাশবাণী কলকাতা পরিষ্কার শোনা যায় না বলে আক্ষেপও করেন তিনি। রেডিও শোনার মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতি রয়েছে বলেও জানালেন তিনি।

তবে বর্তমান সময়ে রেডিও খারাপ হলে তা ঠিক করার জন্য সেভাবে মেকানিক পাওয়া না যাওয়ায় আক্ষেপ করেন তিনি। প্রদীপ বলেন, 'রেডিও খারাপ হলে তা ঠিক করার জন্য বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়। এই কারণে প্রথমদিকে বাড়ির লোকজন অনেক কিছু বলত। তবে এখন এনিয়ে তাদের আর মাথাব্যথা নেই।' প্রদীপ জানালেন, বাকি জীবনটুকুও রেডিওকে নিয়েই কাটিয়ে দিতে চান।

অরুণ আলোর অঞ্জলি

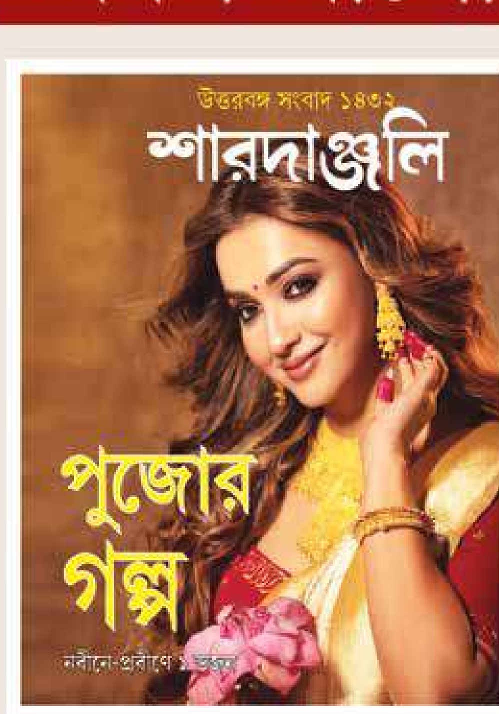

মহালয়া ১৪৩২

শরৎ। আসে। হাসে। কাশে। আকাশে। আশ্বাসে। আলোর ফুলকি লাগে। তনু-মনে। জীবনে। জীবনছুঁয়ে উঠে আসে গল্পেরা। নবীনে-প্রবীণে, নিবেদনে ১ ডজন গল্প।

পুজোর গল্প

বিপুল দাস — কাটামুণ্ডের রহস্য
সেবন্তী ঘোষ — হেমনলিনীর গল্প
অনির্বাণ নাগ — এক কামরার দূরত্ব
অনিন্দিতা গুপ্ত রায় — সে নহি সে নহি
হিমাংশু রায় — বোদংয়ের প্রথম মহালয়া
মনোমিতা চক্রবর্তী — উপলব্ধি
মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী — জানি নাই তো, তুমি এলে
রাজন্যা ভৌমিক — ডাক্তার রায়
শুভ্র মৈত্র — কলের মিস্ত্রি
শুভ্রদীপ চৌধুরি — থিমের নাম জ্বর
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় — মায়ের ডাক
রাজা সাহা — উদ্ভিদ
শবরী চক্রবর্তী — কি জাদু রামের নামে
পুজোর ট্রেন্ড সাইয়ারা

মহালয়ার ভোরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

পুজোর মুখে রাস্তা সারাইয়ের দাবি

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজো শুরু হতে আর হাতেগোনা কয়েকটা দিন বাকি। মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা পুজোর আগে ধাপড়া বাজারে কেনাকাটা করতে আসেন। বাজারের প্রধান সড়কে হালকা বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে। ফলে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সামাদ আলি রাস্তাটি দ্রুত সারাইয়ের কথা জানিয়েছেন।

বাজারের প্রধান সড়ক পূর্ত দপ্তরের অধীনে। ফলে কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রাস্তা সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। পঞ্চায়েত

কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধান নিরোলা ওরাওঁ বলেন, 'পূর্ত দপ্তর লিখিতভাবে জানালে আমরা পরিকল্পনা করে রাস্তাটি যাতায়াতের উপযোগী করার চেষ্টা করব।' বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জীব পান্ডে বলেন, 'সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এতে ক্রেতাদের বাজারে আসার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।'

অমল রায় নামে আরেক ব্যবসায়ী জানান, পুজোর মুখে ক্রেতা বিমুখ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছি। পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার না হলে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই ভোগান্তির শিকার হবেন বলে অভিমত স্থানীয় বাসিন্দাদের।

রাস্তার অবস্থা খারাপ থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা নিরুপম সরকার জানিয়েছেন, 'আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত রাস্তা সংস্কার করুক।' একই দাবি সুকুমণি বর্মনেরও। তিনি বলেন, 'ধাপড়া বাজারে দুটি পুজোমণ্ডপে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। সেখানে যাতায়াতে অসুবিধা হলে সেই অবস্থা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

গাঁজা বিক্রির অভিযোগে ধৃত

আলিপুরদুয়ার, ১৭ সেপ্টেম্বর: গাঁজা বিক্রির অভিযোগে ভোলা সরকার নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিশেষভাবে সক্ষম ওই তরুণের বিরুদ্ধে গাঁজা বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। বুধবার তাঁকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পৃথিবীর পাঠশালা

ডাক্তারের নতুন কান

স্টেথোস্কোপ প্রায় ২০০ বছর ধরে ডাক্তারদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু এখন তা-ও আপগ্রেড হয়েছে! বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন স্মার্ট স্টেথোস্কোপ। এই যন্ত্র শুধু হৃদস্পন্দন শোনায় না, এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে হার্টের সমস্যাও বলে দিতে পারে। সাধারণ স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনতে হলে ডাক্তারের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু স্মার্ট স্টেথোস্কোপ হার্টের শব্দ রেকর্ড করে তার বিরাট ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। কোনও অস্বাভাবিকতা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে সতর্ক করে দেয়। এটি হার্টের রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই, সেখানে এই যন্ত্র জীবন বাঁচাতে পারে।

সৌভাগ্যের পাথর, এক অমূল্য রত্ন

২০০৬ সালে, ফিলিপিন্সের এক জেলে সমুদ্রের নীচে একটি বিশাল ঝিনুক থেকে নোঙর সরাতে গিয়ে এক বিশাল পাথর খুঁজে পান। পাথরটির ওজন ছিল প্রায় ৩৪ কেজি। এটি ছিল আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মুক্তা। কিন্তু সেই জেলে এর আসল মূল্য জানতেন না! তিনি এটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে প্রায় দশ বছর ধরে তাঁর খাটের নীচে রেখে দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি যখন নতুন বাড়িতে যান, তখন এটি একজন ট্যুরিজম অফিসারকে দেখান। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেন, এর মূল্য ৯৩ মিলিয়ন ডলার! এটি ট্রাইডাকনা গিগাস নামের এক বিশেষ ঝিনুকের ভেতরে তৈরি হয়েছিল।

কাচের বোতলে মাইক্রোপ্লাস্টিক

বহুদিন ধরে আমরা ভেবে আসছি যে পানীয়ের জন্য কাচের বোতল সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু একটি নতুন গবেষণা আমাদের সেই ধারণা পালটে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, কাচের বোতলে প্লাস্টিকের বোতলের চেয়েও বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকতে পারে! এর কারণ অবশ্য কাচ নয়, বোতলের ঢাকনা এবং ভেতরের লাইনিংয়ে ব্যবহার করা পলিমাইক্রোপ্লাস্টিক উপাদান। গরম বা ঘষার ফলে এই উপাদান থেকে ছোট ছোট কণা পানীয়ের সঙ্গে মিশে যায়। কিছু পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, কাচের বোতলের প্রতি লিটার জলে প্রায় ১০ হাজার পর্যন্ত মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা থাকতে পারে। এই কণাগুলি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

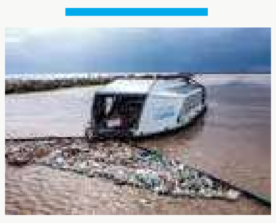

সমুদ্রের রাক্ষসকে ধরা!

নেদারল্যান্ডস-এর প্রকৌশলীরা সমুদ্রের প্লাস্টিক আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এক অসাধারণ পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এটি ৬০০ মিটার লম্বা একটি ভাসমান সিস্টেম, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসতে থাকে এবং প্লাস্টিক আবর্জনা সংগ্রহ করে। এই প্রকল্পের নাম 'দ্য ওশান ক্লিনআপ প্রোজেক্ট'। এর লক্ষ্য ২০৪০ সালের মধ্যে সমুদ্র থেকে ৯০ শতাংশ প্লাস্টিক পরিষ্কার করে ফেলা। এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই হাজার হাজার টন প্লাস্টিক ও অন্য আবর্জনা সংগ্রহ করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এই আবর্জনা দিয়ে তারা সানগ্লাস-এর মতো জিনিসও বানাচ্ছে, যা আবার বাজারে বিক্রিও হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে মানব উদ্ভাবন গ্রহের ক্ষতি সারাতেও পারে।

ব্রিজ ভেঙে বিপর্যয়।। *প্রবল বৃষ্টিতে দেরাদুনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি সেতুর একাংশ। বুধবার। -পিটিআই*

কামাখ্যাগুড়ি ও বারবিশা পুলিশ ফাঁড়ির বিশেষ উদ্যোগ

পরিচ্ছন্নতায় সফল থানা

পিকাই দেবনাথ ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কামাখ্যাগুড়ি ও কুমারগ্রাম, ১৭ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি এবং বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। আলিপুরদুয়ারের জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশের পর এমনই দৃশ্য চোখে পড়েছে কুমারগ্রাম থানা এলাকায়। কোথাও নেই কোনও আবর্জনা, প্লাস্টিক বা গাছের পাতাও।

জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে প্রতিটি থানা ও পুলিশ ফাঁড়িকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন ওয়াই রঘুবংশী। যাতে থানা চত্বরে কোনওভাবেই প্লাস্টিকের প্যাকেট, খালি জলের বোতল ইত্যাদি আবর্জনা না পড়ে থাকে। পানের পিকের মতো হরেক তামাকজাত দ্রব্যে ও উচ্ছিষ্টের দিকেও কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছিল। পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা যে সেই কাজে হাত লাগিয়েছেন, কুমারগ্রাম থানা এলাকার ছবিতেই তা স্পষ্ট।

একথা ঠিক যে পুলিশকর্মীদের ব্যস্ততা, থানা ও ফাঁড়ি চত্বরে রোজ বহু মানুষের সমাগমের জন্য পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছিল পুলিশ আধিকারিকদের। তবে যা-ই হোক না কেন, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে কোনওরকম অজুহাত শোনা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। গত সোমবার কুমারগ্রাম থানার পাশাপাশি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি ও বারবিশা ফাঁড়ির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি

প্লাস্টিকবিহীন কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি চত্বর। -সংবাদচিত্র

সন্তোষ নিম্বলকর, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ জেলা পুলিশের অন্য শীর্ষকতারাও।

তবে সেই পরিদর্শনের আগেই থানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে এবং পুলিশ ফাঁড়িগুলিকে আরও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পরিকল্পনামতো কুমারগ্রাম থানায় ঢোকার মূল ফটকের আশপাশের সমস্ত আবর্জনা সাফাই করার পাশাপাশি থানার শতাব্দীপ্রাচীন ভবনের অন্দরমহল চুনকাম করা হয়। এছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য থানার ভেতরে রঙিন পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেকটি ফুল গাছের নতুন করে পরিচর্যা করে পুরোনো টবগুলি পরিবর্তন করা হয়।

একইভাবে কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িকেও ঢেলে সাজানো হয়েছে। বাদ যায়নি বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িও। স্বাভাবিকভাবেই পুজোর আগে থানা ও পুলিশ ফাঁড়িগুলির চেহারা পরিবর্তনে পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও।

কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সবসময়ই চাই থানা এবং ফাঁড়িগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক। সেদিকে নজর থাকে। আগামীতেও থানা ও ফাঁড়িগুলির পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখব।'

বাসস্ট্যান্ডে শৌচাগার দাবি

শীতলকুচি, ১৭ সেপ্টেম্বর : প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের আনাগোনা। অথচ মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের গোঁসাইরহাট বাসস্ট্যান্ডে শৌচাগার নেই। ফলে সমস্যায় পড়ছেন আশপাশের ব্যবসায়ী ও যাত্রীরা। দ্রুত শৌচাগার তৈরির দাবি তুলেছেন তাঁরা।

যদিও শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলছেন, 'ব্যবসায়ীরা শৌচাগারের বিষয়টি এখনও জানাননি।' লিখিত দাবি জানানো হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। অন্যদিকে গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কনক বর্মন জানান, বাসস্ট্যান্ড ও সংলগ্ন বাজার এলাকায় শৌচাগার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব রয়েছে। সঙ্গে তিনি বলেন, 'ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

কোচবিহার জেলার গ্রামীণ এলাকার বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় কৃষক বাজার শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট। বাজারের সামনেই বাসস্ট্যান্ড। ছোট শালবাড়ি, ভাবেরহাট, বটতলা, বামনপাড়া ইত্যাদি এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষ গাড়ি ধরে মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, শিলিগুড়ি সহ ভিনরাজ্যেও যাতায়াত করেন। অথচ জনবহুল ওই বাসস্ট্যান্ডে শৌচাগার না থাকায় ক্ষোভ উত্তরোত্তর বাড়ছে। ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পাল বলেন, 'প্রায়ই দূর থেকে আসা লোকজন আমার দোকানে এসে জিজ্ঞেস করেন কোনদিকে শৌচাগার রয়েছে। উত্তর দিতে পারি না। কারণ আশপাশে শৌচাগার নেই। বিশেষ করে মহিলারা বেশি সমস্যায় পড়েন। তাঁদের অন্য বাড়িতে যেতে হয়।'

আক্রান্ত বাঙালি শ্রমিকরা

বহরমপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভিনরাজ্যে ফের একবার শ্রমিক হেনস্তার খবর সামনে এল। এবার তামিলনাড়ুতে দুষ্কৃতী হামলার মুখে পড়ে গুরুতর জখম হল বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের একটি দল। মুর্শিদাবাদের সালার, ভরতপুর, ভগবানগোলা, রানিতলা সহ একাধিক এলাকা থেকে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের একটি দল বেশকিছু দিন আগে তামিলনাড়ুতে একটি রাইস মিলের ফ্যাক্টরির কাজে যোগ দেয়। মঙ্গলবার রাতে ফ্যাক্টরির গোডাউন থেকে ফেরার পথে একদল দুষ্কৃতী তাঁদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। জঙ্গলে তাঁদের ঘিরে ধরে এলোপাতাড়িভাবে মারা হয়। ঘটনায় ১২-১৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। পরে তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে জখম শ্রমিকদের উদ্ধার করেন। দুইজন বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিয়ে কূটনীতির খেলা

প্রথম পাতার পর

ফোনে দারুণ কথাবার্তা হল। আমি ওঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালাম। উনি দুর্দান্ত কাজ করছেন। নরেন্দ্র, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।'

ট্রাম্পের পাশাপাশি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান মোদিকে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো সবার আগে, এমনকি নির্ধারিত জন্মদিনের কয়েক ঘণ্টা আগে নয়।

রুশ প্রেসিডেন্টকে পালটা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পাশাপাশি ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সংঘাত নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের বার্তা দিতে ভোলেননি।

অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির খবর সমাজমাধ্যমে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্পই। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি একতরফাভাবে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। কৃতিত্ব দাবি করার এমন কৌশল যেন মোদিও রপ্ত করে ফেললেন।

মোদি-ট্রাম্প কথায় দুই দেশের সম্পর্কে খানিকটা হলেও ফের সুবাতাস বইবার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধানের কথা বলে মোদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী নয়াদিল্লি।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, রাশিয়ার তেল কিনতে ভারতের খরচ করা অর্থ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে বিনিয়োগ করে মস্কো। সেই অভিযোগে জল ঢালতেই যেন ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের পর এক্স হ্যান্ডেলে নির্দিষ্টভাবে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান ফের জানিয়ে দিলেন নির্দিষ্টভাবে।

যদিও শুল্ক নিয়ে আঘাতের জেরে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তার নিরাময় কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশ-বিদেশের আরও অনেক বিশিষ্টরা।

যে তালিকায় আছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা, মাইক্রোসফটের প্রাক্তন কর্তা বিল গেটস প্রমুখ।

'মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে'

প্রথম পাতার পর

জইশের কমান্ডারই বলে দিয়েছেন। আবার জঙ্গি হামলা হলে আবারও আমরা অপারেশন সিঁদুরের মতো জবাব দেব।'

মোদি নিজের জন্মদিনে বুধবার দেশের প্রথম 'প্রধানমন্ত্রী মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিওন অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) পার্ক'-এর শিলান্যাস করেন। ঐতিহাসিক হায়দরাবাদ মুক্তি দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, '১৭ সেপ্টেম্বর সর্দার প্যাটেলের দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা মুক্ত করেছিল হায়দরাবাদকে। বহু বছর এই সাহসিকতা প্রাপ্য সম্মান পায়নি। আজ আমাদের সরকার সেই অমর ইতিহাসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।'

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার কেনা জিনিসে ভারতীয় পরিশ্রমের ঘাম আর মাটির গন্ধ থাকতে হবে। দেশকে আত্মনির্ভর করতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে আমি ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে চাই।'

ফের বিজেপির মঞ্চে নগেন

প্রথম পাতার পর

থাকেন সেদিকের পাল্লা ভারী বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। গত বিধানসভা নির্বাচনে নগেন রায় বিজেপিকেই সমর্থন করেছিলেন। জেলায় নয়টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ছয়টিই বিজেপির দখলে যায়। গত লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় বিজেপির তরফে নগেনের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলে তিনি প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দলীয় প্রচারেও তাঁকে দেখা যায়নি। প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের মনোনয়ন জমার দিন তাঁকে দেখা গেলেও তারপর থেকে বিজেপির কর্মসূচিতে তাঁকে আর দেখা যায়নি। সেই নির্বাচনে নিজেদের আসনটি হাতছাড়া হয় পদ্ম শিবিরের। এরপর একাধিকবার প্রকাশ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নগেন। লোকসভা নির্বাচনের পর কোচবিহার সফরে এসে নগেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির সাংসদ হলেও তারপর থেকে তাঁর তৃণমূলের সঙ্গে সখ্য বেড়েছিল। আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভায় প্রোটোকল মেনে সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য মোদির সভামঞ্চে তিনি হাজির হয়েছিলেন। এবার বিজেপির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব কমায় এখন নতুন করে রাজনৈতিক অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে।

এদিন এমজেএন স্টেডিয়ামে নরেন্দ্র কাপ ফুটবলের আসরে অভিজিৎ, নগেনের পাশাপাশি বিধায়ক মালতী রাভা, নিখিলরঞ্জন দে সহ বিজেপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনে বিধায়ক

ফালাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার ভারতীয় মজদুর সংঘের শিশাগোড় টোটো ইউনিয়নের বিশ্বকর্মাপুজো ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন।

এদিন দুপুরে শিশাগোড়ে মহাসড়কের ধারেই প্যান্ডেল করে পুজোর আয়োজন করেন সংগঠনের টোটোচালকরা। পুজোর পর এলাকার মানুষকে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয়। পুজোকে ঘিরে টোটোচালকদের মধ্যে প্রবল উচ্ছ্বাস ছিল।

চিতাবাঘের কবলে

প্রথম পাতার পর

চোখে আলো পড়তেই চিতাবাঘটা ওই বাড়ির উঠোন থেকে কয়েক ফুট দূরে ঝোপের কাছে অস্মিতকে ফেলে লাগোয়া জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল।

মঙ্গলবারের ঘটনার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অস্মিতের মা প্রমীলা রায় ওরাওঁ। এদিনও ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। স্বামী শত্রুঘ্ন পুত্রহারা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে একসময় নিজেই কেঁদে উঠলেন হাউহাউ করে। দম্পতির বড় ছেলে মিলনও ভাইকে হারিয়ে কেঁদেই চলছিল। হতদরিদ্র ওই পরিবারটি একান্নবর্তী। যে কারণে জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো পিঠোপিঠি ভাইবোনের মধ্যে খুবই টান ছিল।

খেরকাটা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের মাঠে এবারও দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের জন্য বাঁশ বাঁধা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে গ্রামের কচিকাঁচারা বিকেলে সেখানেই হুল্লোড় করে। এদিন মা দুর্গার সেই মঞ্চও শুনসান। একটি বাচ্চাও সেখানে খেলতে যায়নি।

এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর অস্মিতের দেহ বাড়ি ফিরে এলে গ্রাম যেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাড়ি লাগোয়া ডায়না নদীর পাড়ে যখন অস্মিতকে শেষবারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সংগীতা একবার ছুটে গেল সেদিকে। তারপর হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আগমনীর আগেই অস্মিতকে বিদায় জানাল তার গ্রাম।

পুজোর মুখে

প্রথম পাতার পর

গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জমা জল বেড়েছে। তাতেই মশার লার্ভা বেড়ে উঠছে বলে তাঁদের অনুমান। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ঝুম্পা সরকারের কথায়, অধিকাংশ বাড়িতেই বাঁশের বেড়ায় জল জমে রয়েছে। তা পরীক্ষা করতে গিয়ে লার্ভাও মিলছে। এবিষয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন হতে হবে।'

কয়েকদিন আগেই এই এলাকায় ছয়জনের রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক তার দু'দিন পরেই নতুন করে আটজনের রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়ায় গ্রামের বাসিন্দাদের সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করেছেন দিনহাটা-২ ব্লকের ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ শান্তনীল দত্ত। তাঁর কথায়, 'গত দু'দিনের শিবিরে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল তাতে নতুন করে আরও আটজনের রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। গ্রামবাসীদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা বর্মন বলেন, 'আমরা নিয়মিত বাসিন্দাদের সচেতন করছি। চলছে মাইকযোগে প্রচারও। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবিরও নিয়মিত চলছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। স্থানীয় বাসিন্দা তুষারকান্তি ইন্দ্রের কথায়, 'চিন্তা তো হচ্ছেই। তবে স্বাস্থ্য দপ্তর পদক্ষেপ করায় কিছুটা হলেও ভরসা হচ্ছে।'

বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি জারি

প্রথম পাতার পর

জেলার পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও নিম্ন অসমের পড়ুয়ারা থাকেন। হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের তরফে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই পড়ুয়ারা স্নাতকোত্তরের চূড়ান্ত বর্ষের। পূর্বতন রেজিস্ট্রাররাও তাঁদের বকেয়া পরিশোধ করতে বহুবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু এতদিনেও তাঁরা হস্টেল ফি পরিশোধ করতে পারেননি। বিষয়টি নিয়ে এক আবাসিককে ফোন করা হলেও তিনি এবিষয়ে কিছু বলতে চাননি। এই ব্যাপারে রেজিস্ট্রার বলেন, 'শীঘ্রই হস্টেল ফি পরিশোধ না করলে তাঁদের স্নাতকোত্তরের রেজাল্ট দেওয়া হবে না। তাঁদের পরিষেবা দেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

জোর টক্কর তিন নেতার পুজোয়

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজনৈতিকভাবে একই দলের হলেও পুজোয় জোর টক্কর চলছে শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তিন নেতার মধ্যে। এই তিন নেতাই তৃণমূলের। তবে এই তিনজনই আলাদা আলাদা পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এই পুজোগুলিকে ঘিরে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে তিন নেতার পুজোর আগ্রহ তুঙ্গে, তাঁরা হলেন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অমল বর্মন, প্রাক্তন উপপ্রধান চন্দন প্রামাণিক ও বর্তমান উপপ্রধান পরীক্ষিৎ বর্মন। তিনজনেই আলাদা পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত।

ভাঐরথানা জিগাতলি ভাই বন্ধু সংঘের পুজো কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অমল বর্মন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বলেন, 'এবছর পঞ্চম বর্ষের পুজোতে পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেট রয়েছে। সম্প্রতি কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরে সেনাবাহিনীর তৎপরতার দৃশ্য ফুটে উঠবে পুজো প্যান্ডেলে।' এছাড়াও বিশাল আকৃতির একটি সাপ তৈরি করা হচ্ছে, যা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আশাবাদী ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান।

পাশের গ্রাম নিউ ভাঐরথানা দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান চন্দন প্রামাণিক। চন্দনের স্ত্রী শ্রদ্ধা প্রামাণিক ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান জানিয়েছেন, এবারে তাঁদের পুজো ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছর পুজো উপলক্ষ্যে চারদিনের মেলা বসবে। বস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নিয়েছে পুজো কমিটি। দর্শনার্থীদের টানতে প্রতিদিন স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

আমলারডাঙ্গা জিগাতলি ভাই বন্ধু সংঘের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে।

> আমাদের পুজো মন্দিরেই হয়। তবে এবারে দর্শনার্থীদের টানতে মন্দিরের বাইরে একটি ভূতবাংলো তৈরি করা হবে। এছাড়াও প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কুষান গানের আসর বসবে।
>
> **পরীক্ষিৎ বর্মন,** উপপ্রধান
> ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত

অপরদিকে, ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান পরীক্ষিৎ বর্মন মাশানকুড়া দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক। পুজো সম্পর্কে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলেন, 'আমাদের পুজো মন্দিরেই হয়। তবে এবারে দর্শনার্থীদের টানতে মন্দিরের বাইরে একটি ভূতবাংলো তৈরি করা হবে। এছাড়াও প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কুষান গানের আসর বসবে।'

তবে গ্রামের ওই তিন নেতাই একই সুরেই জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। নিজেদের পুজোকে সেরা করে তুলতে রাজনীতির পাশাপাশি পুজো কমিটির সদস্যদের তাঁরা সময় দিচ্ছেন। আশা করি, গ্রামবাসী এই পুজোগুলিকে কেন্দ্র করে আনন্দে মাতবেন।

জোড়া পেনাল্টি জেতাল রিয়ালকে

৮ গোলের থ্রিলার, ড্র জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ড ম্যাচ

মাদ্রিদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতেই হোঁচট খেতে পারত রিয়াল মাদ্রিদ। যদি না মার্সেইঁয়ের ডিফেন্ডার ফাকুন্দো মেদিনা রিয়ালের স্ট্রাইকার ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে আটকাতে গিয়ে বক্সের মধ্যে বল হাতে লাগাতেন। সেই সুবাদেই পেনাল্টি পায় রিয়াল। তা থেকেই জয়সূচক গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি তারকার অপর গোলটিও পেনাল্টি থেকেই।

মঙ্গলবার রাতে পিছিয়ে পড়েও মার্সেইঁয়ের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে ম্যাচ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। ৫ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। ২২ মিনিটে আরদা গুলারের ভুলে এগিয়ে যায় মার্সেই। সমতা ফেরাতে অবশ্য খুব বেশি সময় নেয়নি রিয়াল। ২৮ মিনিটে রডরিগো পেনাল্টি আদায় করেন। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদে ভুল করেননি এমবাপে। ম্যাচে ফিরলেও জয়সূচক গোলের জন্য যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হল রিয়ালকে। ৭২ মিনিটে ড্যানি কার্বাহাল লাল কার্ড দেখায় আরও চাপে পড়ে যায় মাদ্রিদ জায়েন্টরা। শেষপর্যন্ত আরও একটি পেনাল্টি যেন আশীর্বাদ হয়ে নেমে এল রিয়ালের জন্য। সেই সুযোগেই গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন এমবাপে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচ ৪-৪ গোলে ড্র করল জুভেন্তাস ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। প্রথম ৫০ মিনিট খেলা দেখে একবারের জন্যও মনেই হয়নি যে ৮টা গোল হতে পারে। তারপর যেন কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুই দলেরই রক্ষণের বাঁধ ভেঙে গেল। একবার জুভেন্তাস তো একবার ডর্টমুন্ড এগিয়ে গেল। ৯০ মিনিট শেষে অবশ্য ৪-২ গোলে এগিয়ে ছিল ডর্টমুন্ড। সংযুক্তি সময়ে জুভেন্তাসের জোড়া গোলে অবশেষে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়। অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ২-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। গোল করেন গাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড।

এদিকে, বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে বার্সেলোনা। তবে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচে লামিনে ইয়ামালকে পাচ্ছে না কাতালান জায়েন্টরা। তবুও অভিজ্ঞতা ও মানের নিরিখে এগিয়ে বার্সাই। অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-নাপোলি ম্যাচে আকর্ষণের কেন্দ্রে কেভিন ডি ব্রুয়েন। সিটি ছাড়ার পর প্রথমবার পুরোনো দলের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। ডি ব্রুয়েনদের বিরুদ্ধে সিটির লড়াইটা একেবারেই সহজ হবে না। সিরি আ-তে দুর্দান্ত শুরু করেছে নাপোলি। যদিও ইতিহাস বলছে ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের রেকর্ড খুব ভালো নয়। তবুও ব্রুয়েন যে একক দক্ষতায় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন সেই কথা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন স্বয়ং সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

এফসি কোপেনহেগেন বনাম **বেয়ার লেভারকুসেন**
ক্লাব ব্রাগ বনাম **মোনাকো**
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট
নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম **বার্সেলোনা**
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম **নাপোলি**
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট বনাম **গালাতাসারে**
স্পোর্টিং লিসবন বনাম **এফসি কাইরাত**
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ মার্সেই
জুভেন্তাস ৪-৪ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
আর্সেনাল ২-০ অ্যাথলেটিক বিলবাও
টটেনহাম হটস্পার ১-০ ভিয়ারিয়াল
বেনফিকা ২-৩ কারাবাগ এফকে
পিএসভি আইন্দহোভেন ১-৩ ইউনিয়ন সেন্ট-ইউনিয়ন সেন্ট-গিল্লোইসে

রিয়াল মাদ্রিদকে জেতানোর পর চেনা সেলিব্রেশন কিলিয়ান এমবাপের (১০)।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে উল্লাস জুভেন্তাসের দুসান ভ্লাহোভিচের।

এক থ্রোয়ে ফাইনালে নীরজ

খেতাবি লড়াইয়ে ভারতীয় তারকার সামনে নাদিম

টোকিও, ১৭ সেপ্টেম্বর : টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসে গত দুই বছরে একাধিক রূপকথার জন্ম দিয়েছেন জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ভারতের নীরজ চোপড়া ও পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের দ্বৈরথের শুরু সেই ২০১৬ সালে। কিন্তু প্রচারের আলোয় এসেছে টোকিও অলিম্পিক থেকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে নীরজ এগিয়ে থাকলেও তাঁকে প্যারিস অলিম্পিকে টেক্কা দেন নাদিম। বুধবার নীরজ ও নাদিম বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার টোকিওতে খেতাবি লড়াইয়ে নীরজ-নাদিমের টক্কর দুজনের চলতি দ্বৈরথে নতুন অধ্যায় যোগ করতে চলেছে। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণে হ্যান্ডশেক বিতর্কে সরগরম ক্রিকেট সমাজ। এই অবস্থায় আগামীকাল নীরজ-নাদিমের উত্তেজক লড়াইয়ের অপেক্ষায় আসমুদ্র হিমাচল।

প্রথম থ্রোয়ে সেরাটা দিয়ে দাও- যে কোনও টুর্নামেন্টে নীরজ এই ফর্মুলায় বিশ্বাস রাখেন। বুধবার নীরজ এই সহজ সমীকরণ মিলিয়ে দেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের নিয়মানুযায়ী, ফাইনালে ওঠার জন্য প্রতিযোগীদের হয় ৮৪.৫০ মিটার ছুড়তে হত নাহলে সেরা ১২ জনের মধ্যে থাকতে হত। যোগ্যতা অর্জন পর্বে নীরজ প্রথম থ্রোয়ে ৮৪.৮৫ মিটার ছুড়ে ফাইনালে নামার টিকিট আদায় করে ফেলেন। এদিন গ্রুপ 'এ'-তে নীরজই প্রথম থ্রোয়ার ছিলেন। বিশাল না হলেও কার্যকরী থ্রো যোগ্যতামান পেরিয়ে যাওয়ায় সময় নষ্ট না করে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে সোজা হাঁটা দেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আজকের মতো কাজ শেষ। বাকিটা আগামীকাল দেখা যাবে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২২ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। পরের বছর নীরজ বিশ্বসেরার আসরে সোনার পদক গলায় ঝোলান। ফলে নিজের বর্তমান কোচ জান জেলেজনি (১৯৯৩, ১৯৯৫) ও গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্সের (২০১৯, ২০২২) পর বিশ্বের তৃতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে বৃহস্পতিবার খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামবেন নীরজ। এদিন ফাইনালে উঠে তিনি বলেছেন, 'ফাইনালে ওঠা আজ মূল লক্ষ্য ছিল। সেটা পূরণ হয়েছে। আজকের থ্রো আহামরি ছিল না। তবে আমি আজ দূরত্ব নয়, যোগ্যতামান পূরণের টার্গেট নিয়ে নেমেছিলাম। আগামীকাল আসল লড়াই হবে।'

প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী নাদিমের এদিনের রাস্তা অবশ্য নীরজের মতো মসৃণ ছিল না। প্রথম প্রচেষ্টায় নাদিমের জ্যাভলিন মাত্র ৭৬.৯৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। দ্বিতীয় থ্রোয়ে যা আরও কমে ৭৪.১৭ মিটারে নেমে আসে। ফলে নীরজ-নাদিমের খেতাবি লড়াই তখন অনেকটাই ফিকে মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ থ্রোয়ে ৮৫.২৮ মিটার ছুড়ে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেন নাদিম।

নাদিম ছাড়াও আগামীকালের ফাইনালে নীরজকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন পিটার্স, জুলিয়ান ওয়েবাররা। নীরজের সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে শচীন যাদব ফাইনালের টিকিট পেয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় থ্রোয়ে ৮৩.৬৭ মিটার ছুড়ে সেরা ১২ জনের মধ্যে জায়গা করে নেন। ২০২১ সালে টোকিওতেই অলিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। আগামীকাল নাদিম, ওয়েবারদের টপকে ভারতীয় তারকা ফের সোনালি সাফল্য রচনা করতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

বাগান ম্যানেজমেন্ট ও কোচের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : হুয়ান ফেরান্দো, আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পর এবার কি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আরও এক স্প্যানিশ কোচের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে?

মরশুম শুরুর আগেই ম্যানেজমেন্টের এক শীর্ষ কর্তা ঘনিষ্ঠ মহলে ইঙ্গিত দেন, এবার এএফসি টুর্নামেন্টে ভালো কিছু করতে না পারলে আর হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে রাখা হবে না। মঙ্গলবার হারের পর গ্যালারি থেকে উঠে আসা 'গো ব্যাক মোলিনা' ধ্বনি ওই কর্তার ভাবনাচিন্তার ভিত আরও শক্ত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আহল এফকে-র বিপক্ষে এক হারেই শিবিরের অন্দরের কোন্দলও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। কোচের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত এবং ফুটবলারদের ফিটনেসের অভাবের দায় এবার নিশ্চিতভাবেই পড়বে মোলিনা ও তাঁর কোচিং স্টাফদের উপর। যদিও মোহনবাগানের হেড কোচ বলছেন, 'আমি একেবারেই চাপে নেই। আমি যা করছি সবটাই নিশ্চিত হয়ে। তাছাড়া আপনাদের মনে থাকবে, গত মরশুমের শুরুটাও ঠিক এভাবেই হয়েছিল আমাদের। কিন্তু আমার হাতে ভাল ফুটবলার আছে। পরবর্তীতে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' গত মরশুমে ডুরান্ড কাপে হারের পর রাভসান এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করলেও পরবর্তীতে মোহনবাগান আইএসএল লিগ ও কাপ জয়ী হয়। কিন্তু এবারের মতো তাঁর সংসারের অশান্তি গতবার প্রকাশ্যে এসে পড়েনি।

মোহনবাগানে কোচ তাড়ানোর একটা বিশেষ 'প্যাটার্ন' গত কয়েক বছরে লক্ষ করা গেছে। ফেরান্দো, হাবাস প্রত্যেকেই চ্যাম্পিয়ন করার পর বিতাড়িত হয়েছেন। এবার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো। কারণ সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টও মরশুমের শুরু থেকেই নানা গোলযোগ পাকিয়ে বসে আছে। আর তাঁদের এখন নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে বন্দুক রাখার জন্য একটা কাঁধ প্রয়োজন। আর সেটা কোচের থেকে ভালো আর কেই বা হতে পারে! কলকাতা লিগ খেলা নিয়ে প্রতিবারই এক টালবাহানা থাকে। এবার সেটা ডুরান্ড কাপ নিয়েও শুরু করেন এসজি কর্তারা। খেলব কী খেলব না করতে করতে অনেকটা সময় নষ্ট করে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হয়। যার ফলে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ডার্বি হেরে বিদায়। এরপর জাতীয় দলে ফুটবলার ছাড়া হল না এসিএলের ম্যাচের অজুহাতে। অথচ ফুটবলে পা না লাগানো কর্তারা বুঝলেনই না যে ফুটবলারদের ছেড়ে দিলে তাঁরা বেশ কয়েকটি ভালো ম্যাচ খেলে নিজেদের তৈরি করার সুযোগ পেতেন। জাতীয় দলে না গিয়েও তো চোটের জন্য খেলতে পারলেন না মনবীর সিং। তাহলে চোটের অজুহাত দিয়ে কেন ফুটবলার ছাড়া হল না?

আহল এফকে-র বিরুদ্ধে হারের পর হতাশ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

আসলে এই এসজি কর্তাদের মাথায় সাফল্য চড়ে বসেছে। তাঁরা নিজেদের ফুটবলের থেকেও বড় ভাবতে শুরু করেছেন বলেই এই অবস্থার মুখোমুখি আজ দল। অবশ্যই মঙ্গলবারের ম্যাচে মোলিনার ভুল আছেই। তাঁর ফিজিক্যাল ফিটনেস ট্রেনার কেন এতদিনেও সব ফুটবলারকে ৯০ মিনিটের মতো ম্যাচ ফিট করতে পারলেন না? ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন করলে মোলিনার জবাব, 'আমার ফুটবলাররা সকলেই ফিট। ফিটনেস সমস্যা ছিল, আপনাদের এই কথার সঙ্গে একমত নই।' তাই যদি হয় তাহলে তিনি কেন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছয় বিদেশি নিয়ে শুরু করলেন না? কেন বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের গোল করা দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে মাঠেই নামালেন না? কেন দীপক টাংরিকে হঠাৎ তুলে ডিফেন্সটা হাট করে খুলে দিলেন? কেন আধা ফিট শুভাশিস বসুকে নামানো হল অভিষেক সিং টেকচামের জায়গায়?

সবমিলিয়ে ডুরান্ড কাপ ডার্বিতে হারের পর আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের শুরুটাই বিশ্রী হওয়ায় বহু প্রশ্নের মুখে এখন মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে কোচ, সকলেই। এসবের প্রশ্নের জটিল জবাব শেষপর্যন্ত তাঁরা মেলাতে পারবেন কি না তা সময়ই বলবে। তার আগে আপাতত যন্ত্রণাময় দিন কাটাতে হবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

গোল এবং অ্যাসিস্টে ফের চেনা ছন্দে লিওনেল মেসি।

মেসি ম্যাজিকে বদলা মায়ামির

ফ্লোরিডা, ১৭ সেপ্টেম্বর : লিগ কাপ ফাইনালে সিয়াটেল সাউন্ডার্সের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। মেজর লিগ সকারে সেই হারের বদলা নিল ইন্টার মায়ামি।

লিগ কাপ ফাইনালের পর এমএলএসে শার্লটের কাছেও হারতে হয়েছিল লিওনেল মেসিদের। দুই ম্যাচেই নিষ্প্রভ ছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসি জ্বলে উঠতেই ছন্দে ফিরল ইন্টার মায়ামি। তিনি নিজে গোল করলেন আবার করালেনও। সেই সুবাদেই সিয়াটেলকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে এমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্সে প্রথম পাঁচে জায়গা ফিরে পেল মায়ামির ক্লাবটি।

মঙ্গলবার রাতে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। ১২ মিনিটে মেসির পাস থেকে গোল করেন জর্ডি আলবা। ৪১ মিনিটে সেই আলবার সাজিয়ে দেওয়া বল জালে পাঠান লিও। তার আগে ২৮ মিনিটে অবশ্য মেসির একটি শট বিপক্ষের পোস্টে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৩-০ করেন ইয়ান ফ্রে। ৬৯ মিনিটে সিয়াটেল একটি গোল শোধ করলেও তা ম্যাচে কোনও ফারাক গড়তে পারেনি।

ভারত সফরে বাদ ব্রেথওয়েট

অ্যান্টিগা, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী মাসের শুরুতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ভারত সফরে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যার জন্য ১৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল উইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। দল থেকে বাদ পড়েছেন প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক ক্রেগ ব্রেথওয়েট। ১০০ টেস্টের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্রেথওয়েট চলতি বছরে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টেও প্রথম একাদশে জায়গা খুইয়েছিলেন।

তবে জানুয়ারির পর প্রথমবার টেস্ট স্কোয়াডে ফিরেছেন মিডল অর্ডার ব্যাটার আলিক আথানাজে। দেড় বছরের বেশি সময় পর লাল বলের ক্রিকেটে জায়গা হয়েছে প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের ছেলে তেগনারায়ণের। সব ঠিক থাকলে জন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে তেগনারায়ণই ওপেন করবেন।

ফিরলেন আথানাজে, তেগনারায়ণ

জোমেল ওয়ারিকান ও টেস্ট অভিষেক না হওয়া খারি পিয়েরে-মাত্র দুজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে ভারতে আসছেন ক্যারিবিয়ানরা। পার্ট-টাইম স্পিনার হিসেবে রয়েছেন অধিনায়ক রোস্টন চেজ। আসন্ন সাদা বলের ব্যস্ত ক্রীড়াসূচির জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার গুডাকেশ মোতিকে। পেস বিভাগের দায়িত্বে আলজারি জোসেফ, শামার জোসেফ, অ্যান্ডারসন ফিলিপ ও জেডন সিলস। ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতে পা রাখার কথা ক্যারিবিয়ানদের। আহমেদাবাদে প্রথম টেস্ট শুরু ২ অক্টোবর। ১০ অক্টোবর থেকে নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্ট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোয়াড : রোস্টন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান, কেভলন অ্যান্ডারসন, আলিক আথানাজে, জন ক্যাম্পবেল, তেগনারায়ণ চন্দ্রপল, জাস্টিন গ্রিভস, শাই হোপ, টেভিন ইমলাচ, আলজারি জোসেফ, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, খারি পিয়েরে ও জেডন সিলস।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ৭৫তম জন্মদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানালেন পিভি সিন্ধু। প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ তাঁর সফল কেরিয়ারে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে সমাজমাধ্যমে সুদীর্ঘ পোস্ট করে সেই স্মৃতিতে ডুব দিলেন ভারতের তারকা শাটলার।

> একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে বহু ট্রফি জিতেছি। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছি। তবে জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যেগুলো পদক জয়ের থেকেও উজ্জ্বল। আমার কাছে সেই মুহূর্ত এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে। শুধুই প্রশংসা নয়, তাঁর কথাগুলো বিশ্বাসের প্রতীক।
>
> **পিভি সিন্ধু**

সিন্ধু লেখেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই তাঁর সাফল্যের ধারা শুরু হয়। অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ের পর যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে কেবলই অভিনন্দন জানাননি প্রধানমন্ত্রী, বরং উৎসাহ জুগিয়েছেন। সিন্ধুর কথায়, 'একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে বহু ট্রফি জিতেছি। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছি। তবে জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যেগুলো পদক জয়ের থেকেও উজ্জ্বল। আমার কাছে সেই মুহূর্ত এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে। শুধুই প্রশংসা নয়, তাঁর কথাগুলো বিশ্বাসের প্রতীক।'

এরপরও সিন্ধু লেখেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। মনে করিয়ে দেন ক্রীড়াবিদরা দেশের 'রোল মডেল'। সবশেষে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন, প্রিয় স্যর। এই বিশেষ দিনে আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দেশের আরও অগ্রগতি কামনা করি।'

অজিদের হারিয়ে বদলা স্মৃতিদের

নিউ চণ্ডীগড়, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভুল থেকে শিক্ষা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচ ১০২ রানে জিতল হরমনপ্রীত কাউরের ভারতীয় মহিলা দল। সৌজন্যে ক্রান্তি গৌড়দের আঁটোসাঁটো বোলিং। যা দেখা যায়নি প্রথম ম্যাচে। ভারতের ২৯২ স্কোরের জবাবে অজিরা গুটিয়ে যায় ১৯০ রানে। ম্যাচের পর হরমনপ্রীত বলেছেন, 'নিজেদের পরিকল্পনায় আস্থা রাখার ফল এই জয়। আমরা বিষয়গুলো সহজসরল রাখাতেই বিশ্বাসী।'

বোলারদের ছড়ি ঘোরানোর আগে অবশ্য মঞ্চ তৈরি করে দেন ব্যাটাররা। আর সেই ব্যাটিংয়ের নেতৃত্বে স্বপ্নের ফর্মে থাকা স্মৃতি মান্ধানা। গত ম্যাচের অর্ধশতরানের পর এদিন শতরান এল ২৯ বছরের ওপেনারের ব্যাটে। ৯১ বলে ১১৭ রানের ইনিংস সাজানো ১৪টি বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কায়। এদিনও রান পাননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত (১৭)। জ্বলে উঠতে পারেননি শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও (২৯)।

ওডিআই কেরিয়ারের ১২ নম্বর শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার।

জবাবে রান তাড়ায় নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অজিরা। দ্বিতীয় ওভারেই জর্জিয়া ভলকে শূন্য রানে ফেরান রেণুকা সিং ঠাকুর (২৮/১)। ২৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন ক্রান্তি। কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন অ্যালিস পেরি (৪৪) ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (৪৫)।

সিরিজের শেষ তথা নির্ণায়ক ম্যাচ শনিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

ঝোড়ো শতরান ফিলিপসের

ভালো শুরু করলেও ৪৪ রানে আউট হলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

লখনউ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও দাপট জারি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের। বুধবার অজিরা ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ৫৩২/৬ স্কোরে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ভারতের স্কোর ১১৬/১।

প্রথম দিনে শতরান করেছিলেন স্যাম কনস্টাস। বুধবার ঝোড়ো শতরান করলেন জোশ ফিলিপস (৮৭ বলে অপরাজিত ১২৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন লিয়াম স্কট (৮১)। আট নম্বরে নেমে অপরাজিত ৩৯ রানের ইনিংস খেলেন জেভিয়ার বার্টলেট। ফলে ৫.৪৩ রান রেটে মাত্র ৯৮ ওভারে অজিরা তুলে ফেলে ৫৩২ রান।

রান তাড়ায় নেমে শুরুটা ভালো করলেও ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৪৪)। তাঁকে ফিরিয়ে ভারতকে প্রথম ধাক্কা দেন স্কট (৯/১)। বৃষ্টিতে দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ক্রিজে নারায়ণ জগদীশান (৫০) ও বি সাই সুদর্শন (২০)।

ওমান ম্যাচে হয়তো বিশ্রামে বুমরাহ

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা!

মরুদেশে ভারতীয় ক্রিকেট দল এই মুহূর্তে এমন আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ। পাকিস্তানকে নিয়ে ছেলেখেলা করা। বাইশ গজে অপারেশন সিঁদুর। সঙ্গে এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করে ফেলা।

এমন ফুরফুরে আবহের মধ্যে আজ আরও সুখবর এসেছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। টি২০ বোলারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন রহস্য বোলার বরুণ চক্রবর্তী। ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, কুড়ির ক্রিকেটে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে এই প্রথমবার শীর্ষস্থান পেয়েছেন বরুণ। জসপ্রীত বুমরাহ, রবি বিষ্ণোইয়ের পর তিন নম্বর ভারতীয় হিসেবে এমন নজির গড়লেন বরুণ। ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়েও ভারতীয়দের দাপট। কুড়ির ক্রিকেটে ব্যাটারদের তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন ওপেনার অভিষেক শর্মা।

টি২০ র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে বরুণ-অভিষেক

বরুণ-অভিষেকদের নিয়ে সুখবরের দিন মরুদেশে বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। রবিবার পাকিস্তান ম্যাচে অনায়াস জয়ের পর সোমবার ছুটি ছিল টিম ইন্ডিয়ার। গতকাল দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। অনুশীলন শেষে দুবাইয়ে দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে জন্মদিনের কেকও কেটেছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তুলেছেন সেলফিও। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের দীর্ঘ অনুশীলনে বারবার সামনে এসেছে টিম বন্ডিং। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দলের এক নম্বর বোলার বুমরাহকে মাঠের ধারে দীর্ঘসময় আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের দাবি, শুক্রবারের ওমান ম্যাচে হয়তো বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বুমরাহর বদলে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং, কাকে খেলানো হবে, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি এখনও। এমন জল্পনার মধ্যেই জানা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার নেটে স্থানীয় নেট বোলার হিসেবে পাক পাসপোর্ট থাকা বোলারদের 'নিষিদ্ধ' করার চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের কথাও।

গতরাতের টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে নেটে ব্যাটিং-বোলিংয়ের পাশে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের নজরদারিতে দীর্ঘসময় ফিল্ডিং চর্চাও হয়েছে ভারতীয় দলের। যেখানে অলরাউন্ডার হার্দিক থেকে শুরু করে বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ-সকলকেই খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে। প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, পরে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্বপ্নের ছন্দে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ক্রিকেটের সব বিভাগেই দাপট দেখিয়ে চলেছেন সূর্যরা। একমাত্র উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে রয়েছে দোলাচল। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার জোড়া ম্যাচ জয়ের আসরে একবারও ব্যাট হাতে নামতে হয়নি সঞ্জুকে। তাঁকে দিয়ে যে ওপেন করানো হবে না, আগেই জানা ছিল দুনিয়ার। কিন্তু মিডল অর্ডারে ঠিক কত নম্বরের জন্য ও কোন ভূমিকায় সঞ্জুকে ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, স্পষ্ট হয়নি। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের খবর, শুক্রবারের ওমান ম্যাচে সঞ্জুকে টপ অর্ডারে সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, মরুদেশে সূর্যের সংসার এখন আদ্যন্ত সুখী পরিবার। যেখানে জোড়া ম্যাচ জয়ের পাশে এশীয় সেরা হওয়ার স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

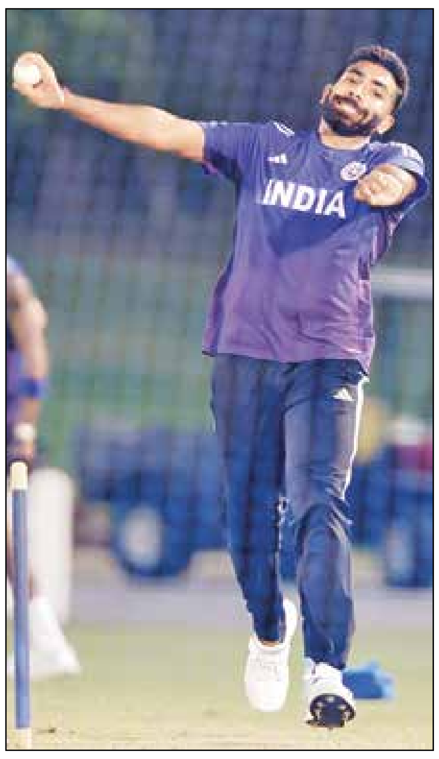

অনুশীলনে খামতি নেই জসপ্রীত বুমরাহর (বাঁয়ে)। স্পিন অস্ত্রে শান বরুণ চক্রবর্তীর।

পাকিস্তানের আপত্তি সত্ত্বেও ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটই

নাটক শেষে এক ঘণ্টা পর শুরু ম্যাচ

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : যত কাণ্ড দুবাইয়ে। নাকি পাকিস্তানে?

নাটকের পর নাটক। বাস্তবের মেগা সিরিয়ালও লজ্জা পাবে। চাপ তৈরির খেলা। আবার পালটা চাপ সামলাতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়াও। আবার অনেকের মতে, পাকিস্তানের গালে ফের সপাটে চড়।

রবিবার প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে লজ্জার হার। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার তরফে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন না করা। ভারতের তরফে এমন জোড়া ধাক্কা কিছুতেই হজম করতে পারছে না পাকিস্তান। সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের ধাক্কা ও লজ্জার ড্যামেজ কন্ট্রোলে শুধুই অজুহাতের পথে পাকিস্তান। কখনও হুমকি এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর। কখনও ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সরাতেই হবে। না সরানো হলে এশিয়া কাপে খেলবে না পাকিস্তান। ছিঁচকাঁদুনি বাচ্চাদের মতো একের পর এক আবদার ও দাবি। শেষপর্যন্ত যার কোনওটাই মানা হয়নি। পাকিস্তান এশিয়া কাপ বয়কট করেনি। এক ঘণ্টা দেরিতে ম্যাচ খেলতে নেমেছে। আবার সলমন আলি আঘাদের ম্যাচে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পেয়েছেন পাইক্রফটই।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে আজ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ শাহিন শা আফ্রিদিদের। এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করতে হলে পাকিস্তানকে জিততেই হবে এই ম্যাচ। কিন্তু তার আগে শেষ কয়েক ঘণ্টায় যে নাটক করল পাকিস্তান, তার ফল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে পালটা চাপের খেলায় গিয়েছিল পাকিস্তান। আজ নিজেদেরই ব্যাকফুটে চলে যেতে হল। ভারতের হাত না মেলানোর ধাক্কা যে এতটা জোরদার হতে পারে, অপারেশন সিঁদুরের মতোই তার প্রভাব হতে পারে-কে আর ভেবেছিল। প্রতিবেশী পাকিস্তান হয়তো ভেবেছিল, এশীয় ক্রিকেট সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে চাপে রেখে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে আইসিসি-র চেয়ারম্যানের পদে যে জয় শা বসে রয়েছেন, সেটা বোধহয় পাকিস্তান ক্রিকেটের শীর্ষ কর্তা মহসিন নকভি ভুলে গিয়েছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটের পর গতরাতে পাকিস্তানের তরফে আইসিসি-র কাছে ফের একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে ম্যাচ রেফারি হিসেবে পাইক্রফট যেন না থাকেন। দুবাইয়েই থাকা রিচি রিচার্ডসনকে ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় চেয়েছিল পাকিস্তান। এই দাবিতে অনড় থেকে আজ নির্ধারিত সময়ে হোটেল থেকে টিম বাসে চড়েননি সলমনরা। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হতে থাকে। আইসিসি ও এসিসি কর্তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের ম্যারাথন আলোচনা শুরু হয়। সেই আলোচনায় শেষপর্যন্ত নিজেদের স্টান্স বদলাতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ালে বিপুল আর্থিক ক্ষতির পাশে আগামীদিনে নানা সমস্যায় পড়তে হবে বুঝে নিয়ে শেষপর্যন্ত ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সামান্য আগে পিসিবি প্রধান নকভি তাঁর দলের ক্রিকেটারদের মাঠে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় একই সময়ে আইসিসি-র তরফে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের রবিবারের ম্যাচে কোনও ভুল ছিল না। ভারত-পাক মহারণের সবদিক খতিয়ে দেখেছে আইসিসি। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় কোনও ভুল নেই। উপরি হিসেবে পাকিস্তানকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ট্রোল করা হয়েছে। যার নির্যাস, পাকিস্তান ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত দলই নয়। আইসিসি-র মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর রাতের দিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট পাক অধিনায়ক ও দলের ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বাস্তবে আদৌ এমন হয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর ধন্দ রয়েছে।

তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে না পেরে এবার আইসিসি-র বিরুদ্ধে নয়া ম্যাচ শুরুর দিকে এগিয়ে গেল পাকিস্তান। যার ফলে পাকিস্তানের ফের মুখ পোড়ে কিনা, সেটাই দেখার।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নামার আগে টিম ম্যানেজার নাভেদ আক্রামের সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘা।

পাকিস্তানের ছিঁচকাঁদুনি

- অ্যান্ডি পাইক্রফটের বদলে রিচি রিচার্ডসনকে ম্যাচ রেফারি হিসেবে চেয়েছিল পাকিস্তান।
- দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ নির্ধারিত সময়ে হোটেল থেকে টিম বাসে চড়েননি সলমন আলি আঘারা।
- পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় আইসিসি ও এসিসি কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে পিসিবি।
- শেষপর্যন্ত নিজেদের অবস্থান বদলে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সামান্য আগে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি তাঁর দলে ক্রিকেটারদের মাঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

সিমরনের স্পিনে চাপে পাকিস্তান

পাকিস্তান- ১৪৬/৯

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাঠের বাইরের পর এবার মাঠের ভেতরেও চাপে পাকিস্তান। সুপার ফোরে পৌঁছাতে গেলে জিততেই হবে এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দল মাঠে দেরিতে আসায় ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে। তারপর টসে হেরে

শূন্যের হ্যাটট্রিক সাইমের

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে জুনেইদ সিদ্দিকি (১৮/৪), সিমরনজিৎ সিংয়ের (২৬/৩) পেস-স্পিনের ককটেলে হাঁসফাঁস করল পাকিস্তান। গত দুই ম্যাচের মতো এদিনও খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন সাইম আয়ুব। প্রথম ওভারে পঞ্চম বলেই আয়ুবকে ফেরান জুনেইদ। পরের ওভারে ফের জুনেইদের শিকার হন আরেক পাক ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (৫)। ৯/২ হয়ে যাওয়ার পর হাল ধরেছিলেন অধিনায়ক সলমন আলি আঘা (২০) ও ফখর জামান (৫০)। তৃতীয় উইকেটে ৬১ রানের জুটিতে দলের ব্যাটিংকে ট্র্যাকে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু শুভমান গিলের বাল্যবন্ধু সিরমনজিৎ আসরে নামতেই চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। প্রথমে সিমরনজিৎ তুলে নেন সলমনকে। এরপর তিনি পেয়ে যান হাসান নওয়াজ (৩) ও খুশদিল শা-কে (৪)। ব্যর্থ হন মহম্মদ হ্যারিস (১৮), মহম্মদ নওয়াজও (৪)। শেষদিকে শাহিন শা আফ্রিদির (অপরাজিত ২৯) জন্য ১৪৬/৯ স্কোরে পৌঁছাতে সক্ষম হয় পাকিস্তান।

তিন উইকেট নিয়ে উল্লাস সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সিমরনজিৎ সিংয়ের।

এশিয়া কাপে আজ

আফগানিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

এফসি গোয়ার হার

মারগাঁও, ১৭ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্রথম ম্যাচেই হারের স্বাদ পেল এফসি গোয়া। আল জাওরার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল মানোলো মার্কুয়েজ রোকার দল। ম্যাচের প্রথমার্ধে বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখলেও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ইকের গুয়ারোটেক্সেনা, জাভিয়ের সিভেরিওরা। উলটে ৪৪ মিনিটে ইরাকের ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন রেজিক বানি হানি। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা খুব বেশি বদলায়নি। গোয়ার সামনে সুযোগ এল বটে, তবে আল জাওরার রক্ষণ ভাঙতে পারলেন না মানোলোর ছেলেরা। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে নিজার মাহমুদ আল রাশদান গোল করে জাওরার জয় নিশ্চিত করেন।

ইস্টবেঙ্গলে জাপানি স্ট্রাইকার

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের বদলে নয়া বিদেশি ইস্টবেঙ্গলে। বুধবার জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকিকে দলে নেওয়ার কথা জানাল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। জাপানের কাসিওয়া রিসোলে শুরু করে তিনি প্রথম ইউরোপীয় ফুটবলে পা রাখেন ২০০৯ সালে। স্পেনের জিরোনা এফসি-তে। সেই সময় দুই বছর কাটিয়ে তিনি চলে যান সেভিয়া এফসি-তে। ২০১৪ সালে আবার জাপানে ফিরে যান হিরোশি। এরপর অস্ট্রেলিয়ার এ লিগেও প্রথমে অ্যাডিলেড এফসি-তে খেলতে গিয়ে প্রথম ম্যাচেই গোল করেন। পরে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডেও যোগ দেন। ইস্টবেঙ্গলে এলেন এই ক্লাব থেকেই। ৩৪ বছরের ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার এই স্ট্রাইকার মূলত কোচ অস্কার ব্রুজোঁর পছন্দ। তিনি বলেছেন, 'হিরোশি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং উঁচু মানের স্ট্রাইকার। ওর হেডিংও খুব ভালো। অনেক অনেক ভালো ভালো দলে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।' হিরোশির সঙ্গে মরশুমের শেষ পর্যন্ত চুক্তি করা হয়েছে।

জিতল ২০২৩

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী রাম্ভোলিয়ান্সের ৭ দলীয় ফুটবলে বুধবার ২০২৩ প্রাক্তনী ১-০ গোলে ২০১৮ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা আরিফ হোসেন গোল করেন। পরে ২০২০ প্রাক্তনী ও ২০০৭ সংযুক্ত প্রাক্তনীর ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। ম্যাচের সেরা সংযুক্তের অনুপ পণ্ডিত।

নয়া সভাপতি নিয়ে দোলাচল চলছেই

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দিন এগিয়ে আসছে। জল্পনা শেষ হচ্ছে না!

২৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে আগ্রহ, উন্মাদনা বাড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে রয়েছে বিস্তর প্রশ্নও।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হরভজন সিং ও রঘুরাম ভাট। ২৮ সেপ্টেম্বরের এজিএমে ভারতীয় ক্রিকেটের এই তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারের থাকা নিশ্চিত। মিঠুন মানহাস, জয়দেব শা-র মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকারাও থাকবেন সেদিনের এজিএমে। প্রশ্ন হল, এই তালিকা থেকেই কি কাউকে বিসিসিআইয়ের আগামী সভাপতি হিসেবে দেখা যাবে? সঠিক

বিসিসিআই এজিএম

জবাব কোথাও নেই। কিন্তু কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। এক, শেষ পর্যন্ত যিনিই বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদে বসুন না কেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আশীর্বাদ তাঁকে পেতেই হবে। দুই, আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা-র আশীর্বাদও অত্যন্ত জরুরি। তিন, সভাপতি পদে শেষ কয়েক বছর ধরে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের দেখা গিয়েছে বলে আগামীদিনেও তেমনই হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তাও নেই।

সচিব পদে দেবজিৎ শইকিয়া থাকছেন বলেই খবর। কিন্তু রজার বিনির উত্তরসূরি নিয়ে বোর্ডের অন্দরেই অচলাবস্থা রয়েছে। বর্তমান সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাও বোর্ড সভাপতি হয়ে যেতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দিন কয়েক আগে সিএবি সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ তাঁকে বোর্ড সভাপতির পদে না দেখার কথাই জানিয়েছিলেন। মনোনয়ন দাখিলের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সৌরভের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। তাছাড়া অতীতে সৌরভ বোর্ড সভাপতির পদ সামলেছেন বিজেপির আশীর্বাদ নিয়ে। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। তুলনায় হরভজনের সম্ভাবনা অনেকটাই উজ্জ্বল। ভাজ্জি এখনও তাঁর বোর্ড সভাপতি পদের জল্পনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। হয়তো বাকিদের মতো তিনিও জল মাপতে ব্যস্ত।

বোর্ড সভাপতি পদের জল্পনার মধ্যেই জাতীয় নির্বাচক কমিটিতেও বদল হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, মধ্যাঞ্চলের সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণের এস শরথের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার আরপি সিং ও প্রজ্ঞান ওঝা। প্রবীণ কুমার ও আশিস উইনস্টন জাইদির নামও ঘুরছে। যদিও সম্ভাবনা কম বলেই খবর।

অঙ্কুশের জোড়া গোল

হলদিবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়র লিগ কাম নকআউট ফুটবলে বুধবার আয়োজক দল ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে কচুয়া বোয়ালমারী সেভেন স্টারের বিরুদ্ধে। জোড়া গোল করেন অঙ্কুশ রায়। অন্য গোলটি চিরঞ্জিত বর্মনের। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে কাশিয়াবাড়ির জেএসকে সেভেনস্টার ও নয়াসড়ক ব্যবসায়ী সমিতি।

চিন ওপেন ব্যাডমিন্টন

শেষ ষোলোয় সাত্ত্বিক-চিরাগ

শেনচেন, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন। চিন ওপেনে ভারতের আশা এখন 'সাতচি' জুটিকে ঘিরে।

সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টির মরশুমটা বেশ ভালোই যাচ্ছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ, হংকং ওপেনে রানার্স। চিন ওপেনেও সাড়া জাগিয়ে শুরু করল ভারতীয় জুটি। প্রথম রাউন্ডে মালয়েশিয়ার জুনাইদি আরিফ-রয় কিং ইয়াপকে ২৪-২২, ২১-১৩ পয়েন্টে হারালেন তাঁরা। ম্যাচ জিততে সাত-চি জুটি সময় নিলেন মাত্র ৪২ মিনিট।

এদিকে, লক্ষ্য সেন হেরে গিয়েছেন ফ্রান্সের তোমা জুনিয়ার পোপোভের কাছে ১১-২১, ১০-২১ পয়েন্টে। আয়ুষ শেঠি আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। মিক্সড ডাবলসে ভারতের ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টোও চিনের ফেং ইয়ান ঝে-হুয়াং ডং পিংয়ের কাছে পরাস্ত হয়। সাত্ত্বিক-চিরাগ ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে রয়েছেন ভারতের পিভি সিন্ধু। মহিলা সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবেন তিনি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অনিল রায় - কে 23.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62E 66896 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষকে ভালো একটি দিন যে আসতে পারে তা বিশ্বাস করার একটি ক্ষমতা দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি জয় নয়, এটি আমার জীবন পরিবর্তনকারী একটি মোড়। এই এমন সুন্দর একটি জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাদের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে বীরসা মুন্ডা একাদশ। -জয়দেব দাস

চ্যাম্পিয়ন বীরসা মুন্ডা

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল তুফানগঞ্জ বীরসা মুন্ডা একাদশ। বুধবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে শীতলকুচি বঙ্কিমচন্দ্র ব্রেভসকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে ফাইনালের সেরা বিশ্বপতি ডাকুয়া গোল করেন। প্রতিযোগিতার সেরা বিজয়ীদের অমৃত বর্মন। সেরা গোলরক্ষক বীরসা মুন্ডার আশিক ওরাওঁ। সর্বাধিক গোলস্কোরার একই দলের সুমন বর্মন। এদিন বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়, বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক মালতি রাভা, নিখিলরঞ্জন দে, বরেন বর্মন প্রমুখ।

খেতাব জিতল এম্বো

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভুটানের এম্বো এক্সপোর্টের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ৪-১ গোলে ইলিয়াস ট্রান্সপোর্ট একাদশকে হারিয়েছে। যুগিপাড়া ফুটবল মাঠে জোড়া গোল করেন ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা ধর্মেন্দ্র প্রধান। এম্বোর বাকি গোল দুইটি মহম্মদ সোহেল ও অর্জুন থুলুং। ইলিয়াসের গোলটি মহম্মদ শক্তির।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে এম্বো এক্সপোর্ট। -শতাব্দী সাহা